

1.6
0174
L PVI

Ind L 4710.9.1



Harvard College Library

FROM

Charles W. Sever



Bangalor
Isvarachandra Vidyasagara

HISTORY OF BENGAL

PART II.

FROM THE ACCESSION OF SERAJOODDOWLA
TO THE CLOSE OF THE ADMINISTRATION
OF LORD WILLIAM BENTINCK.

BY

ISWARA CHANDRA VIDYASAGARA.

TENTH EDITION.

বঙ্গালার ইতিহাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

দশম বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

1862.

TRÜBNER & CO.,
60, Paternoster Row,
LONDON.

মূল্য আট আনা।

বান্দালার ইতিহাস ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি লর্ড
উইলিয়ম বেন্টিকের অধিকার পর্য্যন্ত ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত ।

দশম বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সংস্কৃত ষষ্ঠ ।

সংবৎ ১৯১৯ ।

Ind L 4710. 9. 1
✓

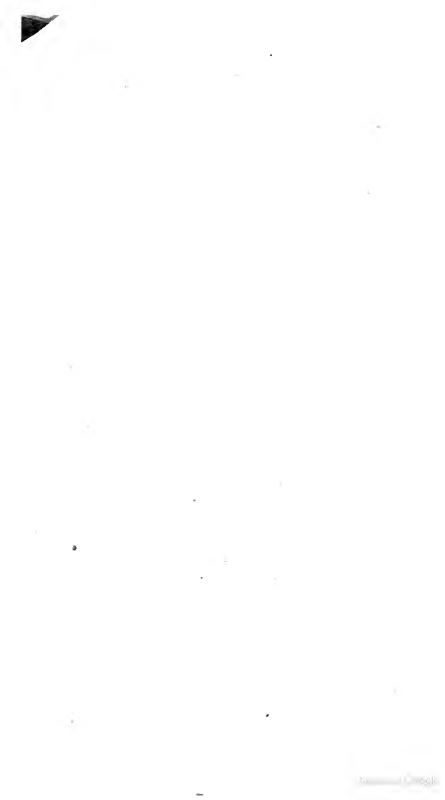
1873, Dec. 4.
Gift of
Charles R. Liver,
of Cambridge.

বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুত
মার্শমেন সাহেবের রচিত ইন্দরেজী গ্রন্থের শেষ
নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের
অবিকল অনুবাদ নহে । কোন কোন অংশ
অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং
কোন কোন বিষয় আবশ্যক বোধে গ্রন্থান্তর
হইতে সঙ্কলনপূর্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

এই পুস্তকে অতি দুরাচার নবাব সিরাজ-
উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণাবধি চিরস্মরণীয়
লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকার-
সমাপ্তি পর্যন্ত বর্ণিত আছে । সিরাজউদ্দৌলা
১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গালা ও
বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন আর লার্ড
বেণ্টিক ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে ভারত-
বর্ষের শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া ইংলণ্ড
যাত্রা করেন । সুতরাং এই পুস্তকে একোন
অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ।



বান্দালার ইতিহাস ।



প্রথম অধ্যায় ।

১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ১০ই এপ্রিল, মিরাজ উদ্দৌলা বান্দালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন । তৎকালে দিল্লীর সম্রাট এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, যে নূতন নবাব আর তাঁহার নিকট সনন্দ প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না ।

তিনি, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ আপন পিতৃব্যপত্নীর সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্য প্রেরণ করেন । তাঁহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ, ষোল বৎসর ঢাকার আধিপত্য করিয়া অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । পরে, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পত্নী তদীয় সমস্ত ধনের অধিকারিণী হইলেন । এই বিধবা নারী, আপন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা কার্যকালে পলায়ন করিল ; সুতরাং তাঁহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য নির্ভীকবাদের নবাবের প্রাসাদে প্রেরিত হইল এবং তিনিও সহজেই আপন বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইলেন ।

রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন এবং যখন রাজাদিগের অধিকারসময়ের প্রথা অনুসারে, প্রজার সর্বনাশ করিয়া অনেক ধন সঞ্চয় করেন । ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে নিবাইশ পরলোক যাত্রা করেন । তৎকালে আলীবর্দী সিংহাসনারূঢ় ছিলেন কিন্তু বার্কক্য প্রযুক্ত হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন । রাজবল্লভ ঐ সময়ে নুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকিতে, সিরাজ উদ্দৌলা, তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, তদীয় সমুদায় সম্পত্তি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাকায় লোক প্রেরণ করেন । কিন্তু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, অথৈ ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া, সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নৌকারোহণ পূর্বক, গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ যাত্রাচ্ছলে, কলিকাতা পলায়ন করেন ; এবং ১৭ই মার্চ তথায় উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডেক সাহেবের অনুমতি লইয়া নগর মধ্যে বাস করেন । তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিয়া-ছিলেন যাবৎ পিতার মুক্তিসংবাদ না পাই, তত দিন এই স্থানে অবস্থিত করিব ।

রাজবল্লভের সম্পত্তি এই রূপে হস্ত বহির্ভূত হওয়াতে সিরাজ উদ্দৌলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে সিংহাসনারূঢ় হইয়া, কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন । কিন্তু ঐ লোক বিশ্বাসযোগ্য পত্রাদি প্রদর্শন করিতে না পারিবাতে, ডেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন ।

কিছু দিন পরেই, ইয়ুরোপ হইতে এই সংবাদ

আসিল যে অল্প কালের মধ্যেই করাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ ঘটবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তৎকালে করাসিরা করমণ্ডল উপকূলে অত্যন্ত প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন; আর কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত ইয়ুরোপীয় সৈন্য ছিল, চন্দননগরে করাসিদিগের তদপেক্ষায় দশ গুণ অধিক থাকে। অতএব, কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা আপনাদিগের দুর্গ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার অনতিবিলম্বেই অল্প-বয়স্ক উক্ততত্ত্বভাব নবাবের কর্ণগোচর হইল। ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ছিল, অতএব তিনি ভয়প্রদর্শন পূর্বক ডেক সাহেবকে এই পত্র লিখিলেন, আপনি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পাইবেন না, বরং পুরাতন যাহা আছে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, এবং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে আমার লোকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আলীবর্দীর মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্বে, সিরাজ উদ্দৌলার দ্বিতীয় পিতৃব্য মায়দ অহম্মদের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। তিনি, আপন পুত্র সকত জঙ্গকে স্বীয় সমস্ত সৈন্য, সম্পত্তি ও পূর্ণিয়ার রাজত্বের অধিকারী করিয়া যান। তদনুসারে সকত জঙ্গ, সিরাজ উদ্দৌলার স্ববাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, রাজ্যশাসনে প্রৱত্ত হইলেন। তাঁহার উভয়েই তুল্যরূপ নিকোঁধ, নৃশংস ও অবিম্শ্যকারী ছিলেন। সুতরাং অধিক কাল তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীতি ও ঐক্য থাকিবেক, এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতা-মহের পুরাণ কর্মকারক ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন । কুপ্ররুত্তির উত্তেজক কতিপয় অপ্পবয়স্ক হুক্টিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল । তাহারা প্রতিদিন তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল । সেই সকল পরামর্শের এই কল দর্শিয়াছিল, যে তৎকালে প্রায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোন স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই ।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । তাঁহারা আপাততঃ সক্ত জঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন । তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন যে তিনিও সিরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন ; কিন্তু মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, যে আপাততঃ এই উপায় দ্বারা উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে কোন যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন ।

এই বিষয়ের সমুদায় পরামর্শ স্থির হইলে, সক্ত জঙ্গের স্বেদাদারীর সনন্দ প্রার্থনায় দিল্লীতে, দূত প্রেরিত হইল । আবেদন পত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে, অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল ।

সিরাজ উদ্দৌলা, এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সক্ত জঙ্গের প্রাণ-

দশার্থে পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন । সৈন্য সকল রাজমহলে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে সিরাজ উদ্দৌলা, কলিকাতার গবর্নর ডেক সাহেবের নিকট হইতে, আপন পূর্বপ্রেরিত পত্রের এই উত্তর পাইলেন, আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।

এই উত্তর পাইয়া তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের বিরুদ্ধাচারী-দিগকে আশ্রয় দিতেছে, এবং আমার অধিকার মধ্যে গড়বন্দী করিয়া আপনাদিগকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে, অতএব আমি তাহাদিগকে নির্মূল করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সৈন্যাদিগকে অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। কাশিম বাজারে ইঙ্গরেজদিগের যে কুঠী ছিল, আগমন কালে তাহা লুট করিলেন এবং তথায় যে যে ইউরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন সকলকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা, ষাটি বৎসরের অধিক কাল নিরুপদ্রবে ছিলেন, সুতরাং বিশেষ আস্থা না থাকাতে তাঁহাদের দুর্গ প্রায় এক প্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ, তাঁহারা আপনাদিগকে এত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন, যে দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যামের মধ্যেও অনেক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দুর্গমধ্যে এক শত সত্তরজন মাত্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন ইউরোপীয়। বাকুদ পুরাণ ও নিস্তেজঃ; কামান সকল মরিচাধরা। কিন্তু এ দিকে

সিরাজ উদ্দৌলা চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও উত্তম উত্তম কামান লইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইঙ্গরেজেরা দেখিলেন আক্রমণ নিবারণের কোন সম্ভাবনা নাই; অতএব সন্ধি প্রার্থনায় বারংবার পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদানেরও প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু নবাবের অন্য কোন বিষয়ে কণ দিতে ইচ্ছা ছিল না; তিনি ইঙ্গরেজদিগকে একবারেই উচ্ছিন্ন করিবার মানস করিয়াছিলেন; অতএব পত্রের কোন উত্তর না দিয়া অবিশ্রামে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ চিতপুরে উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজেরা ইতিপূর্বে তথায় এক উপদুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা, নবাবের সৈন্যের উপর এমন ভয়ানক গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, যে তাহারা হুটিয়া গিয়া দমদমান অবস্থিতি করিল।

নবাবের সৈন্যেরা, ১৭ই, নগর বেষ্টিত করিয়া, তৎপর দিন এককালে চারিদিকে আক্রমণ করিল। তাহারা, ভিত্তিসম্মিহিত গৃহ সকল অধিকার করিয়া এমন ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল যে এক ব্যক্তিও সাহস করিয়া গাড়ের উপর দাঁড়াইতে পারিল না। এই দিবস, অনেক ব্যক্তি হত ও অনেক বক্তি আহত হইল এবং দুর্গের বহির্ভাগ বিপক্ষের হস্তগত হওয়াতে, ইংরেজদিগকে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে হইল। রাত্রিতে বিপক্ষেরা, দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্তী অতি বৃহৎ কতিপয়

গ্রহে অগ্নি প্রদান করিল ; ঐ সকল গ্রহ অতি ভয়ানক রূপে দগ্ধ হইতে লাগিল ।

অতঃপর কি করা উচিত, ইহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, ইঙ্গরেজেরা এক সভা করিলেন । তৎকালীন সেনাপতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কার্য্যজ্ঞ ছিলেন না । তাঁহারা সকলেই কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই । বিশেষতঃ, এত অধিক এদেশীয় লোক দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, যে তন্মধ্যে যে আহাৰ সামগ্রী ছিল, তাহাতে এক সপ্তাহও চলিতে পারিত না । অতএব নির্দ্ধারিত হইল, গড়ের নিকট যে সকল নৌকা প্রস্তুত আছে, পর দিন প্রত্যুষে নগর পরিত্যাগ করিয়া তদ্বারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ । কিন্তু দুর্গমধ্যে এক ব্যক্তিও এমন ক্ষমতাপন্ন ছিল না, যে এই ব্যাপার সুশৃঙ্খল রূপে নির্বাহ করিয়া উঠে । সকলেই আজ্ঞা প্রদানে উদ্যত ; কেহই আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত নহে ।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে প্রেরণ করা গেল । অনন্তর দুর্গস্থিত সমুদায় লোক ও নাবিকগণ ভয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইল । সকল ব্যক্তিই তীরাভিমুখে ধাবমান । নাবিকেরা, নৌকা লইয়া পলাইতে উদ্যত । ফলতঃ, সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত । যে, যে নৌকা সম্মুখে পাইল তাহাতেই আরোহণ করিল । সর্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব, ও সৈন্যাধ্যক্ষ বাহাদুর সর্বাগ্রে পলায়ন করিলেন । এবং যে কয়েক খান নৌকা উপস্থিত ছিল, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, কতক জাহাজের নিকটে ও কতক হাবড়া পারে চলিয়া গেল ; কিন্তু

সৈন্য ও ভদ্র লোক অর্ধেকেরও অধিক দুর্গমধ্যে রহিয়া গেল ।

সর্বাধ্যক্ষ সাহেবের পলায়ন সংবাদ প্রচার হইবা-
মাত্র, অবশিষ্ট ব্যক্তির, একত্র হইয়া হালওয়েল সাহে-
বকে আপনাদিগের অধ্যক্ষ স্থির করিল । পলায়িতেরা,
জাহাজে আরোহণ করিয়া, প্রায় এক ক্রোশ ভাটিয়া গিয়া,
নদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল । ১৯এ জুন, বিপক্ষেরা
পুনর্বার আক্রমণ করিল ; কিন্তু পরিশেষে অপসারিত
হইল ।

দুর্গবাসীরা, দুই দিবস পর্য্যন্ত আপনাদিগের রক্ষা
করিয়াছিল, এবং জাহাজস্থিত লোকদিগকে নিরস্তর
সঙ্কেত করিয়াছিল, যে তোমরা আসিয়া আমাদিগের
উদ্ধার কর । এই উদ্ধারক্রিয়া অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে
পারিত সন্দেহ নাই । কিন্তু পলায়িত ব্যক্তির পরিত্যক্ত
ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে এক বারও উদ্যোগ পাইল না ।
যাহা হউক, তখনও তাহাদিগের অন্য এক আশা ছিল ।
রয়েলজর্জ নামক এক খান জাহাজ চিতপুরের নীচে
নঙ্গর করিয়াছিল । হালওয়েল সাহেব, ঐ জাহাজ
গড়ের নিকট আনিবার নিমিত্ত, দুই জন ভদ্র লোককে
পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা আসিবার
সময় চড়ায় লাগিয়া গেল, আর উঠাইতে পারা গেল
না । এই রূপে দুর্গস্থিত হতভাগ্যদিগের শেষ আশাও
উজ্জ্বল হইয়া গেল ।

১৯এ রাত্রিতে, বিপক্ষেরা দুর্গের চতুর্দিকস্থ অবশিষ্ট
গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া, ২০এ পুনর্বার পূর্বা-

পেক্ষায় অধিকতর পরাক্রম সহকারে আক্রমণ করিল । হালওয়েল সাহেব, আর নিবারণ চেষ্টা করা ব্যর্থ বুঝিয়া নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন । দুই প্রহর চারিটার সময়, এক জন শত্রুপক্ষীয় সৈনিক পুরুষ, কামান বন্ধ করিতে সঙ্কেত করিল ; তাহাতে ইংরেজেরা, সেনাপতির উত্তর আইল বোধ করিয়া আপনাদিগের কামান ছোড়া রহিত করিলেন । তাঁহারা এইরূপ করিবামাত্র, বিপক্ষেরা প্রাচীরের নিকট দৌড়িয়া আসিল, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যেই এই দুর্গ অধিকার করিয়া লুট আরম্ভ করিল ।

পাঁচটার সময়, সিরাজ উদ্দৌলা চৌপালায় চড়িয়া দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন ; ইউরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল । হালওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বন্ধ ছিল, নবাব, খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার মস্তকের একটি কেশও স্পর্শ করা যাইবেক না । অনন্তর বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, এত অস্পৃশ্যব্যক্তি কিরূপে চারি শত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত এত অধিক কাল যুদ্ধ করিল । পরে অনারত প্রদেশে সভা করিয়া, কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন । নবাব যে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়াই তাহার এক প্রধান কারণ । তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড বিধান করি-

বেন । কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া, তাঁহাকে এক মহা-
মূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন ।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মাণিক-
চাদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া, শিবিরে গমন করিলেন ।
সমুদায়ে এক শত ছচল্লিশ জন ইয়ুরোপীয় বন্দী ছিল ।
সৈন্যাদ্যক্ষ, সেই রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন এক স্থান অনুসন্ধান
করিতে লাগিলেন । তৎকালে দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে দ্বাদশ
ও প্রস্থে নয় হস্ত প্রমাণ এক গৃহ ছিল । বায়ুমণ্ডারের
নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ
পাকে । ইঙ্গরেজেরা কলহকারী ছর্তুত সৈন্যাদিগকে ঐ
গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন । মুসলমানেরা, ঐ দারুণ
গ্রীষ্মসময়ে, সমস্ত ইয়ুরোপীয় বন্দীদিগকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ
গৃহে নিষ্কিণ্ত করিল ।

সেই রাত্রিতে যজ্ঞগার পরিসীমা ছিল না । বন্দীরা
অতি ভরায় ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল । তাহারা
রক্ষকদিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া যে জল
পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিল ।
প্রত্যেক ব্যক্তিই, সম্যক্ রূপে নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার
আশয়ে, গবাক্ষের নিকটে ঘাইবার নিমিত্ত, বিবাদ করিতে
লাগিল, এবং যজ্ঞগায় অস্থির হইয়া রক্ষীদিগকে প্রার্থনা
করিতে লাগিল, তোমরা আমাদের উপর গুলি করিয়া
এই দুঃসহ ক্লেশের অবসান কর । এক এক জন করিয়া,
ক্রমে ক্রমে অনেকেই পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল ।
তখন অবশিষ্ট ব্যক্তির, শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া,

নিখাম আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল এবং তাহাতেই কয়েক জন জীবিত থাকিল ।

পর দিন প্রাতঃকালে সেই গৃহের দ্বার উন্মোচিত হইলে, দৃষ্ট হইল এক শত ছচল্লিশের মধ্যে কেবল তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে । অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ানক ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই । এই হত্যার নিমিত্তই সিরাজ উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে, এই ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই রক্তান্ত্র লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দে-দীপ্যমান আছে, এবং সিরাজ উদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । কিন্তু তিনি, পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না । সেই রাত্রিতে, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল, অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী ।

২১এ জুন প্রাতঃকালে এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অত্যন্ত অনবধান প্রদর্শন করিলেন । অন্ধকূপে রক্ত হইয়া যে কয়েক ব্যক্তি জীবিত থাকে, হালওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে এক জন । নবাব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনাগার দেখাইয়া দিতে कहিলেন । তিনি দেখাইয়া দিলেন ; কিন্তু ধনাগার মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র মাত্র টাকা পাওয়া গেল ইহাতে নবাবের অত্যন্ত চমৎকার বোধ হইল ।

সিরাজ উদ্দৌলা, নয় দিবস কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন ; অনন্তর কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিয়া মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন । ২রা জুলাই, গঙ্গা পার

হইয়া ছগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইঙ্গ-রেজদের মত ছুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া সে যাত্রা পরিত্যাগ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হয় ও ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপন করেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি নিজপিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার নিশ্চয় করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ঐ প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন তুমি অবিলম্বে ইহাকে সমস্ত কর্মের ভার দিবে। ইহাতে ঐ উক্তত যুবা ক্রোধে অন্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উত্তর লিখিলেন, আমি এই সমস্ত প্রদেশের যথার্থ অধিপতি, দিল্লী হইতে সনন্দ পাইয়াছি, অতএব আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।

এই উত্তর পাইয়া, সিরাজ উদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য হইলেন এবং অতি দুরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণিয়া প্রস্থান করিলেন। সকত জঙ্গও এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য লইয়া তদতিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু

সকত জঙ্গ নিজে যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না । তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল । ঐ স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল । সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল । কিন্তু তদীয় সৈন্যমধ্যে এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি ছিল না, এবং অনুষ্ঠানেরও কোন পরিপাটি ছিল না । প্রত্যেক সেনাপতিই, আপন আপন স্ববিধা অনুসারে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সেনা নিবেশিত করিল ।

মিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য, ঐ জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সকত জঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল । বড় বড় কামানের গোলাতে তাঁহার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, তিনি, নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে জলা পার হইয়া বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন । তাহারা, অতিকষ্টে কর্দম পার হইয়া শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, মিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল ।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সকত জঙ্গ খ্রীসন্তোগার্থে শিবির প্রবেশ করিলেন, এবং ইচ্ছানুরূপ সুরা পান করিয়া এমন মত্ত হইলেন যে আর মোজা হইয়া বসিতে পারেন না । তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল । পরিশেষে, ধরিয়া থাকিবার

নিমিত্ত এক ভৃত্য সমেত, তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্তভাগে উপস্থিত করিল । তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । মৈন্যেরা, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণীভঙ্গ পূর্বক পলায়ন করিল । দুই দিবস পরে নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্বিয়া অধিকার করিলেন এবং তথাকার ধনাগারপ্রাপ্ত নানাদিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অস্ত্রপুর্নিকাগণ মুরশিদাবাদ পাঠাইয়া দিলেন ।

সিরাজ উদ্দৌলার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সাহস হয় নাই । বস্তুতঃ, তিনি রাজমহলের অধিক যান নাই । কিন্তু এই জয়ের সমুদায় বাহাদুরী আপনার বোধ করিয়া মহাসমারোহে মুরশিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন ।

এ দিকে ডেক সাহেব, কাপুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্বক স্বদেশীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া, মাল্জাজে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, এবং স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত নদী-মুখে জাহাজেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তথায় অনেক ব্যক্তি রোগাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মাল্জাজে পহুছিলে, তথাকার গবর্নর ও কৌন্সিলের সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন । এবং চারি দিকে বিপদমাগর দেখিতে লাগিলেন । কারণ, সেই সময়ে ফরাসিদিগের সহিতও স্বরায় যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল । ফরাসিরা তৎকালে পশ্চিমীতে অত্যন্ত প্রবল ছিলেন, আর

ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য অতি অল্পমাত্র ছিল । তথাপি তাঁহারা, বাঙ্গালার সাহায্য করাই সৰ্ব্বাশ্রয় কর্তব্য স্থির করিলেন । অনন্তর, অতি দ্বরায় কতিপয় যুদ্ধ জাহাজ ও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং এডমিরল ওয়াটসন সাহেবকে জাহাজের কর্তৃত্ব দিয়া আর কর্ণেল ক্লাইব সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইলেন ।

ক্লাইব, ইহার ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে, অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, কোম্পানির কেরানি হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন ; কিন্তু সাংখ্যিক ব্যাপারে গাঢ়তর অনুরাগ থাকাতে, প্রার্থনা করিয়া সেনাসংক্রান্ত কর্মে নিবিষ্ট হইলেন এবং অল্পকালমধ্যেই, এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইয়া উঠেন । এই সময়ে তিনি বয়সে যুবা, কিন্তু অভিজ্ঞতাতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ।

মাস্তাজে উদ্যোগ করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়, এজন্য জাহাজ সকল অক্টোবরের পূর্বে বহির্গত হইতে পারিল না । তৎকালে উত্তরপূর্বীয় বায়ুর সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত জাহাজ সকল ছয় সপ্তাহের ন্যূনে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিল না ; তন্মধ্যে দুই খানার আরও অধিক বিলম্ব হইয়াছিল ।

কলিকাতার উদ্ধারার্থে মাস্তাজ হইতে সমুদায়ে ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাই প্রেরিত হয় । তাহারা, ২০ এ ডিসেম্বর, কলিকাতায় ও ২৮এ, মায়াপুরে পহুছিল । তৎকালে মায়াপুরে মুসলমানদিগের এক দুর্গ ছিল । কর্ণেল ক্লাইব, শেষোক্ত দিবসের রজনী যোগে, স্বীয় সমস্ত সৈন্য ভীরে অবতীর্ণ করিলেন ; কিন্তু পথদর্শকদিগের

দোষে, অরুণোদয়ের পূর্বে, ঐ দুর্গের নিকট পহুঁহিতে পারিলেন না ।

নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদ, কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবকে আক্রমণ করিলেন । ঐ সময়ে নবাবের সৈন্যেরা, যদি প্রকৃত রূপে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিত, তাহা হইলে, ইঙ্গ-রেজেরা নিঃসন্দেহ পরাজিত হইতেন । যাহা হউক, ক্লাইব অতি দ্বরায় কামান আনাইয়া শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন । তন্মধ্যে এক গোলা মাণিকচাঁদের হাওদার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতা পলায়ন করিলেন । পরিশেষে, কলিকাতায় থাকিতেও সাহস না হওয়াতে, তথায় কেবল পাঁচ শত সৈন্য রাখিয়া, আপন প্রভুর নিকটস্থ হইবার মানসে, অতি সত্বর মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন । জাহাজ সকল তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তথায় পহুঁ-
ছিয়াছিল । ওয়াটসন সাহেব, কলিকাতার উপর ক্রমা-
গত দুই ঘণ্টা কাল গোলাবৃষ্টি করিয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের
২রা জানুয়ারি, ঐ স্থান অধিকার করিলেন । এই রূপে
ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার কলিকাতা অধিকার করিলেন অথচ
স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হইল না ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্লাইব ভাল রূপে বুঝিয়াছিলেন, ভয় প্রদর্শন না করিলে, নবাব কদাচ সন্ধি করিতে চাহিবেন না। অতএব তিনি, কলিকাতা উদ্ধারের দুই দিবস পরে, যুদ্ধ-জাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া হুগলী অধিকার করিলেন। তৎকালে এই নগর অতিসমৃদ্ধ প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

বোধ হইতেছে, ক্লাইব কলিকাতা অধিকার হইবার অব্যবহিত পরেই, মুরশিদাবাদের শেঠদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি করিয়া দেন। তদনুসারে তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। মিরাজ উর্দৌলাও প্রথমতঃ প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাদের পরামর্শ গুলিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া তথাকার বন্দর লুণ্ঠ করিয়াছেন, ইহা গুলিবামাত্র এক বারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সসৈন্যে অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি, ৩০এ জানুয়ারি, হুগলীর ঘাটে গঙ্গাপার হইলেন; এবং ২রা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবের ছাউনির এক পোয়া অন্তরে শিবির নিবেশন করিলেন।

ক্লাইব, ৭০০ গোর। ও ১২০০ সিপাই এই মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় ৪০,০০০ ছিল।

সিরাজ উদ্দৌল। পছন্দবিমাত্র, ক্লাইব সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাবের সহিত দূতদিগের অনেক বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নবাব যদিও মুখে সন্ধির কথা কহিতেছেন, তাঁহার অন্তঃ-করণ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া কলিকাতার চারি দিকের লোক ভয়ে পলায়ন করাতে, ইঙ্গরেজদিগের আহারসামগ্রী দুস্প্রাপ্য হইতে লাগিল। অতএব ক্লাইব, এক উদ্যমেই, নবাবকে আক্রমণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে, ওয়াট্‌সন সাহেবের জাহাজে গিয়া, তাঁহার নিকট ছয় শত জাহাজি গোরা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, রাত্রি একটার সময়, তীরে অবতীর্ণ হইলেন। দুইটার সময় সমুদায় সৈন্য স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল এবং চারিটার সময়, এক বারেই নবাবের ছাউনির দিকে যাত্রা করিল। সৈন্য সমুদায়ে ১৩৫০ গোরা ও ৮০০ সিপাই মাত্র। অকুতো ভয়ে ক্লাইব, সাহসে নির্ভর করিয়া, এইমাত্র সৈন্য লইয়া, বিংশতিগুণ অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে চলিলেন।

শীতকালের শেষে, প্রায় প্রতিদিন কুজ্জ্বটিকা হইয়া থাকে। সে দিবসও, প্রভাত হইবামাত্র, এমন নিবিড় কুজ্জ্বটিকা হইল, যে কোন ব্যক্তি আপনার ছয় হস্ত অন্তরের বস্ত্রও দেখিতে পায় না। বাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের শিবির ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। হত ও আহত সমুদায়ে তাঁহাদের দুই শত

বিংশতি জন মাত্র সৈন্য নষ্ট হয়। কিন্তু নবাবের তদ-
পেক্ষায় অনেক অধিক লোক নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবাব, ক্লাইবের এই রূপ অসম্ভব সাহস দর্শনে,
অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন,
কেমন ভয়ানক শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
অতএব তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চারি কোশ দূরে গিয়া
ছাউনি করিলেন। ক্লাইব দ্বিতীয় বার আক্রমণের সমু-
দায় উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নবাব, তদীয় অসম্ভব
সাহস ও অকুতোভয়তা দর্শনে, যুদ্ধের বিষয়ে এত
ভ্রমোৎসাহ হইয়াছিলেন, যে সন্ধির বিষয়েই সম্মত
হইয়া, ৯ই ফেব্রুয়ারি, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গরেজেরা পূর্বের ন্যায় সমুদায়
অধিকার প্রাপ্ত হইলেন; অধিকন্তু, কলিকাতাতে দুর্গ-
নিৰ্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন;
আর তাঁহাদের পণ্য দ্রব্যের শুল্কদান রহিত হইল।
নবাব ইহাও স্বীকার করিলেন, কলিকাতা আক্রমণকালে
যে সকল দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, সমুদায় ফিরিয়া দিবেন;
আর যাহা যাহা নষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ষথোপ-
যুক্ত মূল্য ধরিয়া দিবেন।

ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন এই ভাবিয়া, নবাব
এই সকল নিয়ম তৎকালে অত্যন্ত অনুকূল বোধ করি-
লেন। আর ক্লাইবও এই বিবেচনা করিয়া সন্ধিপত্রে
নিৰ্ভর করিলেন, যে ইয়ুরোপে ফরাসিদের সহিত ইঙ্গ-
রেজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; আর কলিকাতায়
ইঙ্গরেজদিগের যত ইউরোপীয় সৈন্য আছে, চন্দন

নগরে ফরাসিদিগেরও তত আছে। অতএব চন্দন নগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্বে, নবাবের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যিক।

ইঙ্গরেজ ও ফরাসি এই উভয় জাতির ইউরোপে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পহুছিলে, ক্লাইব চন্দননগরবাসী ফরাসিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, ইউরোপে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষে ভূদাসীন্য অবলম্বন করা যাইবেক; অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কেহ কোন পক্ষকে আক্রমণ করিবেক না। তাহাতে, চন্দন নগরের গবর্নর উত্তর দিলেন, যে আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু যদি প্রধান-পদারূঢ় কোন ফরাসি সেনাপতি আইসেন, তিনি এই-রূপ সন্ধিপত্র অস্বীকার করিতে পারেন।

ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, যাহাতে নিশ্চিত হইতে পারা যায়, এরূপ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব। আর যত দিন চন্দন নগরে ফরাসিদিগের এত অধিক সৈন্য থাকিবেক তাবৎ পর্য্যন্ত কলিকাতা, নিরাপদ হইবেক না। আর ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, যে সিরাজ উদ্দৌলা কেবল ভয় প্রযুক্তই সন্ধি করিয়াছেন; সুযোগ পাইলেই, নিঃসন্দেহ যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। বস্তুতঃ, সিরাজ উদ্দৌলা এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন; এবং যুদ্ধকালে ফরাসিদিগের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগকে আক্রমণ করা উপযুক্ত

নহে । কিন্তু এ বিষয়ে অনুমতির নিমিত্ত যত বার প্রার্থনা করিলেন, প্রত্যেক বারেই নবাব কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না । পরিশেষে, ওয়াটসন সাহেব নবাবকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন, আমার যত সৈন্য আসিবার কল্পনা ছিল সমুদায় আসিয়াছে ; এক্ষণে আপনকার রাজ্যে এমন প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিব যে সমুদায় গঙ্গার জলেও নির্দাণ হইবেক না । সিরাজ উদ্দৌলা, এই পত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ দিনয় করিয়া এক পত্র লিখেন । ঐ পত্রের শেষে এই কথা লিখিত ছিল, যাহা আপনকার উচিত বোধ হয় করুন ।

ক্লাইব, ইহাকেই ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি গণনা করিয়া লইলেন, এবং অবিলম্বে সৈন্য সহিত স্থলপথে চন্দন নগর যাত্রা করিলেন । ওয়াটসন সাহেবও সমস্ত যুদ্ধজাহাজ সহিত জলপথে প্রস্থান করিয়া ঐ নগরের নিকটে নঙ্গর করিলেন । ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য চন্দননগর অবরোধ করিল । ক্লাইব, স্থায়ী স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা সহকারে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু জাহাজী সৈন্যদিগের ব্যাপারেই ঐ স্থান হস্তগত হয় । ইঙ্গরেজেরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধ সেই সর্বাপেক্ষা ভয়ানক । নয় দিন অবরোধের পর চন্দননগর পরাজিত হইয়াছিল ।

এরূপ প্রবাদ আছে, ইঙ্গরেজেরা ফরাসিসৈন্য ও সেনাপতিদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করে, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই চন্দননগর পরাজয় হয় । এই

প্রবাদের মূল এই, ফরাসিগবর্নর, ইঙ্গরেজদিগের জাহাজের গতিপ্রতিরোধার্থে নৌকা ডুবাওয়া, গঙ্গার প্রায় সমুদায় অংশ রুদ্ধ করিয়া, কেবল এক অল্প পরিসর পথ মাত্র রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় অতি অল্প লোক জানিত। ফরাসিদিগের একজন কর্মকর ছিল, তাহার নাম টেরেনো। টেরেনো, কোন কারণবশতঃ ফরাসিগবর্নর রেনোড সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসে, এবং ক্লাইবকে ঐ পথ দেখাইয়া দেয়। উক্তর কালে ঐ ব্যক্তি ইঙ্গরেজদিগের নিকট কর্ম করিয়া কিছু টাকা উপার্জন করে, এবং ঐ উপার্জিত টাকার কিয়দংশ ফ্রান্সে আপন রুদ্ধ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার পিতা এই টাকা গ্রহণ করেন নাই বিশ্বাসঘাতকের দস্ত বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন পূর্বক ফিরিয়া পাঠান। ইহাতে টেরেনোর অন্তঃকরণে এমন নির্বেদ উপস্থিত হয়, যে সে উদ্ভ্রম দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

সিরাজ উদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তদ্বারা ইঙ্গরেজেরা টাকশাল ও দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি পান। ষাটবৎসরের অধিক হইবেক, তাহার এই দুই বিষয়ের নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতার যে পুরাতন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করেন, তাহা অতি গোপনে নির্মিত হইয়াছিল। অতএব ক্লাইব, এই সন্ধির পরেই এতদ্দেশীয় সৈন্য পরাজয় করিতে না পারে এরূপ এক দুর্গ নির্মাণ বিষয়ে কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে, দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিলেন, এবং

তৎসমাধান বিষয়ে অত্যন্ত সত্বর ও সযত্ন হইলেন। যখন নজ্জা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন তিনি তাহাতে কত ব্যয় হইবেক বুঝিতে পারেন নাই। অনন্তর কার্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে দৃষ্ট হইল, দুই কোটি টাকার ন্যূনে নির্বাহ হইবেক না। কিন্তু তখন আর তাহার কোন পরিবর্ত্ত করিবার উপায় ছিল না। কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্গ এই রূপে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই এক টাকশালও নির্মিত হয় এবং ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসের ঊনবিংশ দিবসে বাঙ্গালা দেশে ইঙ্গরেজদিগের টাকা প্রথম মুদ্রিত হয়।

ক্লাইব, এই রূপে পরাক্রম দ্বারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকার পুনঃস্থাপন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, যে পরাক্রম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই অধিকার রক্ষা হইবেক না। তিনি প্রথমাবধিই নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, যে ইঙ্গরেজেরা নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেক না, অবশ্যই তাঁহাদিগকে অন্য অন্য উপায় দেখিতে হইবেক। আর ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য পাইলে, নবাব দুর্জয় হইয়া উঠিবেন। অতএব যাহাতে ফরাসিরা পুনর্বার বাঙ্গালাতে প্রবেশ করিতে না পার্য, এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন।

তৎকালে দক্ষিণ রাজ্যে ফরাসিদিগের বুসি নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা, ইঙ্গরেজদিগের প্রতি মুখে বন্ধুত্ব দর্শাইতেন; কিন্তু ঐ ফরাসি-

সেনাপতিকে সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া ইঙ্গরেজ-দিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, পত্র দ্বারা বারংবার আহ্বান করিতেছিলেন। নবাব ফরাসিসেনাপতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খান ধরা পড়িয়া ক্লাইবের হস্তে আইসে। ইঙ্গরেজেরা, সিরাজ উদ্দৌলাকে খবর করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি তাঁহাদিগের প্রতি অক্রোধ হইতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। অর্দ্ধাচীন নির্কোষ নবাব, ক্রোধোদয়কালে উন্মত্তপ্রায় হইতেন; কিন্তু ক্রোধ নিবারণ হইলেই ইঙ্গরেজদিগের ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইত। ওয়াটস নামে এক সাহেব তাঁহার দরবারে ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেন্ট ছিলেন। নবাব, এক দিন তাঁহাকে শূলে দিব বলিয়া ভয় দেখাইতেন, অপর দিন তাঁহাকে মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার পাঠাইতেন; এক দিন রাগে অন্ধ হইয়া ক্লাইবের পত্র ছিড়িয়া ফেলিতেন, দ্বিতীয় দিন বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া তাহাকে পত্র লিখিতেন।

ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারিলেন, যাবৎ এই দুর্দান্ত বালক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেক, তাবৎ কোন প্রকারেই ভদ্রস্বতা নাই। অতএব, তাঁহারা কি উপায়ে নিরাপদ হইতে পারেন, মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে দিল্লীর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা, নবাবের সর্বাধিকারী রাজা রায় জুল্ফ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীরজাফর এবং উগিচাঁদ ও খোজাবাজীদনামক দুই

জন ঐশ্বর্যশালী বণিক্ ইত্যাদি কতকগুলি প্রধান লোক তাঁহাদিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, নিষ্ঠুরতা ও স্বৈচ্ছাচার দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারা আপনাদিগের ধন, মান, জীবন, সৰ্ব্বদাই সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেন। পূৰ্ব বৎসর, সকল জঙ্গকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার নিমিত্ত সকলে একবাক্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে উদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা, সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ইঞ্জরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় গোপনে ঐ পত্র প্রেরণ করেন।

ইঞ্জরেজেরা বিবেচনা করিলেন, আমরা সাহায্য না করিলেও এই রাজ্যবিপ্লব ঘটিবেক, সাহায্য করিলে আমাদের অনেক উপকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তৎকালীন কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীৰু-স্বভাব ছিলেন; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। এডমিরেল ওয়াটসন সাহেবও বিবেচনা করিয়াছিলেন, যাহারা এ পর্য্যন্ত কেবল সামান্যাকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে দেশাধিপতিকে পদচ্যুত করিতে উদ্যম করা অত্যন্ত অসমসাহসের কৰ্ম্ম। কিন্তু ক্লাইব, অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; সঙ্কট পড়িলে, তাঁহার ভয় না জন্মিয়া কেবল সাহস ও উৎসাহেরই বৃদ্ধি হইত। অতএব তিনি

উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে কোন ক্রমেই পরাম্ভু হইলেন না ।

রাইব, এপ্রিল মে দুই মাস, মুরশিদাবাদের রেসি-
ডেন্ট ওয়াটস সাহেব দ্বারা নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম-
কারকদিগের সহিত গোপনে যোগাযোগ করিতে লাগি-
লেন ; এত গোপনে, যে মিরাজ উদ্দৌল। কিছুই জানিতে
পারেন নাই । একবারমাত্র তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত
হইয়াছিল । তখন তিনি মীরজাফরকে ডাকিয়া কোরান
স্পর্শ করাইয়া শপথ করান । তিনিও যথোক্ত প্রকারে
শপথ করিয়া স্বীকার করেন, আমি কখন কৃতঘ্ন হইব না ।

সমুদায় প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে উমিচাঁদ
সমুদায় উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন । নবাবের
কলিকাতা আক্রমণ কালে, তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট
হইয়াছিল, এই নিমিত্ত মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা
দিবার কথা নির্দ্ধারিত হয় । কিন্তু তিনি, তাহাতেও
সন্তুষ্ট না হইয়া, এক দিন বিকালে ওয়াটস সাহেবের
নিকটে গিয়া কহিলেন, মীরজাফরের সহিত ইঙ্গরেজ-
দিগের যে প্রতিজ্ঞাপত্র হইবেক, তাহাতে আমাকে আর
ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিয়া দেখাইতে হইবেক ;
নতুবা আমি এখনি নবাবের নিকটে গিয়া এই সমুদায়
পরামর্শ ব্যক্ত করিব । উমিচাঁদ এরূপ করিলে, ওয়াটস
প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎ-
ক্ষণাত্ তাহাদের প্রাণদণ্ড হইত । ওয়াটস সাহেব, কাল-
বিলম্বের নিমিত্ত উমিচাঁদকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা
করিয়া, অবিলম্বে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন ।

এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ একবারে হত-
 বুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধূর্ততা ও প্রতারণা
 বিষয়ে উমিচাঁদ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন। অতএব
 বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, উমিচাঁদ গর্হিত উপায়
 দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছে। এ ব্যক্তি সাধারণের
 শত্রু, ইহার দুইতা দমনের নিমিত্ত, যে কোন প্রকার
 চাতুরী করা অন্যায় নহে। অতএব আপাততঃ ইহার
 দাওয়া স্বীকার করা যাউক। পরে এ ব্যক্তি আমাদের
 হস্তে আসিবেক। তখন ইহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হই-
 বে ন। এই স্থির করিয়া, তিনি, ওয়াট্‌স সাহেবকে
 উমিচাঁদের দাওয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়া, দুই খান
 প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খান শ্বেত বর্ণের,
 দ্বিতীয় লোহিত বর্ণের। এই লোহিত পত্রে উমিচাঁদকে
 ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লেখা রহিল, শ্বেত পত্রে সে
 কথার উল্লেখ রহিল না। কিন্তু ওয়াট্‌স সাহেব, ক্লাইবের
 ন্যায়, নিতান্ত ধর্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। অতএব তিনি,
 প্রতারণাঘটিত লোহিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষ-
 রিত করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উমিচাঁদ অত্যন্ত
 চতুর ও অভ্যস্ত সতর্ক; সে, প্রতিজ্ঞাপত্রে ওয়াট্‌সনের
 নাম স্বাক্ষরিত না দেখিলে নিঃসন্দেহ সন্দেহ করিবেক।
 ক্লাইব, কোন কর্ম অঙ্গহীন করিতেন না এবং স্বার্থ-
 সাধনের নিমিত্ত, সকল কর্মই করিতে পারিতেন। তিনি
 ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন। লোহিত পত্র
 উমিচাঁদকে দেখান গেল এবং তাহাতেই তাঁহার মন
 স্থস্থ হইল। অনন্তর মীরজাফরের সহিত এই নিয়ম

হইল, যে ইঙ্গরেজেরা যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি, স্বীয় প্রভুর সৈন্য হইতে আপনার সৈন্য পৃথক্ করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

এই রূপে সমুদায় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব সিরাজ উদ্দৌলাকে এই পত্র লিখিলেন, যে আপনি ইঙ্গরেজদিগের অমেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সন্ধিপত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, যে যে ক্ষতি পূরণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা করেন নাই, এবং ইঙ্গরেজদিগকে বান্দালা হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, ফরাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদ যাইতেছি। আপনকার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দিব, তাহারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া, এবং ক্লাইব স্বয়ং আসিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য স্থির করিয়া অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পলাশি অভিযুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইবও, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসের আরম্ভেই, আপন সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি, ১৭ই কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন এবং পর দিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।

১৯এ জুন, ঘোরতর বর্ষা আরম্ভ হইল। ক্লাইব, পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্য্যন্ত মীরজাকরের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার এক খানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না।

তখন তিনি, সকল সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন । তাঁহারা সকলেই, যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন । ক্লাইবও প্রথমতঃ তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরিশেষে, অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধ পক্ষই অবলম্বন করিলেন । তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি এত দূর আসিয়া এখন কিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বান্দালাতে ইঙ্গরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা এক বারেই উচ্ছিন্ন হইবেক ।

২২এ জুন সূর্যোদয়কালে, সৈন্য সকল গজা পার হইতে আরম্ভ করিল । দুই প্রহর চারিটার সময়, সমুদায় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল । তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশির বাগানে উপস্থিত হইল ।

প্রভাত হইবামাত্র যুদ্ধারম্ভ হইল । ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত চিত্তে মীরজাকরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোন চিহ্ন দেখা গেল না । যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশ সহস্র পদাতিক সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু তিনি স্বয়ং চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া সকলের পশ্চাত্তাগে তাঁরু-মধ্যে ছিলেন । মীরমদন নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন । মীরজাকর, আত্মসৈন্য সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নাই ।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা

লাগিয়া, সেনাপতি মীরমদনের দুই পা উড়িয়া গেল । তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে আনীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন । তদদৃষ্টে নবাব, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন এবং ভৃত্যদিগকে বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন । তখন তিনি, মীরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার চরণো-পরি স্থায়ী উক্ষীষ স্থাপন করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শন পূর্বক এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যে নিদান আমার মাতামহের অনুরোধেও আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই বিষম বিপদের সময় সহায়তা কর ।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন আমি আত্মধর্ম প্রতি-পালন করিব; এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন । যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন তবে কল্য আমরা সমুদায় সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব । তদনুসারে নবাব, সেনাপতি-দিগকে যুদ্ধ হইতে নিরুক্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন । নবাবের সেনাপতি মোহনলাল ইজরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন কিন্তু নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্বক নিরুক্ত হইলেন; তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল । তখন তাহারা ভঙ্গ দিয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । স্বতরাং ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল । কিন্তু যদি মীরজাফর বিশ্বাস-ঘাতক না হইতেন এবং ঈদৃশ সময়ে এক্রূপ প্রতারণা

না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের কোন ক্রমেই জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর সিরাজ উদ্দৌলা এক উক্রে আরোহণ করিয়া দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করত, পর দিন বেলা ৮ টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই, আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সম্মিথানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্তও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধান।

নবাব সমস্ত দিন একাকী আপন প্রাসাদে কাল হরণ করিলেন; পরিশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া, রাত্রি তিন টার সময়, মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয় পাত্র মাত্র সমভিব্যাহারে করিয়া, শকট রোহণ পূর্বক ভগবানগোলা পলায়ন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসি-সেনাপতি ল। সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, নৌকারোহণ পূর্বক জলপথে প্রস্থান করিলেন। ইতি পূর্বে, তিনি, ঐ সেনাপতিকে পাটনা হইতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

পলাশির যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের, হত আহত সমুদায়ে, কুড়ি জন গোরা ও পঞ্চাশ জন সিপাই নষ্ট হয়। যুদ্ধ সমাপ্তির পর, মীর্জাকর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার রণজয় নিমিত্ত সভাজন ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর উভয়ে, একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ

যাত্রা করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া, মীরজাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করিলেন ।

নগরের প্রধান প্রধান লোক ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মকারকেরা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । তখন ক্লাইব, আপন আসন হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া, মীরজাফরের করগ্রহণ পূর্বক সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহাকে বান্দালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন । তৎপরে তাঁহারা উভয়ে, কয়েক জন ভদ্র ইংরেজ এবং ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও তাঁহার মুন্সী নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, ধনাগারে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ে দুই কোটি টাকার অধিক দেখিতে পাইলেন না ।

তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, যে ইহা কেবল বাহ্য ধনাগার মাত্র । এতদ্ভিন্ন, অন্তঃপুরে আর এক ধনাগার ছিল । ক্লাইব তাঁহার সন্ধান পান নাই । ঐ কোষে স্বর্ণ, রজত ও রত্নে আট কোটি টাকার সন্ধান ছিল না । মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ এই কয়েক জনে ঐ ধন ভাগ করিয়া লন । এই নির্দেশ নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বোধ হয় না । কারণ, রামচাঁদ তৎকালে কেবল ষাটি টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু দশ বৎসর পরে তিনি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া মরেন । মুন্সী নবকৃষ্ণেরও মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিল না; কিন্তু তিনি মাতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । এই মহাপুরুষই পরিশেষে

রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইলেন।

এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে তাঁহাদের কুঠী লুণ্ঠ হয়, বাণিজ্য উচ্ছিন্ন হয়, এবং কর্মকারকদিগের প্রাণ দগ্ধ হয়। বস্তুতঃ, তাঁহারা বাঙ্গালাতে এক বারে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ শূন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহারা কেবল আপনাদিগের কুঠী সকলই পুনর্বার অধিকার করিলেন, এমন নহে, আপনাদিগের বিপক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাজয় করিলেন, অনুগত এক ব্যক্তিকে নবাব করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করাতে, কোম্পানি বাহাদুরের এবং ইঙ্গরেজ, বাঙ্গালি ও আরমানিদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল; সেই ক্ষতির এই রূপে পূরণ করা গেল। কোম্পানি বাহাদুর, এক কোটি টাকা পাইলেন; ইংরেজেরা পঞ্চাশ লক্ষ; বাঙ্গালি বণিকেরা বিশ লক্ষ; আরমানি বণিকেরা সাত লক্ষ। এ সমস্ত ভিন্ন, সৈন্যদিগকেও অনেক পারিতোষিক দেওয়া গেল। আর কোম্পানির যে সকল কর্মকারকেরা মীরজাকরকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন তাঁহারাও বক্ষিত হইলেন না। ক্লাইব, ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন এবং কোম্পানির অন্যান্য মেম্বরেরা কিছু কিছু স্থান সংখ্যায় প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও নির্দ্ধারিত হইল, পূর্বে ইঙ্গরেজদিগের যে যে অধিকার ছিল সে সমস্তই বজায় থাকি-

বেক ; মহারাজ্ঞী খাতের অন্তর্গত সমুদায় স্থান ও তাহার বাহ্যে ছয় শত ধনুঃ পর্য্যন্ত, ইঙ্গরেজদিগের হইবেক ; কলিকাতার দক্ষিণ কুম্পী পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ কোম্পানির জমীদারী হইবেক ; আর ফরাসিরা কোন কালেই এতদ্দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইবেন না ।

সিরাজ উদ্দৌলা, ভগবানগোলা হইতে রাজমহলে পহুছিয়া, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত, এক ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন । পূর্বে সেই ফকীরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন । এক্ষণে ঐ ব্যক্তি, তাঁহার অনুসন্ধানকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পছন্দ সংবাদ দিলে, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল । মগাহ পূর্বে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আলাপও করিতেন না ; এক্ষণে অতি দীন বাক্যে তাহাদিগের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহারা, তদীয় বিনয় বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুণ্ঠিয়া লইল এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রত্যাময়ন করিল ।

যৎকালে, তিনি নগরে আনীত হইলেন, তখন মীরজাফর, অধিকমাত্রায় অফেণ খাইয়া তন্দ্রাবেশে ছিলেন । তাঁহার পুত্র অতিপাপাত্মা মীরন, মিরাজ-উদ্দৌলা উপস্থিত শুনিয়া, তাঁহাকে আপন আশ্রয় সম্বন্ধে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল এবং দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই স্বীয় বয়স্যগণের নিকট তাঁহার প্রাণবধের ভার গ্রহণের প্রস্তাব করিল ; কিন্তু তাহারা একে একে সক-

সেই অস্বীকার করিল। আলিবর্দি খাঁ, মহম্মদি বেগ-
নামক এক ব্যক্তিকে প্রতাপালন করিয়াছিলেন ; পরি-
শেষে, সেই ছুরাঙ্গাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপার সমাধানের
ভার গ্রহণ করিল। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র,
হতভাগ্য নবাব, তাহার আগমনের অভিপ্রায় বুঝিতে
পারিয়া, করুণ স্বরে কহিলেন, আমি যে বিনা অপরাধে
হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়-
শ্চিত্ত স্বরূপ আমাকে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে
হইবেক। এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র, ছুরাচার
মহম্মদি বেগ তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল।
উপর্যুপরি কয়েক আঘাতের পর, তিনি, হুসেন কুলির
খাঁর প্রাণদণ্ডের প্রতিকল পাইলাম, এই বলিয়া মৃত ও
ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর তাঁহার মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিল এবং,
অযত্ন ও অনাদর পূর্বক হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া,
জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, কবর দিবার নিমিত্ত লইয়া
চলিল। ঐ সময়ে, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল, যে কোন
কারণ বশতঃ পথের মধ্যে মাছতের থামিবার আবশ্যক
হওয়াতে, আঠার মাস পূর্বে সিরাজ উদ্দৌলা যে স্থানে
হুসেন কুলি খাঁর প্রাণবধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক
সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয় ; এবং যে ভূভাগে বিনা অপ-
রাধে হুসেনের শোণিত পাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই
স্থানে, তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধির-
বিন্দু নিপতিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মীরজাফরের প্রভুত্ব এক কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা তিন প্রদেশে অব্যাহত রূপে অঙ্গীকৃত হইল । কিন্তু অতিঅল্প কালেই প্রকাশ পাইল, তাঁহার কিছুমাত্র বিষয়বুদ্ধি নাই । তিনি স্বভাবতঃ মিরকোথ, নিষ্ঠুর ও অর্থলোভী ছিলেন । রাজ্যের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম-করেরা, পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের অধিকারকালে, অনেক ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন । তিনি, প্রথমতঃ তাঁহাদিগের সর্বস্ব হরণ মনস্থ করিলেন । প্রধান মন্ত্রী রাজা রায়চুলভ কেবল অত্যন্ত ধনবান্ ছিলেন, এমন নহে, তাঁহার নিজের ছয় সহস্র সৈন্যও ছিল । মীরজাফর সর্বাঙ্গে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলেন ।

মীরজাফরকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিবার বিষয়ে, রাজা রায়চুলভই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । যখন মিরাজ-উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায়চুলভই চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন, যে মীরজাফরকে নবাব করা উচিত । তথাপি, মীরজাফর এক্ষণে রায়চুলভের সর্কমাশের চেষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইলেন । কলতঃ, তাঁহার উপর মীরজাফরের এমন বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, যে তাঁহার সহিত মিরাজ উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুতা আছে, এই সন্দেহ করিয়া সেই অল্পবয়স্ক নিরপরাধ রাজকুমারের আগবধ করিলেন । রায়চুলভও,

কেবল ইক্সরেজদিগের শরণাগত হইয়া, সে যাত্রা পরি-
ত্যাগ পাইলেন ।

রাজা রামনারায়ণ বহুকালাবধি বিহারে ডেপুটী
গবর্নর ছিলেন । নবাব মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত
করিয়া, তদীয় সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, ও
আপন ভ্রাতাকে গবর্নরী পদ দিবেন । ক্লাইবের মতে মীর
জাকরের ভ্রাতা মীর জাকর অপেক্ষাও নির্দোষ । নবাব,
মেদিনীপুরের রাজা রাম সিংহের ভ্রাতাকে কারাগারে
রুদ্ধ করিলেন, তাহাতে রাম সিংহও তাঁহার প্রতি
ভগ্নশ্বেদ হইলেন । পূর্ণিয়ার ডেপুটী গবর্নর অদল
সিংহ, মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণা অনুসারে রাজবিদ্রোহে
অভ্যুত্থান করিলেন ।

এই রূপে, মীর জাকরের সিংহাসনারোহণের পর,
পাঁচ মাসের মধ্যে, তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ ঘটে ।
তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত,
ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । তৎকালে
ক্লাইব, বান্দালাতে সকলেরই বিশ্বাসভূমি ছিলেন ।
এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই । যেহেতু, তিনি,
উপস্থিত তিন বিদ্রোহের শান্তি করিলেন, অথচ এক
বিন্দুও রক্তপাত হইল না ।

নবাব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করাতে, ক্লাইব পাটনা
যাইবার সময় মুরশিদাবাদ হইয়া যান । নবাব, ইক্সরেজ-
দিগকে যত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ
পর্যন্ত তাহার অধিকাংশই পরিশোধ করেন নাই । অত-
এব ক্লাইব রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া নবাবকে জানাই-

লেন যে, সে সকল পরিশোধ করিবার কোন বন্দোবস্ত
অবশ্য করিতে হইবেক। নবাব তদনুসারে, দেয় পরি-
শোধ স্বরূপ, বর্দ্ধমান, নন্দীয়া ও ছগলী এই তিন প্রদে-
শের রাজস্ব তাঁহাকে নিৰ্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই বিষয় নিষ্পত্তি হইলে পর, ক্লাইব ও নবাব স্ব স্ব
সৈন্য লইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায়
উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাগত হইয়া
কহিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা আমাকে অভয়দান করেন,
তাহা হইলে, আমি আপন প্রভুর আজ্ঞানুবর্তী থাকিতে
পারি। ক্লাইব বিস্তর বুঝাইলে পর, নবাব রামনারায়ণের
প্রতি অক্রোধ হইলেন। অনন্তর রামনারায়ণ, মীর-
জাফরের শিবিরে গিয়া, তাঁহার সমুচিত সম্মান করি-
লেন। মীরজাফর, এ যাত্রা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন
না। পরে ক্লাইব ও নবাব একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ
প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা রায়চুলভ পূর্বাপর তাঁহা-
দিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি, মনে মনে নিশ্চয়
করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যাবৎ উপস্থিত আছেন, তত
দিনই রক্ষার সম্ভাবনা।

পাটনার ব্যাপার এই রূপে নিষ্পন্ন হওয়াতে, জাফ-
রের পুত্র মীরন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের
পিতাপুত্রের এই অভিপ্রায় ছিল, পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের
দমন ও সর্বস্ব হরণ করিবেন। কিন্তু এ যাত্রায়, তাহা না
হইয়া, বরং তাহাদিগের পরাক্রমের দৃঢ়ীকরণই হইল।
সুতরাং তাঁহারা উভয়েই ক্লাইবের এইরূপ ক্ষমতা
দর্শনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। মীর জাফর, শুনিতে

তিন প্রদেশের নবাব ছিলেন বটে ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি কিছুই ছিলেন না ; ক্লাইবই সকল ছিলেন ।

দুই বৎসর পূর্বে ইঙ্গরেজদিগকে, নবাবের নিকট স্বপক্ষে একটি অনুকূল কথা বলাইবার নিমিত্ত, টাকা দিয়া যে সকল প্রধান লোকের উপাসনা করিতে হইত ; এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তিকে ইঙ্গরেজদিগের উপাসনা করিতে হইল । মুসলমানেরা দেখিতে লাগিলেন, চতুর হিন্দুরা, অকর্মণ্য নবাবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্লাইবের নিকটেই সকল বিষয়ের প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু ক্লাইব সেই সকল বিষয়ে এমন বিজ্ঞতা ও বিবেচনা পূর্বক কার্য্য করিতেন, যে যাবৎ তাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব ভার ছিল তাবৎ কোন বিষয়েই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই ।

হতভাগ্য দিল্লীস্থরের পুত্র শাহ আলম, প্রয়াগ ও অযোধ্যার সুবাদারের সহিত সন্ধি করিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, বিহার দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন । ঐ দুই সুবাদারের, এই সুযোগে বাঙ্গালা রাজ্যের কোন অংশ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় কি না, এই চেষ্টা দেখা যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উক্ত রাজকুমারের সাহায্য করা সেরূপ ছিল না । শাহ আলম, ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, যদি আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে ক্রমে ক্রমে এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিব । কিন্তু ক্লাইব উত্তর দিলেন, আমি মীরজাফরের বিপক্ষ-তাচরণ করিতে পারিব না । শাহ আলম, সম্রাটের

সহিত বিবাদ করিয়া, তদীয় সম্পত্তি ব্যতিরেকেই বিহার-দেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, সম্রাটও ক্লাইবকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, আপনি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে, দেখিতে পাইলেই, রুদ্ধ করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

মীর জাফরের সৈন্য সকল, বেতন না পাওয়াতে, অত্যন্ত অবাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং তদ্বারা এই আক্রমণ নিবারণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, পুনর্বার ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। তদনুসারে ক্লাইব সত্ত্বর হইয়া, ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে, পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু ক্লাইবের উপস্থিতির পূর্বেই, এই ব্যাপার এক প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রাজকুমার ও প্রয়াগের সুবাদার, নয় দিবস পাটনা অবরোধ করিয়া ছিলেন। বোধ হয়, ঐ স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, ইঙ্গরেজেরা আসিতেছেন, এবং অযোধ্যার সুবাদার, প্রয়াগের সুবাদারের অনুপস্থিতি রূপ স্বযোগ পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, প্রয়াগের সুবাদার, আপন উপায় আপনি চিন্তা করুন এই বলিয়া, রাজকুমারের নিকট বিদায় লইয়া, স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থে সত্ত্বর হইলেন। কিন্তু তদুপলক্ষে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজকুমারের সৈন্যেরা অতি শীঘ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; কেবল তিন শত ব্যক্তি মাত্র তাঁহার অদৃষ্টের

উপর নির্ভর করিয়া রহিল । পরিশেষে তাঁহার এমন দুরবস্থা ঘটয়াছিল, যে তিনি ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থে লোক প্রেরণ করেন । ক্লাইব, বদান্যতা প্রদর্শন পূর্বক রাজকুমারকে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন ।

মীরজাকর, এই রূপে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ক্লাইবকে ওমরা উপাধি দিলেন এবং কোম্পানিকে নবাব সরকারে কলিকাতার জমীদারীর যে রাজস্ব দিতে হইত, তাহা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন । নির্দিষ্ট আছে, ঐ রাজস্ব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার ম্যূন ছিল না ।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে, মীরজাকর কলিকাতায় আসিয়া ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং তিনিও যৎসোনাস্তি সমাদর পূর্বক তাঁহার সম্বর্জন করিলেন । তিনি তথায় থাকিতে থাকিতেই ওলন্দাজদিগের সাত খান যুদ্ধজাহাজ নদীমুখে আসিয়া নঙ্গর করিল । ঐ সাত জাহাজে পঞ্চদশ শত সৈন্য ছিল । অতি ভরায় ব্যক্ত হইল, ঐ সকল জাহাজ নবাবের সম্মতি ব্যতিরেকে আইসে নাই । ইঙ্গরেজদিগকে দমনে রাখিতে পারে, এরূপ এক দল ইউরোপীয় সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত, তিনি কিয়ৎকালাবধি চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে ছিলেন । খোজাবাজীদ নামক এক কাশ্মীরদেশীয় বণিক্, এ সকল কুমন্ত্রণার সাধক হইয়াছিলেন ।

খোজাবাজীদ আলিবর্দি খাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহপাত্র ছিলেন । লবণব্যবসায় তাঁহার এক চাটিয়া ছিল । তিনি

এমন ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, যে সহস্র মুদ্রা তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় ছিল, এবং একবার তিনি নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিলেন । পূর্বে তিনি মুরশিদাবাদে ফরাশিদিগের এজেন্ট ছিলেন । পরে, চন্দন নগর পরাজয় দ্বারা তাঁহাদিগের অধিকার উচ্ছিন্ন হইলে, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসেন ।

মিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন । কিন্তু উক্ত নবাবকে রাজ্যভ্রষ্টে করিবার নিমিত্ত ইঙ্গরেজদিগকে আহ্বান করিবার বিষয়ে, তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন । রাজবিপ্লবের পর, তিনি দেখিলেন, যে ইঙ্গরেজদিগের নিকট যে সকল আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না । অতএব ইঙ্গরেজদিগের দমন করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক ওলন্দাজী সৈন্য আনয়ন বিষয়ে যত্ববান হইয়াছিলেন ।

তৎকালে চুঁচুড়ার কোন্সিলে দুই পক্ষ ছিল । তন্মধ্যে এক পক্ষের প্রধান গবর্নর বিসদম সাহেব । ইনি ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন । তাঁহার নিতান্ত বাসনা, কোন রূপে সন্ধি ভঙ্গ না হয় । আর বর্নেট নামক এক ব্যক্তি অন্য পক্ষের প্রধান ছিলেন । এই পক্ষের লোকেরা অত্যন্ত উদ্ধত ছিলেন । তাঁহাদিগের মতানুসারেই চুঁচুড়ার সমুদায় কার্য সম্পন্ন হইত । ইতিপূর্বে ইঙ্গরেজেরা, আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, ওলন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, যে আপনারা এই নদীতে সজাতীয় নাবিক রাখিতে পারিবেন না । অতএব ওলন্দাজেরা, বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, বটেবিয়াতে

পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, এতদ্দেশে এক্ষণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এই সুযোগে আপনাদিগের অনেক ইষ্ট সাধন করিতে পারা যাইবেক।

এই সৈন্যের উপস্থিতিতে, ক্লাইব অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে ওলন্দাজদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি ছিল। আর তাঁহাদিগের যত ইউরোপীয় সৈন্য থাকে, ইঙ্গরেজদিগের তাহার তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। যাহা হউক, তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও অকুতোভয়তা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, বাঙ্গালাতে করাসিদিগের প্রাধান্য লোপ করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ওলন্দাজদিগকেও প্রবল হইতে দিব না। অতএব তিনি মীরজাফরকে কহিলেন আপনি, ওলন্দাজী সৈন্য সকলকে প্রস্থান করিতে, অবিলম্বে আজ্ঞা প্রদান করুন। নবাব কহিলেন, আমি স্বয়ং হুগলীতে গিয়া এবিষয়ের শেষ করিব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, আমি ওলন্দাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি; প্রস্থানের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের সমুদায় জাহাজ চলিয়া যাইবেক।

ক্লাইব, এই চাতুরীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, স্থির করিলেন, ওলন্দাজী জাহাজ সকল আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে। অতএব, কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী টানা নামক স্থানে যে গড় ছিল তাহা দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন অগ্রে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। ওলন্দাজেরা, দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিল; কিন্তু পরাস্ত হইল। অনন্তর তাহারা, কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, মাত শত ইউরোপীয় ও আট শত মালাই সৈন্য, ভূমিতে অবতীর্ণ করিল। এই সকল সৈন্য, স্থলপথে গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া চুঁচুড়া অভিমুখে চলিল। ক্লাইব, তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, চুঁচুড়া ও চন্দন নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত, পূর্বেই কর্নেল ফোর্ড সাহেবকে স্বল্প সৈন্য সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজী সৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া চুঁচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে ছাউনি করিল। কর্নেল ফোর্ড অবগত ছিলেন, উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি আছে। অতএব, তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ না করিয়া, স্পষ্ট অনুমতির নিমিত্ত, কলিকাতার কোন্সিলে পত্র লিখিলেন। ক্লাইব তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে, ফোর্ড সাহেবের পত্র উপস্থিত হইল। তিনি খেলা হইতে না উঠিয়াই; পেন্সিল দিয়া এই উত্তর লিখিলেন, প্রিয়তম ! অবিলম্বে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, কল্যাণ আমি কোন্সিলের অনুমতি পাঠাইব। ফোর্ড, এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, আক্রমণ করিয়া, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, ওলন্দাজদিগকে পরাজয় করিলেন। তাহাদিগের যে সকল জাহাজ নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, এই সময়ে, তৎসমুদায়ও ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। এই রূপে ওলন্দাজদিগের এই মহোদ্যোগ পরিশেষে ধূমশেষ হইয়া গেল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরক্ষণেই, রাজকুমার মীরনু-
ছয় সাত সহস্র অশ্বারোহ সৈন্য সহিত, চুঁচুড়ায় উপ-
স্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা জয়ী হইলে, তিনি তাহা-
দিগের সহিত যোগ দিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে,
অগত্যা ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ওলন্দাজ-
দিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্নেল ফোর্ড, যুদ্ধ সমাপ্তির
অব্যবহিত পরেই চুঁচুড়া অবরোধ করিলেন। ঐ নগর
দ্বারায় ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইত ; কিন্তু ওলন্দাজেরা
সত্ত্বর হইয়া ক্লাইবের নিকট ক্রমা প্রার্থনা করাতে, তিনি
উক্ত নগর অধিকার করিলেন না। অনন্তর, তাঁহার
যুদ্ধের সমুদায় ব্যয় ধরিয়া দিতে স্বীকার করাতে ক্লাইব
তাঁহাদিগের জাহাজ সকলও ছাড়িয়া দিলেন।

ক্লাইব, ক্রমাগত তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম
করিয়া, শারীরিক অত্যন্ত অপটু হইয়াছিলেন। অতএব,
এই সকল ঘটনার অবসানেই, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রু-
য়ারিতে, ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করি-
লেন। গবর্নমেন্টের ভার বাম্‌সিটার্ট সাহেবের হস্তে
অর্পিত হইল।

বাঙ্গাল দেশ যে এক বারে নিরুপদ্রব হইবেক, তাহার
কোন সম্ভাবনা ছিল না। বুদ্ধ নবাব মীরজাফর, নিজপুত্র
মীরনের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিলেন।
যুবরাজ, রাজপুরুষদিগের সহিত অত্যন্ত সাহস্কার
ব্যবহার ও প্রজাগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ
করাতে, সকলেই তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগি-
লেন। তিনি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইতে লাগিলেন, যে সকলে সিরাজ উদ্দৌলার কুক্তিয়া সকল বিন্মৃত হইয়া গেল।

দিল্লীর সম্রাটের পুত্র শাহ আলম, সৰ্ব সাধারণের এইরূপ অসন্তোষ দর্শনে সাহসী হইয়া, দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ববিকার গবর্নর কাদিম হোসেন খাঁ, স্বীয় সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। শাহ আলম, কর্মনাশা পার হইয়া, বিহারের সীমায় পদার্পণ মাত্র সংবাদ পাইলেন, যে সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রসিদ্ধ জুর ইমাদ উল্লুখান সম্রাটের প্রাণবধ করিয়াছে। এই ঘটনা হওয়াতে, শাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন, এবং অযোধ্যার সুবাদারকে সাম্রাজ্যের অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি নামমাত্র সম্রাট হইলেন, তাঁহার পরাক্রমও ছিল না, প্রজাও ছিল না; তৎকালে তাঁহার রাজধানী পর্য্যন্ত শত্রুদিগের হস্তগত ছিল এবং তিনিও নিজে নিজরাজ্যে এক প্রকার পলায়িত স্বরূপ ছিলেন।

অনন্তর তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলে, পরাক্রান্ত রামনারায়ণ ঐ নগর রক্ষার এক প্রকার উদ্যোগ করিয়া, সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত, অতি বিনয়ে মুরশিদাবাদে পত্র লিখিলেন। কর্নেল কালিয়ড তৎকালে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন এবং মীরনও, আপন সৈন্য সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন।

এই নরোধম ইতিপূর্বে দুই জন নিজ কর্মকারকের

প্রণাদগু করিয়াছিল, এবং স্বহস্তে দুই ভোগ্যা কামিনীর মস্তকচ্ছেদন করে। আলিবর্দি খাঁর দুই কন্যা, যেসিতি বেগম ও আমান বেগম, আপন আপন স্বামী নিবাইশ মহম্মদ ও সায়েদ অহমদের মৃত্যুর পর, গুপ্তভাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। মীরন, এই যুদ্ধযাত্রা কালে, তাঁহাদের দুই জনের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। ঢাকার গবর্নর, এই নির্কুর ব্যাপার সমাধানে অসম্মত হওয়াতে, পরিশেষে, এক ভৃত্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন, যে তাহাদিগকে, মুরশিদাবাদ আনয়ন-জ্বলে, নৌকায় আরোহণ করাইয়া, পথের মধ্যে নৌকা-সমেত জলমগ্ন করিবে।

এই নির্দেশ প্রকৃত রূপেই প্রতিপালিত হইল। হত্যাকারীরা, ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত, নৌকার ছিপী খুলিতে উপক্রম করিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী করুণ স্বরে কহিলেন, হে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর ! আমরা উভয়েই পাপীয়সী ও অপরাধিনী বটি ; কিন্তু মীরনের কখন কোন অপরাধ করি নাই ; প্রত্যুত, আমরাই তাঁহার এই সমুদায় আধিপত্যের মূল।

মীরন, প্রস্থান কালে, স্বীয় স্মরণপুস্তকে এই অভি-প্রায়ে তিন শত ব্যক্তির নাম লিখিয়াছিলেন, যে প্রত্যাগমন করিয়া ইহাদের প্রাণ দগু করিব। কিন্তু আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

কর্ণেল কালিয়ড রামনারায়ণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাবৎ আমি উপস্থিত না হই, আপনি কোন ক্রমে সত্ৰাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।

কিন্তু তিনি, এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, নগর হইতে বহির্গমন পূর্বক সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। স্মৃতরাং পাটনা নিতান্ত অশরণ হইল। তখন, সম্রাট্ এক উদ্যমেই ঐ নগর অধিকার করিতে পারিতেন; কিন্তু অগ্রে তাহার চেষ্ঠা না করিয়া, দেশ লুণ্ঠনেই সকল সময় নষ্ট করিলেন। ঐ সময়মধ্যে, কালিয়ড্ স্থায়ী সমুদায় সৈন্য সহিত উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে শত্রুপক্ষ আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মীরন, কেক্রয়ারির দ্বাবিংশ দিবসের পূর্বে গ্রহ সকল অল্পকূল নহেন, এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করাতে প্রস্তাবিত আক্রমণ স্থগিত রহিল।

২০এ, সম্রাট্, তাঁহাদের উভয়েরই সৈন্য এক কালে আক্রমণ করিলেন। মীরনের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ সহস্রা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু কর্ণেল কালিয়ড্, দৃঢ়তা ও অকুতোভয়তা সহকারে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়া, অবিলম্বে পরাজিত করিলেন। শাহ আলম, সেই রাত্রিতেই, শিবির ভঙ্গ করিয়া, রণক্ষেত্রের পাঁচ ক্রোশ অন্তরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর, তিনি স্থায়ী সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে, গিরিমার্গ দ্বারা অতর্কিত রূপে গমন করিয়া, সহস্রা মুরশিদাবাদ অধিকার করিবার আশয়ে, প্রস্থান করিলেন।

এই প্রয়াণ অতিদুরাপূর্বক সম্পাদিত হইল। কিন্তু মীরনও সন্ধান পাইয়া, দ্রুতগতি পোত দ্বারা আপন পিতার নিকট, এই সম্ভাবিত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল পরেই সম্রাট্, মুরশিদাবাদের

পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে, পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু সহর আক্রমণ না করিয়া, জনপদমধ্যে অনর্থক কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কর্ণেল কালিয়ডও আসিয়া পহুছিলেন। উভয় সৈন্য, পর-স্পর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিবির সম্মিলন করিল। ইঙ্গ-রেজেরা যুদ্ধদানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সম্রাট, সহসা অসম্ভব ত্রাসযুক্ত হইয়া পাটনা প্রত্যাগমন পূর্বক, ঐ নগর দৃঢ় রূপে অবরোধ করিলেন। ঐ সময়ে, পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁও তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বীয় সৈন্য সহিত যাত্রা করিলেন।

সম্রাট, ক্রমাগত নয় দিবস পাটনা আক্রমণ করিলেন। ইহা নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, উক্ত নগর অবশ্যই তাঁহার হস্তগত হইবেক। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, অত্যপ্স সৈন্য সহিত সহসা পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে, সে আশঙ্কা দূর হইল। তিনি, কর্ণেল কালিয়ড কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, বর্ত্তমান হইতে ত্রয়োদশ দিবসে তথায় উপস্থিত হন। তিনি, সেই দিবস রাত্রিতে, বিপক্ষের শিবির পরীক্ষা করিয়া, পর দিন, তাহাদিগের মধ্যাহ্ন-কালীন নিদ্রার সময়, আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সেনা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। তখন তিনি, আপন শিবিরে অগ্নিপ্রদান করিয়া, পলায়ন করিলেন।

ছুই এক দিন পরে, কাদিম হোসেন খাঁ ষোড়শ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হাজীপুরে পহুছিয়া, পাটনা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, সহস্রের অনধিক সৈন্য মাত্র সহিত গঙ্গা পার হইয়া,

তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। উক্ত জয়-
লাভকে অসাধারণ সাহসের কার্য বলিতে হইবেক।
এই জয় লাভ দেখিয়া, এতদেশীয় লোকেরা, ইঙ্গরেজ-
দিগকে মহাপরাক্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে, রাজা
সিতাব রায়, এমত অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন
করেন, যে তদদর্শনে ইঙ্গরেজেরা, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা
করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পর, পূর্ব্ণিয়ার গবর্নর, সম্রা-
টের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন।
কর্নেল কালিয়ড্ ও মীরন উভয়ে একত্র হইয়া তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বর্ষা আরম্ভ হইল; তথাপি
তাঁহারা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। ১৭৬০
খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই রজনীতে, অতিশয় দুর্ঘোষ
হয়। মীরন আপন পটমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া গম্ভ-
স্থানিতেছিলেন, দৈবাৎ ঐ সময়ে বিদ্যুৎ পাত দ্বারা
তাঁহার ও তাঁহার দুই জন পরিচারকের পঞ্চদ্ব প্রাপ্তি
হইল। কর্নেল কালিয়ড্ এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত উক্ত
কাদিমহোসেনের অনুসরণে বিরত হইলেন, এবং
পাটনা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বর্ষার অনুরোধে, তথায়
শিবির সম্মিবেশন করিলেন।

মীরন অত্যন্ত চুরাচার, কিন্তু নিজ পিতার রাজত্বের
প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন। তৎকালের মুসলমান
ইতিহাসলেখক কহেন নিকোঁধ, ইন্দ্ৰিয়পরায়ণ রুদ্ধ
নবাবের যে কিছু বুদ্ধি বা বিবেচনা ছিল, এক্ষণে তাহা
এক বারেই লোপ হইল। অতঃপর রাজকাৰ্য্যে অত্যন্ত
গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ, পূর্ব্বতন বেতন-

নিমিত্ত, রাজভবন অবরোধ করিয়া, বিসম্বাদে উদ্যত হইল। তখন নবাবের জামাতা মীরকাসিম, তাহাদের পুরোবর্তী হইয়া কহিলেন আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ ক্ষান্ত করিলেন।

নবাব মীরকাসিমকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। তথায় বাম্‌সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে তাঁহার বিশেষ রূপে বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রকাশ হয়। তৎকালে এই দুই সাহেবের মতানুসারেই কোম্পানির এতদ্দেশীয় সমুদায় বিষয় কর্ম্ম নির্বাহ হইত। দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ আবশ্যক হওয়াতে, মীরকাসিম পুনর্বার প্রেরিত হয়েন। এইরূপ দুই বার মীরকাসিমের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া, গবর্নর সাহেবের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, যে কেবল এই ব্যক্তিই অধুনা বাঙ্গালার রাজকার্য্য নির্বাহে সমর্থ। তদনুসারে, তিনি, মীরকাসিমকে তিন প্রদেশের ডেপুটি নাজিমী পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মীরকাসিম সম্মত হইলেন। অনন্তর বাম্‌সিটার্ট ও হেষ্টিংস উভয়ে, এক দল সৈন্য সহিত মুরশিদাবাদ গমন করিয়া মীরজাফরের নিকটে ঐ প্রস্তাব করিলেন, তিনি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন, এরূপ হইলে, সমুদায় ক্ষমতাই অবিলম্বে জামাতার হস্তে যাইবেক, আমি কেবল আপন সভামণ্ডপে পুস্তলিকা প্রায় হইব।

বাম্‌সিটার্ট সাহেব, নবাবের অনিচ্ছা দেখিয়া, দোলায়-

মানচিত্র হইলেন। তখন মীরকাসিম, এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, তবে আমি সম্রাটের পক্ষে যাইব। কারণ, তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, যে এত কাণ্ড করিয়া আমি কখনই মুরশিদাবাদে নিরাপদে থাকিতে পারিব না। তখন বাস্টিয়ার্ট সাহেব দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে রাজ-ভবন অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদ্বর্ণনে শঙ্কিত হইয়া, মীরজাফর অগত্যা সম্মত হইলেন।

অনন্তর মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা এই উভয়ের অন্য-তর স্থানে রক্ত নবাবকে এক বাসস্থান দিবার প্রস্তাব হইল। তাহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি আমি মুরশিদাবাদে থাকি, তাহা হইলে, যেখানে এতকাল আধিপত্য করিলাম, তথায় কেবল সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে হইবেক এবং নিজ জামাতৃকৃত পরিভা সহ্য করিতে হইবেক। অতএব আমার কলিকাতা যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি, এক সামান্য নর্ত্তকীকে আপন প্রণয়িনী করিয়াছিলেন এবং তাহারই আজ্ঞাকারী ছিলেন। ঐ কামিনী পরে মণিবেগম নামে সুবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান পুরাতত্ত্বলেখক কহেন, ঐ রমণী ও মীরজাফর, প্রস্থানের পূর্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক, পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের সঞ্চিত মহামূল্য রত্ন সকল হস্তগত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।



চতুর্থ অধ্যায় ।

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর ইঙ্গরেজেরা, মীর-কাসিমকে বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিলেন । তিনি, এই মহোপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোম্পানি বাহাদুরকে বর্দ্ধমান প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং কলিকাতার কোম্পিলের মেম্বরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন । সেই টাকা তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইলেন ।

মীরকাসিম অত্যন্ত বুদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন । তিনি সিংহাসনে নিবিষ্ট হইয়াই, ইঙ্গরেজদিগকে এবং মীরজাফরের ও নিজের সৈন্য ও কর্মকারকদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক, প্রথমতঃ তাহার ঠিক হিসাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন । তিনি, রাজসভার ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া আনিলেন, অভিনিবেশপূর্ব্বক সমুদায় হিসাব দেখিতে লাগিলেন ; এবং মীরজাফরের শিথিল-শাসনকালে, রাজপুরুষেরা স্বেযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিল, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই সকল টাকা ফিরিয়া লইতে লাগিলেন । তিনি জমীদারদিগের নিকট হইতে কেবল বাকী আদায় করিয়াই কান্ত হইলেন এমন নহে, সমুদায় জমীদারীর নূতন বন্দোবস্তও করিলেন । তাঁহার অধিকারের পূর্বে,

দুই প্রদেশের রাজস্ব বার্ষিক ১,৪২,৪৫,০০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তিনি বৃদ্ধি করিয়া ২,৫৬,২৪,০০০ টাকা করিলেন। এই সকল উপায় দ্বারা তাঁহার ধনাগার অনতিবিলম্বে পরিপূর্ণ হইল। ইহাতে তিনি সমস্ত পূর্বতন দেয় পরিশোধ করিতে পারিলেন এবং নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়াতে তদীয় সৈন্য সকল অতিশয় বশীভূত রহিল।

ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন; কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যদিও আমি সর্বসম্মত নবাব বড়ি, বাস্তবিক সমুদায় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ইঙ্গরেজদিগের হস্তেই আছে। কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বল প্রকাশ ব্যতিরেকে কখনই ইঙ্গরেজদিগের পরাক্রম হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিব না; অতএব স্বীয় সৈন্যের শুদ্ধি ও বৃদ্ধি বিষয়ে তৎপর হইলেন। যে সকল সৈন্য অকর্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; সৈন্যদিগকে ইঙ্গরেজী রীতি অনুসারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং এক আরমানিকে সৈন্যের অধ্যক্ষ করিলেন।

এই ব্যক্তি পারস্যের অন্তর্গত ইম্পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম গর্গিন্ খাঁ। ইনি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গর্গিন্ প্রথমতঃ এক জন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্য থাকাত, মীরকাসিম

তাঁহাকে সৈন্যপত্যে নিযুক্ত করিলেন । তিনিও, দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে, স্বীয় স্বামীকে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন । কামান ও বন্দুক সকল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গোলন্দাজদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য সকল এমন উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালাতে কখন কোন রাজার সেরূপ ছিল না ।

মীরকাসিম, ইঙ্গরেজদিগের অগোচরে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুজেরে রাজধানী করিলেন । ঐ স্থানে তাঁহার আরমানি সেনাপতি বন্দুক ও কামানের কারখানা স্থাপন করিলেন । বন্দুকের নির্মাণকৌশলের নিমিত্ত ঐ নগরের অদ্যাপিও যে প্রতিষ্ঠা আছে, এই গর্গিন্ধী তাঁহার আদিকারণ । তৎকালে গর্গিনের ব্যয়ক্রম ত্রিশ বৎসরের বড় অধিক ছিল না ।

সম্রাট শাহ আলম তৎকাল পর্য্যন্ত বিহারের পর্য্যন্ত দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন । অতএব, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের বর্ষা শেষ হইবামাত্র, মেজর কার্নাক, সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিলেন । যুদ্ধের পর, কার্নাক সাহেব সন্ধিপ্রস্তাব করিয়া রাজা সিতাব রায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন । সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে, ইংলণ্ডীয় সেনাপতি, তদীয় শিবিরে গমন পূর্বক তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন ।

মীরকাসিম, সম্রাটের সহিত ইঙ্গরেজদিগের এই সন্ধিবর্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বেগ হইলেন ; এবং আপ-

নার পক্ষে কোন অপকার না ঘটে, এই নিমিত্ত সত্বর পাটনা গমন করিলেন । মেজর কার্ণাক মীরকাসিমকে সত্ৰাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত অনুরোধ করিলেন । কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই সত্ৰাটের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না । পরিশেষে এই নির্দ্ধারিত হইল, উভয়েই ইঙ্গরেজদিগের কুঠীতে আসিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিবেন ।

উপস্থিত কার্য্য নির্দ্ধারের নিমিত্ত এক সিংহাসন প্রস্তুত হইল । সমস্ত ভারতবর্ষের সত্ৰাট তদুপরি উপবেশন করিলেন । মীরকাসিম সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন । অনন্তর সত্ৰাট তাঁহার বান্দালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলে, তিনি প্রতি বৎসর চতুর্দ্বিংশতি লক্ষ টাকা কর দান স্বীকার করিলেন । তৎপরে সত্ৰাট দিল্লী যাত্রা করিলেন । কার্ণাক সাহেব কর্ম্মনাশার তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন । সত্ৰাট, তথায় কার্ণাকের নিকট বিদায় লইবার সময়, প্রস্তাব করিলেন ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন তখনই আমি তাঁহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিব । ১৭১৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা প্রদেশ মহারাজ্যীয়দিগকে প্রদত্ত হয়, কেবল সুন্দরবনের উত্তরবর্তী অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে । তদবধি ঐ অংশই উড়িষ্যানামে ব্যবহৃত হইত ।

মীরকাসিম, পাটনার গবর্নর রামনারায়ণ ব্যতিরিক্ত সমুদয় জমীদারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে আপন বশে আনিয়াছিলেন । রামনারায়ণের ধনবান্ বলিয়া খ্যাতি ছিল;

কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়চ্ছায়াতে উপবিষ্ট ছিলেন। অতএব, মহসা তাঁহাকে আক্রমণ করা অবি-
 ধেয় বিবেচনা করিয়া, নবাব কোশলক্রমে তাঁহার সর্ব-
 নাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ তিন
 বৎসর হিসাব পরিষ্কার করেন নাই। কিন্তু ইহা মনে
 করিতে হইবেক, যে ঐ সময়ে বিহার দেশ বিপক্ষ সৈন্য
 দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিল। যাহা
 হউক, নবাব ইঙ্গরেজদিগকে লিখিলেন, রামনারায়ণের
 নিকট বাকী আদায় না হইলে, আমি আপনাদিগের
 দেনা পরিশোধ করিতে পারিব না। আর যাবৎ আপ-
 নাদিগের সৈন্য পাটনাতে থাকিবেক তাবৎ ঐ বাকী
 আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে কলিকাতার কোম্পিলে দুই পক্ষ ছিল ;
 তন্মধ্যে এক পক্ষ মীরকাসিমের প্রতিকূল, অন্য পক্ষ
 তাঁহার অনুকূল, গবর্ণর বাস্টিটার্ট সাহেব এই পক্ষে
 ছিলেন। মীরকাসিমের প্রস্তাব লইয়া উভয় পক্ষের
 বিস্তর বাদানুবাদ হইল। অবশেষে বাস্টিটার্টের পক্ষই
 প্রবল হইল। এই পক্ষের মতানুসারে ইঙ্গরেজেরা
 পাটনা হইতে আপনাদিগের সৈন্য উঠাইয়া আনি-
 লেন। সুতরাং রামনারায়ণ নিতান্ত অসহায় হইলেন ;
 এবং নবাবও তাঁহাকে রক্ত ও কারাবদ্ধ করিতে কাল-
 বিলম্ব করিলেন না। গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিবার
 নিমিত্ত, তাঁহার কর্মকরদিগকে অনেক যত্ননা দেওয়া
 গেল, তথাপি গবর্ণমেন্টের সমুচিত ব্যয়ের নিমিত্ত যাহা
 আবশ্যক, তদপেক্ষায় অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

মীরকাসিম এ পর্য্যন্ত নির্জিবাদে রাজ্যশাসন করিলেন। পরে তিনি কোম্পানির কর্মকারকদিগের আত্মস্তুরিতাদোষে যে রূপে রাজ্যদ্রষ্ট হইলেন এক্ষণে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষে যে সকল পণ্যদ্রব্য দেশ হইতে দেশান্তরে নীত হইত, তাহার শুল্ক হইতেই অধিকাংশ রাজস্ব উৎপন্ন হইত। এই রূপে রাজস্ব গ্রহণ করা এক প্রকার অসভ্যতার প্রথা বলিতে হইবেক; যেহেতু ইহাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু এই কালে ইহা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং ইঙ্গরেজেরাও ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্বে ইহা রহিত করেন নাই। যখন কোম্পানি বাহাদুর সালিয়ানা তিন হাজার টাকার পেন্সন দিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন, তদবধি তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যের মাশুল লাগিত না। কলিকাতার গবর্নর এক দস্তক স্বাক্ষর করিতেন; মাশুলঘাটায় তাহা দেখালেই কোম্পানির বস্তু সকল বিনা মাশুলে চলিয়া যাইত।

এই অধিকার কেবল কোম্পানির নিজের বাণিজ্য বিষয়েই ছিল। কিন্তু যখন ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন কোম্পানির যাবতীয় কর্মকারকেরাই নিজ নিজ বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। যত দিন ক্লাইব এ দেশে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই, দেশীয় বণিকদিগের ন্যায়, রীতিমত শুল্ক প্রদান করিতেন। পরে যখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন এবং কৌন্সিলের সাহেবেরা অন্য এক নবাবকে সিংহাসন প্রদান করিলেন, তখন তাঁহারা আরও প্রবল হইয়া বিনা

শুল্কই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহারা এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে কোন-প্রকার বাধা দিতে নবাবের কর্মকারকদিগের সাহস হইত না।

ইঙ্গরেজদের গোমাস্তারা, শুল্কবঞ্চন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুসারে ইঙ্গরেজী নিশান তুলিত এবং দেশীয় বণিক্ ও রাজকীয় কর্মকারদিগকে ষৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিত। ব্যক্তি মাত্রেই, যে কোন ইঙ্গরেজের স্বাক্ষরিত দস্তক হস্তে করিয়া, আপনাকে কোম্পানি বাহাদুরের তুল্য পরাক্রান্ত বোধ করিত। নবাবের লোকেরা কোন বিষয়ে আপত্তি করিলে, ইউরোপীয় মহাশয়েরা, সিপাই পাঠাইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন ও কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শুল্ক না দিয়া কোন স্থানে কিছু অব্য লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে, নাবকেরা নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিত।

ফলতঃ, এই রূপে নবাবের পরাক্রম এক বারেই বিলুপ্ত হইল। দেশীয় বণিক্দিগের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ মহাত্মারা অসীমধনশালী হইয়া উঠিলেন। নবাবের রাজস্ব অত্যন্ত ন্যূন হইল। যে-হেতু ইঙ্গরেজেরাই কেবল শুল্ক দিতেন না এমত নহে; তাহারা তাঁহাদের চাকর বলিয়া পরিচয় দিত তাহারাও তাঁহাদের নাম করিয়া মাগুন ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। মীরকাসিম, এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, কলিকাতার কোম্পিলে অনেক বার অভিযোগ করিলেন। পরিশেষে তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আপনারা

ইহার নিবারণ না করিলে, আমি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিব ।

বান্টিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব এই সকল অন্যায় নিবারণের অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোম্পিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, এই সকল অবৈধ উপায় দ্বারা ধন-সঞ্চয় করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল । পরিশেষে এই সকল অবৈধ ব্যবহারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল যে কোম্পানির গোমাস্তাদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যেই দেশীয় বণিকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত । অতঃপর মীরকাসিম ইঙ্গরেজদিগকে শত্রুমন্যে গণনা করিলেন । এবং ত্বরায় নবাব ও ইঙ্গরেজ এই উভয় পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল ।

ইহার নিবারণার্থে বান্টিটার্ট সাহেব স্বয়ং যুদ্ধে গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নবাবও মৌজদ্য ভাবে তাঁহার সম্বন্ধনা করিলেন । পরে বিষয় কর্মের কথা উত্থাপন হইলে, মীরকাসিম, কোম্পানির কর্মকারকদিগের অত্যাচার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক অনেক অনুরোধ করিলেন । বান্টিটার্ট সাহেব, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, প্রস্তাব করিলেন, কি দেশীয় লোক কি ইঙ্গরেজ, সকলকেই বস্তুমাত্রের একবিধ, অর্থাৎ শতকরা নয় টাকার হিসাবে, মাণ্ডল দিতে হইবেক ; কিন্তু আমার স্বয়ং এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব কলিকাতায় গিয়া কোম্পিলের সাহেবদিগকে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত

করিতে পরামর্শ দিব। নবাব, অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্বক, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যদি ইহাতেও এই অনিয়ম নিবারণ না হয়, তবে আমি মাশুলের প্রথা এক বারে রহিত করিয়া, দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় জাতিকে সমান করিব।

বান্টিটার্ট সাহেব, কলিকাতার কোন্সিলে এই বিষয় প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, সত্বর হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মীরকাসিম, কোন্সিলের সম্মতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ শুল্কসম্পর্কীয় কর্মকারকদের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন যে তোমরা ইঙ্গরেজদের স্থানেও শতকরা নয় টাকার হিমায়ে মাশুল আদায় করিবে। ইঙ্গরেজেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইলেন এবং নবাবের কর্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। মফঃসলের কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবেরা, কর্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। শতকরা নয় টাকা শুল্কের বিষয়ে বান্টিটার্ট সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন, হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন যে কেবল লবণের উপর আমরা শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিব।

মীরকাসিম তৎকালে বাঙ্গালায় ছিলেন না, যুদ্ধ-যাত্রায় নেপাল গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনান্তর অবগণ করিলেন যে, কোন্সিলের সাহেবেরা মাশুল দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কর্মকারকদিগকে

কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি, কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া পূৰ্বপ্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের মাণ্ডল এক বারেই উঠাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরেরা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং কহিলেন নবাবকে আপন প্রজাদিগের নিকট পূৰ্ব-মত শুল্ক লইতে হইবেক এবং ইংরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে হইবেক। এই বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন মীরকাসিম অধীশ্বর রাজা, নিজ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান কেন না করিবেন। ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব কহিলেন, এ কথা নবাবের গোমাস্তারা কহিলে সাজে; কৌন্সিলের মেম্বরের উপযুক্ত নহে। হেষ্টিংস কহিলেন পাঁজী না হইলে, এরূপ কথা মুখে আনে না।

এইরূপ রাগাসক্ত হইয়া কৌন্সিলের মেম্বরেরা এবং-বিধ গুরুতর বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই নিৰ্দ্ধারিত হইল, যে দেশীয় লোকের বাণিজ্যেই পূৰ্ব নিরূপিত শুল্ক থাকে, এ বিষয়ে উপরোধ করিবার নিমিত্ত, আমিয়ট ও হে সাহেব, মীরকাসিমের নিকট গমন করুন। অনন্তর তাঁহারা তথায় পহুঁছিয়া নবাবের সহিত কয়েক বার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল সকল বিষয়েরই নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। কিন্তু পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের দুর্বৃত্ততা দ্বারা সন্ধির আশা এক বারেই উচ্ছিন্ন হইল। কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারকের মধ্যে তিনি অত্যন্ত অশান্ত

ছিলেন। নবাব, আমিয়ট সাহেবকে বিদায় দিলেন ; কিন্তু তাঁহার যে সকল কর্মকারক কলিকাতায় কয়েদ ছিল, হে সাহেবকে তাহাদের প্রতিভূ স্বরূপ আটক করিয়া রাখিলেন। আমিয়ট সাহেব নবাবের হস্তবহি-ভূত হইয়াছেন বোধ করিয়া, এলিস সাহেব অতর্কিত রূপে পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল ঘুরা পানে মস্ত ও অত্যন্ত উচ্ছ্বল হওয়াতে, নবাবের এক দল বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনর্বার নগর অধিকার করিল। এলিস ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা রুদ্ধ ও কারাগারে নিষ্কিণ্ত হইলেন।

মীরকাসিম পাটনার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বোধ করিলেন, এক্ষণে অবশ্যই ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবেক। অতএব তিনি সমস্ত মফঃসল কুঠীর কর্মকারক সাহেবদিগকে রুদ্ধ করিতে ও আমিয়ট সাহেবের কলিকাতা যাওয়া বন্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিয়ট সাহেব মুরশিদাবাদ পহুঁছিয়াছেন, এমন সময়ে নগরাধ্যক্ষের নিকট ঐ আদেশ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ঐ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব উক্ত আদেশ অমান্য করাতে, দাঙ্গা উপস্থিত হইল এবং ঐ দাঙ্গাতে তিনি পঞ্চদ্ব পাইলেন। মীরকাসিম, শেঠবংশীয় প্রধান বণিকদিগকে ইঙ্গরেজের অনুগত বলিয়া সন্দেহ করিতেন ; অতএব তাঁহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে আনা-ইয়া মুক্তিরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আমিয়ট সাহেবের মৃত্যু এবং এলিস সাহেব ও তদীয় সহচরবর্গের কারাবরোধের সমাচার কলিকাতায়

পহুছিলে, কোম্পিলের সাহেবেরা অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ করাই নির্দ্ধারিত করিলেন। বান্দিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব, ইহা-বুঝাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, যে মীরকাসিম পাটনায় যে কয়েক জন সাহেবকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের যাবৎ উদ্ধার না হয়, অন্ততঃ তাবৎ কাল পর্য্যন্তও দ্বাস্থ্য থাকা উচিত ; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মেন্বরের সম্মতি ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই সময়ে, মীরজাফর স্বীকার করিলেন যে, যদি ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার আমাকে নবাব করেন, তাহা হইলে, আমি কেবল দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব শুল্ক প্রচলিত রাখিব আর ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে দিব। অতএব, কোম্পিলের সাহেবেরা তাঁহাকেই পুনর্বার সিংহাসনে নিবিষ্ট করা মনস্থ করিলেন। বায়াস্তরিয়া বুদ্ধ মীরজাফর তৎকালে কুষ্ঠরোগে প্রায় চলৎশক্তিহীন হইয়াছিলেন, তথাপি মুরশিদাবাদগামী ইংলণ্ডীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনর্বার নবাব হইতে চলিলেন।

মীরকাসিম, স্বীয় সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিকও, বান্দালাদেশে কখন কোন রাজার তাঁহার মত উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল না। আর তাঁহার সেনাপতি গর্গিন খাঁও যুদ্ধ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তথাপি উপস্থিত যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হইল। ১৭৭৩ খঃ অব্দের ১৯এ জুলাই, কাটোয়াতে নবাবের সৈন্য মকস

পরাজিত হইল। মতিঝিলে নবাবের যে সৈন্য ছিল, ইঙ্গরেজেরা ২৪এ, তাহা পরাজয় করিয়া মুরশিদাবাদ অধিকার করিলেন। স্মৃতির সন্নিহিত ঘেরিয়ানাংক স্থানে, ২রা আগষ্ট, আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতেও মী কাসিমের সৈন্য পুনরায় পরাজিত হইল। রাজমহলের নিকট উদয়নালাতে তাঁহার এক দৃঢ় গড়খাই করা ছিল; নবাবের সৈন্য সকল পলাইয়া তথায় আশ্রয় লইল।

এই সকল যুদ্ধকালে মীরকাসিম মুন্সেরে ছিলেন; এক্ষণে উদয়নালাস সৈন্যমধ্যে উপস্থিত থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এতদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান লোকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানের পূর্বে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন। পাটনার পূর্বগবর্নর রাজা রামনারায়ণের গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, এবং পূর্বোক্ত কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমুদায় পুত্র সহিত রাজা রাজবল্লভ, রায়রাইয়া রাজা উমেদ সিংহ, রাজা বুনিয়াদ সিংহ, রাজা ফতে সিংহ ইত্যাদি অনেক ব্যক্তির জীবন বধ করিলেন। শেঠবংশীয় দুই জন ধনবান্ বণিককে মুন্সেরের গড়ের বুরুজ হইতে নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত নাবিকেরা, ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত কালে, উক্ত হত-ভাগ্যদ্বয়ের বধস্থান দেখাইয়া দিত।

মীরকাসিম এই সকল হত্যা সমাপন করিয়া উদয়নালাস্থিত সৈন্য সহিত মিলিত হইলেন। অক্টোবরের আরম্ভে ইঙ্গরেজেরা নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। পরাজয়ের দুই এক দিবস

পরে, তিনি যুদ্ধেরে গমন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজ-দিগের যে সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাইতেছিল তাহা নিবারণ করা অসাধ্য বোধ করিয়া, সৈন্য সহিত পাটনা পলায়ন করিলেন। যে কয়েক জন ইঙ্গরেজ তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও সেই সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

যুদ্ধের পরিত্যাগের পর দিন, তাঁহার সৈন্য রেবা-তীরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তাঁহার শিবিরमध्ये হঠাৎ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকল লোকই নদী পার হইয়া পলাইতে উদ্যত। দৃষ্ট হইল, কয়েক ব্যক্তি এক শব লইয়া গোর দিতে ঘাইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ গর্গিন-খাঁর কলেবর। বিকালে, তিন চারি জন যোগল তাঁহার তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করে। এই-রূপ প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, তাহারা সেনাপতির নিকট পূর্বপ্রাপ্য বেতন প্রার্থনা করিতে যায়; তিনি তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়াতে, তাহারা তরবারি বহিস্কৃত করিয়া তাঁহাকে বধ করে। কিন্তু সে সময়ে তাহাদিগের মাহিয়ানা কিছুই বাকি ছিল না। নয় দিবস পূর্বে তাহারা বেতন পাইয়াছিল।

যাহা হউক, ইহা এক প্রকার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে মীরকাসিম স্বীয় সেনাপতি গর্গিন খাঁর প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত ছল পূর্বক তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। গর্গিনের খোজা পিক্রস নামে এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। রাস্টার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত

তাঁহার অভিযন্ত প্রণয় ছিল। পিতৃসম এই অনুরোধ করিয়া গোপনে গর্গিনকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে তুমি নবাবের কর্ম পরিত্যাগ কর, আর যদি সুযোগ পাও তাঁহাকেও রুদ্ধ করিবে। নবাবের প্রধান চর, এই বিষয়ের সন্ধান পাইয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে, আপন প্রভুকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয়, যে আপনকার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। তৎপরে এক দিবস অতীত না হইতেই, আরমানি সেনাপতি গর্গিন খাঁ পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলেন। নবাবের সুশিক্ষিত সৈন্য সকল প্রতিযুক্তেই যে ইঙ্গরেজদিগের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার প্রধান কারণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

তদনন্তর মীর কাসিম সত্বর পাটনা পলায়ন করিলেন। মুন্সের ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন নবাব বিবেচনা করিলেন পাটনাও পরিত্যাগ করিতে হইবেক এবং পরিশেষে দেশত্যাগীও হইতে হইবেক। ইঙ্গরেজদের উপর তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা ছিল না। অতএব, তিনি পাটনা পরিত্যাগের পূর্বে, সমস্ত ইঙ্গরেজ বন্দীদের প্রাণদণ্ড নিশ্চয় করিয়া, আপন সেনাপতিদিগকে বন্দীগ্রহে গিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন আমরা ঘাতক নহি যে বিনা যুদ্ধে প্রাণবধ করিব। তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তাহারা এই রূপে অস্বীকার করিতে, নবাব, শমস নামক এক ইউরোপীয় কর্মকারকে তাহাদের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন।

এই দুরাশ্রয় পূর্বে ফরাসিদিগের এক জন সার্জন ছিল, পরে মীরকাসিমের নিকট নিযুক্ত হয়। সে এই জুগুপ্সিত ব্যাপার সমাধানের ভার গ্রহণ করিল; এবং কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সহিত কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গুলি করিয়া, ডাক্তর ফুলটন ব্যতিরিক্ত, সকলেরই প্রাণ বধ করিল। আট চল্লিশ জন ভদ্র ইঙ্গরেজ ও এক শত পঞ্চাশ জন গোরা এইরূপে পাটনায় পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল। শমসু তৎপরে অনেক রাজার নিকট কর্তব্য করে; পরিশেষে সিরখানার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। এই হত্যায় যে সকল লোক হত হয় তন্মধ্যে কোম্বিলের মেম্বর এলিস, হে, লসিংটন এই তিন জনও ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই নবেম্বর, পাটনা নগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল এবং মীরকাসিম পলাইয়া অযোধ্যার সুবাদারের আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে প্রায় চারি মাসেই যুদ্ধের শেষ হইল। পর বৎসর, ২২এ অক্টোবর, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি বক্সারে অযোধ্যার সুবাদারের সৈন্য সকল পরাজয় করিলেন। জয়ের পর উজীরের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব এস্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া, ইহা কহিলেই পর্যাপ্ত হইবেক, যে তিনি প্রথমতঃ মীরকাসিমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাড়াইয়া দেন।

মীরজাফর দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া দেখিলেন, ইঙ্গরেজদিগকে ষত টাকা দিবার

অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করা অসাধ্য। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়সে মুরশিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা দিল্লীর সন্নাটের অধিকার। কিন্তু তৎকালে সন্নাটের কোন ক্ষমতা ছিল না। অতএব ইঙ্গরেজদিগের যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই তাঁহারা করিলেন। মণিবেগমের গর্ভজাত নজমউদ্দৌলা নামে মীরজাফরের এক পুত্র ছিল। কলিকাতার কোম্পিলের সাহেবেরা অনেক টাকা পাইয়া তাঁহাকেই নবাব করিলেন। তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল; ইঙ্গরেজেরা দেশরক্ষার ভার আপনাদিগের হস্তে লইলেন, এবং নবাবকে, রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী-সম্পর্কীয় কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত এক জন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিতে কহিলেন।

নবাব অনুরোধ করিলেন নন্দকুমারকে ঐপদে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু কোম্পিলের সাহেবেরা তাহা স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, বাঙ্গিটার্ট সাহেব, ভাবী গবর্নরদিগকে সাবধান করিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারের কু-ক্রিয়া সকল কোম্পিলের বহিতে বিশেষ বিবরণ করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। আলিবর্দি খাঁর কুটুম্ব মহম্মদ রেজা খাঁ নামক এক মুসলমান ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভারতবর্ষীয় কর্মকারকদিগের ব্যবহার নিমিত্ত, যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং মীরকাসিম ও উজীরের সহিত যে যুদ্ধ ও পাটনায় যে হত্যা হয়, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইলেন । তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন যে পাছে এই নবোপার্জিত রাজ্য হস্তবহির্ভূত হয় ; এবং ইহাও বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে রাজ্যাধিকার লব্ধ হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না । অতএব তাঁহারা ক্লাইবকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে অনুরোধ করিলেন ।

তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সমুচিত পুরস্কার করেন নাই, বরং তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন । তথাপি তিনি তাঁহাদের অনুরোধে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন । ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে, কার্য্য নির্বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া, বাঙ্গালার গবর্নর ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন । কহিয়া দিলেন ভারতবর্ষীয় কর্মকারকদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারাই এত অনর্থ ঘটিতেছে ; অতএব তাহা অবশ্য রহিত করিতে হইবেক । আট বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কর্মকারকেরা উপর্যুপরি

কয়েক নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুই কোটির অধিক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন । অতএব তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন সেরূপ উপঢৌকন রহিত করিতে হইবেক । তাঁহারা আরও আজ্ঞা করিলেন কি রাজকীয় কি সেনা-সম্পর্কীয় সমস্ত কর্মকারকদিগকেই এক এক নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর ও এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক, চারি হাজার টাকার অধিক উপঢৌকন পাইলে সরকারী ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিব এবং গবর্নরের অনুমতি ব্যতিরেকে হাজার টাকার অধিক উপহার লইব না ।

ডিরেক্টরেরা এই সকল উপদেশ দিয়া ক্লাইবকে ভার-তবর্ষে প্রেরণ করিলেন । তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ৩রা মে, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন ডিরেক্টরেরা যে সকল আপদ্ আশঙ্কা করিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়াছিলেন সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু গবর্নমেন্ট যৎপরো-নাস্তি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে । অন্যের কথা দূরে থাকুক, কোম্পিলের মেম্বরেরাও কোম্পানির মঙ্গল চেষ্টা করেন নাই । সমুদায় কর্মকারকেরই এই অভিপ্রায় ; যে কোন উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্ৰহ করিয়া দ্বারায় ইংলণ্ড প্রতিগমন করিব । সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ রূপে অবিচার । আর এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপর এত অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, যে ইঙ্গ-রেজ এই শব্দ শুনিলেই, তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদয় হইত । ফলতঃ, তৎকালে গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত ব্যক্তি-দিগের ধর্মজ্ঞান ও ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না ।

পূর্ব বৎসর ডিরেক্টরেরা দৃঢ় রূপে আজ্ঞা করিয়াছি-

লেন তাঁহাদের কর্মকারকেরা আর কোন রূপে উপ-
 ঢৌকন লইতে পারিবেন না। এই আজ্ঞা উপস্থিত হইবার
 সময়, বুদ্ধ নবাব মীরজাকর হত্যশয্যায় ছিলেন।
 কৌন্সিলের মেম্বরেরা, উক্ত আজ্ঞা কৌন্সিলের পুস্তকে
 নিবিস্ট করেন নাই; বরং মীরজাকরের হত্যার পর
 অন্য ব্যক্তিকে নবাব করিয়া তাঁহার নিকট অনেক উপ-
 হার গ্রহণ করেন। সেই পত্রে ডিরেক্টরেরা ইহাও
 আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্মকারকদিগকে নিজ
 নিজ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবেক। কিন্তু এই
 স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, কৌন্সিলের সাহেবেরা
 সূতন নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করেন, যে ইঙ্গরেজেরা
 পূর্ববৎ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইবেন।

ক্লাইব, উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই, ডিরেক্টর-
 দিগের আজ্ঞা সকল প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন।
 কৌন্সিলের মেম্বরেরা, বাম্‌সিটার্ট সাহেবের সহিত
 যেরূপ বিবাদ করিতেন, তাঁহাও সহিত, সেইরূপ
 করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব অন্যবিধ পদার্থে
 নির্মিত। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন যে, সকল ব্যক্তি-
 কেই আর উপঢৌকন লইব না বলিয়া, নিয়ম পত্রে
 স্বাক্ষর করিতে হইবেক। যাঁহারা অস্বীকার করিলেন,
 তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন। তদ-
 দর্শনে কেহ কেহ স্বাক্ষর করিলেন। আর যাঁহারা অপ-
 র্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা গৃহে প্রস্থান
 করিলেন। কিন্তু সকলেই নির্দিশেষে ক্লাইবের শত্রু
 হইয়া উঠিলেন।

সমুদায় রাজস্ব বৃদ্ধি ব্যয়েই পর্যাবসিত হইতেছে, অতএব সন্ধি করা অতি আবশ্যিক, ইহা বিবেচনা করিয়া ক্লাইব, জুন মাসের চতুর্বিংশ দিবসে, পশ্চিমাঞ্চল যাত্রা করিলেন । নজম উদ্দৌলার সহিত এইরূপ সন্ধি হইল, যে ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন, আর তিনি, আপন ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, প্রতিবৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম ও জগৎ শেঠ এই তিন জনের মতানুসারে ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবেক । কিছু দিন পরেই অযোধ্যার নবাবের সহিতও সন্ধি হইল ।

এই যাত্রায় যে সকল কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে কোম্পানির নামে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি, সেই সকল অপেক্ষা গুরুতর । পূর্বে লিখিত হইয়াছে, সম্রাট স্বীকার করিয়াছিলেন ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই তিনি তাহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী দিবেন । অতএব ক্লাইব, এলাহাবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই প্রতিজ্ঞা পরিপূরণার্থে প্রার্থনা করিলেন । তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । ১২ই আগষ্ট, সম্রাট, কোম্পানি বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন । এবং ক্লাইব স্বীকার করিলেন উৎপন্ন রাজস্ব হইতে সম্রাটকে প্রতিমাসে দুই লক্ষ টাকা দিবেন ।

এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা উপযুক্ত বোধ হইতেছে, যে সম্রাট তৎকালে আপন রাজ্যে পলাতক স্বরূপ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার রাজকীয় কোন পরিচ্ছদাদি

লেন। ক্লাইব এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার যথোচিত তিরস্কার লিখিলেন এবং এই আদেশ পাঠাইলেন যে উক্ত সভা রহিত করিতে হইবেক ও কোন সরকারী কর্মকারক বাঙ্গালার বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবেক না।

এ কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমুদায় রাজস্ব কেবল রাজকার্য্য নির্বাহের ব্যয়েই পর্য্যবসিত হইতেছিল। কোম্পানির শুল্কিতে অনেক আয় ছিল বটে; কিন্তু তাঁহারা সর্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। কি ইউরোপীয় কি এতদেশীয়, সমুদায় কর্ম্মকারকেরাই কেবল লুণ্ঠ করিত, কিছুই দয়া ভাবিত না। ইংলণ্ডে ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যে কোম্পানির এত আয় থাকিতেও চিরকাল এত অগ্রতুল কেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন যে কোন ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাচুরের নামে এক বার বিল করিতে দিলেই সে তাহাতে বিষয় করিয়া লয়।

কিন্তু ব্যয়ের প্রধান কারণ সৈন্য। সৈন্য সকল, যাবৎ নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিত, তিনি তত দিন তাহাদিগকে ভাতা দিতেন। এই ভাতাকে ডবলবাটা কহা যাইত। এই পারিতোষিক তাহারা এত অধিক দিন পর্য্যন্ত পাইয়া আসিয়াছিল, যে পরিশেষে তাহা আপ-না-দিগের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ করিত। ক্লাইব দেখিলেন, যে সৈন্যের ব্যয় লাঘব করিতে না পারিলে কখনই রাজস্ব বাঁচিতে পারে না। তিনি ইহাও জানিতেন, যে ব্যয় লাঘবের যে কোন প্রণালী করিব, তাহাতেই আপত্তি উত্থাপিত হইবেক। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; অতএব এক বারেই এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে অদ্যাবধি ডবলবাটা রহিত হইল ।

এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সেনাসম্পর্কীয় কর্মকারকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন । তাঁহারা কহিলেন আমাদের অস্ত্রবলে দেশ জয় হইয়াছে ; অতএব তদ্বারা আমাদের উপকার হওয়া সর্ব্বাশ্রয়ে উচিত । কিন্তু ক্লাইবের মন বিচলিত হইবার নহে । তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু ইহাও স্থির করিয়াছিলেন সৈন্যের ব্যয় লাঘব করা অত্যন্ত আবশ্যিক । সেনাপতিরা ক্লাইবকে আপনাদিগের অতিপ্রাণানুসারে কর্ম করাইবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিলেন । তাঁহারা পরস্পর গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন সকলেই এক দিনে কর্ম পরিত্যাগ করিব ।

প্রথম ত্রিগেডের সেনাপতিরা এইরূপে কর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লাইব তাহার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন ; এবং সন্দেহ করিতে লাগিলেন হয় ত সমুদায় সৈন্যমধ্যেই এইরূপ চক্রান্ত হইয়াছে । তিনি অনেক বার অনেক আপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন দায়ে কখন চেকেন নাই । এ দিকে মহারাজ্যীয়েরা পুনর্বার বান্দালা দেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, এ দিকে ইঙ্গরেজদিগের সেনা অধ্যাক্ষীনা হইল । কিন্তু ক্লাইব, এরূপ সঙ্কটেও চলচিহ্ন না হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ সাহস সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন । তিনি মাস্ত্রাজ হইতে সেনাপতি আনয়নের আজ্ঞা প্রদান করিলেন । বান্দালার যে যে সেনাপতি স্পষ্ট বিদ্ভ্রাহী

হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। ক্লাইব, প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ইংলণ্ড পাঠাইয়া দিলেন। এবম্বিধ কাঠিন্য প্রয়োগ দ্বারা পুনর্বার সৈন্যদিগকে বশীভূত করিয়া আনিলেন, এবং গবর্নমেন্টকেও এই অভূতপূর্ব ঘোরতর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিয়া বিংশতি মাসে কোম্পানির কার্যের সুশৃঙ্খলাস্থাপন ও ব্যয়ের লাঘব করিলেন, তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া প্রায় দুই কোটি টাকা বার্ষিক আয় স্থিত করিলেন, এবং সৈন্য মধ্যে যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহার শাস্তি করিয়া বিলক্ষণ সুরীতি স্থাপন করিলেন। তিনি এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক এরূপ ক্লিষ্ট হইলেন, যে স্বদেশে প্রস্থান না করিলে চলে না। অতএব ১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারিতে জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ইঙ্গরেজেরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে অর্থাৎ সম্রাট তাঁহাদিগকে বান্দালা, বিহার ও উড়িষ্যার সমুদায় রাজস্ব দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদেশীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য নির্বাহ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মকরেরা এ পর্য্যন্ত কেবল বাণিজ্য ব্যাপারেই ব্যাপ্ত ছিলেন; ভূমির করসংগ্রহ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না।

পূর্ব পূর্ব স্ববাদারেরা, হিন্দুদিগকে অত্যন্ত সহিষ্ণু স্বভাব ও হিসাবে নিপুণ দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের

ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতেন। ইঙ্গরেজেরা এই জয়লক্ষ দেশের তাবৎ বিষয়েই অস্ত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকেও সমস্ত ব্যাপারই পূর্ব রীতি অনুসারে প্রচলিত রাখিতে হইল। রাজা সিতাব রায়, বিহারের দেওয়ানের কর্ত্তে নিযুক্ত হইয়া, পাটনায় অবস্থিতি করিলেন। আর মহম্মদ রেজা খাঁ, বান্দালার দেওয়ান হইয়া, মুরশিদাবাদে রহিলেন। প্রায় সাত বৎসর এই রূপে রাজ্যশাসন হইল। পরে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই কয়েক বৎসর, রাজ্যশাসনের কোন প্রণালী বা শৃঙ্খলা ছিল না। জমীদার ও প্রজাবর্গ, কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেক, তাহার কিছুই জ্ঞানিত না। সমুদায় রাজকার্য্য নির্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্য-বর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা এ দেশের সর্বত্র এমন প্রবল হইয়াছিলেন, যে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও, রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না। আর পার্লামেন্টের বিধানানুসারে কলিকাতার গবর্নর সাহেবেরও এমন ক্ষমতা ছিল না, যে মহারাজী খাতের বহির্ভাগে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিতে পারেন। ফলতঃ, ইঙ্গরেজদিগের দেওয়ানীপ্রাপ্তির পর সাত বৎসর, সমস্ত দেশে ঘেরূপ ক্লেশ ও গোলযোগ ঘটিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই রূপে কয়েক বৎসর রাজ্যশাসনবিষয়ে বিশৃঙ্খলা

ঘটাতে, ডাকাইতেরা অত্যন্ত সাহসিক হইয়াছিল। সকল জিলাই ডাকাইতের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তাহাতে কোন ধনবান ব্যক্তি নিরাপদে ছিলেন না। কলতঃ ডাকাইতীর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, যে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যখন কোম্পানি বাহাদুর আপন হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার লইলেন, তখন তাঁহাদিগকে, ডাকাইতীর দমন নিমিত্ত, অতি কঠিন কঠিন আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ডাকাইতকে তাহার নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া ফাঁশী দেওয়া যাইবেক; তাহার পরিবার চিরকালের নিমিত্ত রাজকীয় দাস হইবেক; এবং সেই গ্রামের সমুদায় লোককে শক্তি অনুসারে দণ্ড দিতে হইবেক।

এই অরাজক সময়েতেই অধিকাংশ ভূমি নিষ্কর হয়। সম্রাট্ বঙ্গালার সমুদায় রাজস্ব ইঙ্গরেজদিগকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা কলিকাতায় আদায় না হইয়া মুরশিদাবাদে আদায় হইত। মালের কাছারিও সেই স্থানেই ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম ও রাজা কান্ত সিংহ এই তিন ব্যক্তি বঙ্গালার রাজসম্পর্কীয় সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহারাই সমুদায় বন্দোবস্ত করিতেন এবং রাজস্ব আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তৎকালে জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা, পূর্বোক্ত তিন মহাত্মার ইচ্ছাকৃত অনবধান বলে, ইঙ্গরেজদিগের চক্ষুঃ ফুটিবার পূর্বে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা সরকারী ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে

নিষ্কর দান করিয়া, গবর্নমেন্টের বার্ষিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করেন ।

লর্ড ক্লাইবের প্রস্থানের পর, বেরিল্‌ফ্ট সাহেব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার গবর্নর হইলেন । পর বৎসর, ডিরেক্টরেরা, সরকারী কর্মকারকদিগের লবণ ও অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বাণিজ্য রহিত করিবার নিষিদ্ধ, চূড়ান্ত হুকুম পাঠাইলেন । তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, যে দেশীয় বাণিজ্য কেবল দেশীয় লোকেরাই করিবেক, কোন ইউরোপীয় তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারিবেক না । কিন্তু ইউরোপীয় কর্মকারকদিগের বেতন অত্যন্ত অল্প ছিল ; এজন্য তাঁহারা ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন, যে বেতন ব্যতিরিক্ত সরকারী খাজানা হইতে শতকরা আড়াই টাকার হিসাবে দেওয়া যাইবেক ; সেই টাকা সমুদায় সিবিল ও মিলিটারি কর্মকারকেরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন ।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর, কোম্পানির কার্য সকল পুনর্বার বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল । ভারতবর্ষে আয় অনেক ছিল বটে ; কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষায় অধিক হইতে লাগিল । ধনাগারে দিন দিন বিষম অনাটন হইতে লাগিল । কলিকাতার গবর্নর, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবরে, হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন, অনেক দেনা হইয়াছে, এবং আরও দেনা না করিলে চলে না । তৎকালে টাকা সংগ্রহ করিবার এই রীতি ছিল কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মকারকেরা যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, গবর্নর সাহেব, কলিকাতার ধনাগারে তাহা জমা করিয়া, লণ্ডন

নগরে ডিরেক্টরদিগের উপর সেই টাকার বরাত পাঠাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হইত, তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ ব্যতিরেকে, ডিরেক্টরদিগের ঐ ছণ্ডীর টাকা দিবার অন্য কোন উপায় ছিল না। কলিকাতার গবর্নর যথেষ্ট ধার করিতে লাগিলেন; কিন্তু পূর্ক্সাপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণে পণ্য দ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং ঐ সকল ছণ্ডীর টাকা দেওয়া ডিরেক্টরদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এজন্য তাঁহারা কলিকাতার গবর্নরকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, আর এইরূপ ছণ্ডী না পাঠাইয়া, এক বৎসর কলিকাতাতেই টাকা ধার করিয়া কার্য সম্পন্ন কর।

ইহাতে এই ফল হইল, যে সরকারী কর্মকারকেরা ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের দ্বারা আপন আপন উপার্জিত অর্থ ইউরোপে পাঠাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ চন্দননগর, চুঁচুড়া ও জীরামপুরের ধনাগারে টাকা জমা করিয়া দিয়া, বিলাতের অন্যান্য কোম্পানির নামে ছণ্ডী লইতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত সওদাগরেরা, ঐ সকল টাকায় পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইউরোপে পাঠাইতেন, এবং ছণ্ডীর মিয়াদমধ্যেই ঐ সমস্ত বস্তু তথায় পহুঁছিত ও বিক্রয় হইত। এই উপায় দ্বারা ভারতবর্ষবাসী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদিগের, টাকার অসুবিধা নিবন্ধন কোন ক্লেশ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন। ডিরেক্টরেরা নিষেধ করিলেও কলিকাতার গবর্নর অগত্যা পুনর্বার

পূর্ববৎ ঋণ করিয়া, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে হুগুী পাঠাইলেন, তাহাতে লণ্ডন নগরে কোম্পানির কার্য এক বাঁরে উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল ।

নজম উদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, নবাব হইয়াছিলেন । পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে সৈফ উদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বসন্তরোগে তাঁহার প্রাণান্ত হইলে, তদীয় ভ্রাতা মোবারিক উদ্দৌলা তৎপদের অধিকারী হইলেন । তাঁহার পূর্বাধিকারীরা, আপন আপন ব্যয়ের নিমিত্ত, যত টাকা পাঠাইতেন, কলিকাতার কোমিসলের মাহেবেরা তাঁহাকেও তাহাই দিতে লাগিলেন কিন্তু ডিরেক্টরেরা প্রতিবৎসর তাঁহাকে তত না দিয়া ১৬ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ করিলেন ।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছিল । উক্ত দুর্ঘটনার সময়, দরিদ্র লোকেরা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না । এই মাত্র कहিলেই এক প্রকার বোধগম্য হইতে পারিবে, যে ঐ দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয় । ঐ বৎসরেই ডিরেক্টরেরা, মুরশিদাবাদে ও পাটনায় কোমিসল আব রেবিনিউ স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন । তাঁহাদিগের এই কর্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, যে তাঁহারা রাজস্ব বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ও দাখিলা পরীক্ষা করিবেন । কিন্তু রাজস্বের কর্ম নির্দ্ধাহ এখন পর্য্যন্তও দেশীয় লোকদিগের হস্তেই রহিল । মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদা-

বাদে, ও রাজা সিতাব রায় পাটনায়, থাকিয়া পূর্ববৎ
কর্ম্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। ভূমিসম্পর্কীয় সমুদায়
কাগজ পত্রে তাঁহাদেরই সহী ও মোহর চলিত।

খ্রীষুত বেরিল্‌ফে সাহেব, ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে, গবর্নরী
পদ পরিত্যাগ করাতে, কার্টিয়র সাহেব তৎপদে অধি-
রূঢ় হইলেন। কিন্তু কলিকাতার গবর্নমেন্টের অকর্ম্মণ্যতা
প্রযুক্ত, কোম্পানির কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্ন
প্রায় হইয়া উঠিল। অতএব ডিরেক্টর সাহেবেরা, সমু-
দায় কুরীতি সংশোধন ও ব্যয় লাঘব করিবার নিমিত্ত
কলিকাতার পূর্ব গবর্নর বাস্টিটার্ট, স্কাফটন, কর্নেল
ফোর্ড, এই তিন জনকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন,
কিন্তু তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন,
কেপ উত্তীর্ণ হইবার পর, আর তাহার কোন উদ্দেশ
পাওয়া যায় নাই। সকলে অনুমান করেন ঐ জাহাজ
সমুদায় লোক সহিত সমুদ্রে নষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

কার্টিয়র সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্নরী পরিত্যাগ
করিলে, খ্রীষুত ওয়ারন হেস্টিংস সাহেব তৎপদে অধি-
রূঢ় হইলেন। হেস্টিংস, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে, রাজকীয়
কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম কালে এত-
দ্দেশে আগমন করেন ; এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে

এতদেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন । ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের রেসিডেন্টের কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তৎকালে গবর্নরের পদ ভিন্ন এতদপেক্ষায় মান্য কর্ম আর ছিল না । যখন বাম্পিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদ প্রাপ্ত হইলেন তখন কেবল হেষ্টিংস সাহেবই তাঁহার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন । ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে হেষ্টিংস কলিকাতার কোন্সিলের মেম্বর হন । তৎকালে অন্য সকল মেম্বরেরাই বাম্পিটার্ট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন ; কেবল তিনিই একাকী তাঁহার পোষকতা করিতেন । ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মাস্তাজ কোন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন । তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করেন ; তাহাতে ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন । পরে কলিকাতার গবর্নরের পদ শূন্য হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন । তৎকালে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল ।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন । তাঁহারা দেখিলেন আয় ক্রমে অল্প হইতেছে । অতএব, দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে, তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হইতে, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের হস্তে লইয়া ইউরোপীয় কর্মকারক দ্বারা কার্য নির্বাহ করিতে, মনস্থ করিলেন । এই স্মৃতি নিয়ম

হেষ্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি, ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে, কোন্সিলের সম্মতি ক্রমে এই ঘোষণা প্রচার হইল যে ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্য্য নির্বাহ করিবেন; যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মকারকেরা রাজস্বের কর্ম্ম করিবেন তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক; কিছু কালের নিমিত্ত, সমুদায় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক; আর কোন্সিলের চারি জন মেম্বর প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইংহারা প্রথমেই কৃষ্ণনগরে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। পূর্বাধিকারীরা অত্যন্ত কম নিরিখে মাল-গুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদায় জমী নীলাম ডাকাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন; তিনিই আপন বিষয় পূর্ব্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন, আর যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন তাঁহাকে পেন্সিয়ান দিয়া অধিকারচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন। গবর্ণর স্বচক্ষে সমুদায় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে মালের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল।

এই রূপে রাজস্ব কর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্ত হওয়াতে, দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মেরও নিয়ম পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী, দুই বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টর সাহেব, কাজী ও মুকতী এই কয়েক জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর দেও-

য়ানী আদালতেও কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ের বিচার হইত, তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে কৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম সদর নিজামত আদালত রহিল।

এ পর্য্যন্ত আদালতে ষত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, প্রাতিবাক্ তাহার চতুর্থাংশ পাইতেন, একগুণে তাহা রহিত হইল; অধিক জরিমানা রহিত হইল; মহাজনদিগের স্বেচ্ছাক্রমে খাদককে রুজু করিয়া টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিবারিত হইল; আর দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রধান ডুম্যাদিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, আপনাদিগের প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালাশাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন, যে মহম্মদ রেজাখাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই বাঙ্গালার রাজস্ব ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদ প্রাপ্তির দিবস অবধি, তাহার তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিন্মৃত হয়েন নাই, যে যখন তিনি, মীরজাফরের রাজত্ব-সময়ে, ঢাকার চাকলায় নিযুক্ত ছিলেন তখন তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল যে

তিনি, ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, সমধিক লাভ প্রত্যাশায় সমুদায় শস্য একচাটয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগকেও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম করিতেন, তখন বাক্সালায় তিনি অধিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। নায়েব সুবাদার ছিলেন, তদনুসারে রাজস্বের সমুদায় বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে ছিল; আর নায়েব নাজিম ছিলেন, সুতরাং পুলিশেরও সমুদায় ভার তাঁহারই হস্তে ছিল। ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যত দিন তাঁহার হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোন ব্যক্তিই তাঁহার দোষ প্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, যে মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদায় কাগজ পত্র আটক করিতে হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্নরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকট পহুছে। যৎকালে এই আজ্ঞা পহুছিল তখন অধিক রাজি হইয়াছিল; এজন্য সে দিবস তদনুযায়ী কার্য করা হইল না। পর দিন প্রাতঃকালে তিনি, মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডিল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে রেজা খাঁ সপরিবারে জলপথে কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্টন সাহেব তাঁহার কার্যের

ভার গ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ চিৎপুরে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে, অকস্মাৎ একরূপ ঘটবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, এক জন কোম্পিলের মেম্বর প্রেরিত হইলেন। আর হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন যে আমি কোম্পানির ভূতা, আমাকে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইয়াছে; নতুবা, আপনকার সহিত আমার যেকোন সম্ভাব আছে তাহার কোন ক্রমে ব্যতিক্রম হইবেক না, জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; অতএব তিনিও কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা অল্প দিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোন দোষ দৃষ্ট হইল না, অতএব তিনি যান পূর্বক বিদায় হইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক তাঁহার সহকারী কার্য্য নির্বাহ বিষয়ের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন, প্রধান পদারূঢ় অন্যান্য লোকের ন্যায়, তিনিও অন্যায়চরণ পূর্বক প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

তাঁহাকে অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে তাঁহার যে অমর্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতি-বিধানার্থে কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে, কোম্পিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্যাদা-সূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়ী করিলেন। কিন্তু অপরাধী বোধে কলিকাতায়

আনয়ন করাতে তাঁহার যে অপমান বোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি এক বারে ভগ্নচিত্ত হইলেন । ইঙ্গরেজেরা এপর্যন্ত এ দেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার রাজা সিতাব রায়ের সর্বদা অত্যন্ত গৌরব করিতেন । তিনি একরূপ তেজস্বী ছিলেন, যে অপরাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা এবং দোষের আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষা করা এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল । ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া এই মনঃ-পীড়াতেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন । তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণসিংহ অবিলম্বে তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন । পাটনা প্রদেশ উৎকৃষ্ট ড্রাক্কাফলের নিমিত্ত যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহার আদিকারণ । তাঁহার উদ্যোগেই ঐ প্রদেশে ড্রাক্কা ও খরমুজের চাস আরম্ভ হয় ।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক কাল লাগিয়াছিল । নন্দকুমার তাঁহার দোষোক্ষাটক নিযুক্ত হইলেন । প্রথমতঃ স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, অভিব্যক্ত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবেক । কিন্তু বৈবার্ষিক বিবেচনার পর নির্দ্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দোষ ; নির্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ণ কৰ্ম প্রাপ্ত হইলেন না ।

মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে পর, নিজামতে তাঁহার যে কৰ্ম ছিল, তাহা দুই ভাগ হইল । নবাবকে শিক্ষা দেওনের ভার মণিবেগমের প্রতি অর্পিত হইল ;

আর সমুদায় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণার্থে হেষ্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত করিলেন । কোম্পানির অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন ; কহিলেন গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে নিযুক্ত করা হইতেছে ; কিন্তু তাহার পিতাকে কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না । হেষ্টিংস তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন ।

এই সময়ে, ইংলণ্ডে কোম্পানির বিষয়কর্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল । ১৭৬৭ সালে লর্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি, ১৭৭২ সালে হেষ্টিংসের নিয়োগ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল, ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদের কার্যও তেমনি বিশৃঙ্খল হইয়াছিল । যে সময়ে কোম্পানির দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে, ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে মুনফার হিস্যা দিলেন । যদি তাঁহাদের কার্যের বিলক্ষণরূপ উন্নতি থাকিত, তথাপি এরূপ মুনফা দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত হইত না । যাহা হউক, এইরূপ পাগলামির কর্ম করিয়া, ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, ধনাগারে এক কপর্দকও সম্বল নাই । অতএব তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেতে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ টাকা ধার করিতে হইল । পরিশেষে রাজ-মন্ত্রী নিকটে গিয়া এক কোটি টাকা ধার চাহিতেও হইয়াছিল ।

এপর্যন্ত পার্লামেন্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন বিষয়েই কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই । কিন্তু এক্ষণে কোম্পানির বিষয়কর্মের এই প্রকার দুর্বস্থা প্রকাশ হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদিগের হস্তে আনিতে মনস্থ করিলেন । কোম্পানির রাজ্যশাসনের যে সকল অন্যায়াচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটি নিয়োজিত হইল । ঐ কমিটি বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বৃত্তিতে পারিলেন, যে সম্পূর্ণ রূপে নিয়ম পরিবর্তন না হইলে, কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই । অতএব তাঁহারা, সমুদায় দোষ সংশোধনার্থে, পার্লামেন্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন । ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যত দূর পারেন, আপত্তি করিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরি এমত যুগা জন্মিয়াছিল, যে পার্লামেন্টের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদের সমস্ত আপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন ।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্মের সমুদায় প্রণালী, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, পরিবর্তিত হইল । ডিরেক্টর মনোনীত করণ বিষয়েও কিছু কিছু রীতি পরিবর্তিত হইল । ইংলণ্ডে কোম্পানির কার্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল ইহা দ্বারা তাহার অনেক শোধন হইল । ইহাও আদিষ্ট হইল, যে প্রতি বৎসর ছয় জন ডিরেক্টরকে পদ পরিত্যাগ করিতে হইবেক, এবং তাঁহাদের পরিবর্তে, আর ছয় জনকে মনোনীত করা

যাইবেক । আরও অনুমতি হইল, যে বাঙ্গালার গবর্নর ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরল হইবেন এবং অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতি ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক ।

গবর্নর ও কোন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে সর্বদাই বিবাদ উপস্থিত হইত ; অতএব নিয়ম হইল, গবর্নর জেনেরল কোর্ট উইলিয়মের এক মাত্র গবর্নর ও সেনানী হইবেন । গবর্নর জেনেরল, কোন্সিলের মেম্বর ও জজদিগকে বাণিজ্য করিতে নিষেধ হইল । অতএব গবর্নরের আড়াই লক্ষ ও কোন্সিলের মেম্বরদিগের আশি হাজার টাকা বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল । ইহাও আজ্ঞাপ্ত হইল, যে কোম্পানির অথবা রাজার কার্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না । আর ডিরেক্টরদের প্রতি আদেশ হইল, যে ভারতবর্ষ হইতে রাজশাসন সম্পর্কীয় যে সকল কাগজ পত্র আসিবেক, সে সমুদায় তাঁহারা রাজমন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন ।

বিচার নির্দ্ধার বিষয়ে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল, যে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট নামে এক প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইবেক । তথায় বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে এক জন চীফ জুষ্টিস্ অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্তা, ও ষষ্টি সহস্র বেতনে তিন জন পিউনি জজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারিকর্তা থাকিবেন । এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, স্বয়ং রাজা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন । আর ঐ ধর্ম্মাধিকরণে ইংলণ্ডীয়

ব্যবহার সংহিতা অনুসারে ব্রিটিশ সজেটদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে এই অনুমতি হইল, যে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্য নির্বাহ বিষয়ে পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালের ১লা আগষ্ট তদনুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব বাক্সালার রাজকার্য্য নির্বাহ বিষয়ে এমন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তিনিই প্রথম গবর্নর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কোর্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্য্য পর্যালোচনার্থে, চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে, বারওএল সাহেব বহুকালাবধি এতদ্দেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আর কর্ণেল মন্সন, সর জাম রুবেরিং ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিন জন ইহার পূর্বে কখন এদেশে আইসেন নাই।

হেষ্টিংস, এই তিন সূতন মেম্বরের মাস্তাজ পঁছছবার সংবাদ শ্রবণমাত্র, তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন। অনন্তর তাঁহারা খাজরীতে পঁছছিলে, তিনি কোর্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন এবং তাঁহার এক জন নিজ পারিষদও স্বাগত জিজ্ঞাসার্থে প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদের বেকরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইব ও বান্টিটোর্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবামাত্র সতরটা সেলামি তোপ হয় ও তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত কোর্সিলের

সমুদায়' মেম্বর একত্র হন । তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না ।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ কবিয়া পাঠাইলেন, যে আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই, আমাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত সৈন্য বহিষ্কৃত করা যায় নাই, সেলামি তোপও উপযুক্ত সংখ্যায় হয় নাই, আমাদিগের সম্বর্দ্ধনা কৌন্সিল গ্রহে না করিয়া হেষ্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল, আর আমরা যে নুতন গবর্ণমেন্টের অবয়বস্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহ পূর্বক, তাঁহার ঘোষণা করা হয় নাই ।

২০এ অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল; কিন্তু বারওএল সাহেব তখন পর্য্যন্ত না পঁছছিবাতে, সে দিবস কেবল নুতন গবর্ণমেন্টের ঘোষণাপত্র হইল । অন্যান্য সমুদায় কর্ম্ম, আগামী সোমবার ২৪এ তারিখে, বিবেচনার নিমিত্ত রহিল । নুতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই অবগত ছিলেন না; অতএব, সভা আরম্ভ হইলে, হেষ্টিংস সাহেব, কোম্পানির সমুদায় কার্য্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন । কিন্তু এই প্রথম সভাতেই এমন বিবাদ উপস্থিত হইল, যে ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল । বারওএল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ছিলেন । অন্য তিন জন মেম্বর সকল বিষয়ে সর্বদা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন । তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, সুতরাং গবর্ণর জেনেরল কেবল সাক্ষি-

গোপাল হইলেন; কারণ, যে স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপর কোন বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারেই যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল। তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে, হেষ্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায়চরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং হেষ্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়াই, হেষ্টিংস যাহা কহিতেন, তাহাই অগ্রাহ্য করিতেন, সুতরাং তাঁহারা যে রাগ ঘেষ শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

হেষ্টিংস সাহেব, কিয়দ্বিবস পূর্বে, মিডিল্টন সাহেবকে লক্ষৌ নগরে রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, এক্ষণে নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে আঞ্জা দিলেন; আর হেষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে ক্রান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন এরূপ হইলে সর্বত্র প্রকাশ হইবেক, যে গবর্নমেন্টমধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্নরকে গবর্নমেন্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে; এক্ষণে তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতাশূন্য

দেখিলে সহজে বোধ করিতে পারে, যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা ক্রোধেব পরবশতা প্রযুক্ত তাহা শুনিলেন না।

দেশীয় লোকেরা অল্পকালমধ্যেই কোম্বিলের এই প্রকার বিবাদের বিষয় অবগত হইলেন; এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, যে হেষ্টিংস সাহেব এত কাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। অতএব যে সকল লোক তৎকৃত কোন কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয় মেম্বরদিগের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে তাহাদিগের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্দ্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের মহিষী স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। তিনি অবিলম্বে এই আবেদন পত্র প্রদান করিলেন, যে আমি রাজার মৃত্যুর পর ইংরেজ ও তাঁহাদের কর্মকারকদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব ১৫,০০০ টাকা লইয়াছেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালা ও পারসীতে হিন্দু দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোন ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্য্যন্ত গবর্নমেন্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল; কিন্তু হেষ্টিংসের বিপক্ষেরা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া স্বহস্তে শিশু রাজাকে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র হেষ্টিংসের নামে ভূরি ভূরি অভি-

যোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক জন এই বলিয়া দরখাস্ত দিলেক, যে হুগলীর কোজদার বৎসরে ৭২,০০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে ৩৬,০০০ ও তাঁহার দেওয়ানকে ৪,০০০ টাকা দেন। আমি ৩২,০০০ টাকা পাইলেই ঐ কৰ্ম নিৰ্বাহ করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া সাক্ষী লওয়া গেল। হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে কোজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি স্মান বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হইল; কিন্তু অভিযোক্তার কিছু হইল না।

এক মাস অতীত না হইতেই আর এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, যে মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন হেষ্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, তাঁহাকে আমোদ উপলক্ষে ব্যয় করিবার নিমিত্ত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেষ্টিংস কহিলেন আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেষ্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোগত হইল না।

একণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, যে অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। অতএব নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, যে গবর্নর জেনেরল বাহাদুর, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণিবেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে মুরশিদাবাদে নবা-

বের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, মাক্য দিবার নিমিত্ত নন্দকুমারকে কোন্সিলের সম্মুখে আনয়ন করা যাউক। হেষ্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যেন সভার অধিপতি, তথায় আমার অভিযোক্তাকে আসিতে দিব না; বিশেষতঃ, এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া গবর্নর জেনারলের পদের অমর্যাদা করিব না; বরং এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীমকোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া হেষ্টিংস গাত্রোথান করিয়া কোন্সিল গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন; এবং বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কোন্সিল গৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণিবেগম যখন যাহা ঘুম দিয়াছেন তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে বেগম গবর্নমেন্টে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; সর জান ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত, ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কোন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেষ্টিংসকে ঐ টোকা কিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না।

এই বিষয় নিষ্পত্তি না হইতেই, হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে চক্রান্তকারী বলিয়া সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ

উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছু দিন পরেই কামাল উদ্দীন নামে এক জন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, যে নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীমকোর্টের জজেরা উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস্ ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যে জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন পূর্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন; জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিলেন। তদনুসারে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসী হইল।

যে দোষে সুপ্রীমকোর্টের বিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদিই তিনি স্বার্থ করিয়া থাকেন, সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে করিয়া ছিলেন; সুতরাং তৎসংক্রান্ত অভিযোগ কোন ক্রমেই সুপ্রীমকোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে প্রধান জজ, সর্ ইলাইজা ইম্পিকদাচ উপস্থিত ব্যাপারে ঐ আইনের মর্ম্মানুসারে কণ্ঠ করিতেন না; কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নিরূপিত হয় নাই বলতঃ, নন্দকুমারের প্রাণবধ ন্যায়মার্গানুসারে

বিহিত হইয়াছে ; ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে এক বারে হতবুদ্ধি হইলেন। কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্নর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারাও অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের এক জন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদয় হইবার পূর্বে, তাঁহার একরূপ আধিপত্য ছিল যে ইঙ্গরেজেরাও, বিপদ পড়িলে, সময়ে সময়ে তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার ছুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে ; কিন্তু ইম্পি ও হেষ্টিংস তদপেক্ষা অধিক ছুরাচার, তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে আমার ভদ্রত্ব নাই, অতএব যে কোন প্রকারে ইহার প্রাণবধ সাধন করা আবশ্যক। তদনুসারে কামালউদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া সুলতানকে পূর্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্ম্মাসনাক্রুত ইম্পি, গবর্নর জেনেরল পদাক্রুত হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে, এক বারেই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনা শূন্য হইয়া নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেষ্টিংস তিন চারি বৎসর পরে এক পত্র লিখিয়াছি-

লেন; তাহাতে ইম্পিরূত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, যে এক সময়ে ইম্পির আনুকূল্যে আমার সৌভাগ্য ও মানসজ্ঞমরক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, যে নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন সে সমস্ত অমূলক নহে, আর সুপ্রীমকোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে, তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন, সেই ভয়েই হেষ্টিংস, ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার কলিতার্থ সংবাদ ইংলণ্ডে পহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন আমাদের বিলক্ষণ প্রতিতি জন্মিয়াছে যে মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব তাঁহার নবাবের সাংসারিক কর্ম হইতে গুরুদাসকে বহিস্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কোর্টিলের সাহেবেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এমন অবসর নাই, যে কলিকাতা সদর নিজামত আদালতে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। অতএব, পূর্ব প্রণালী অনুসারে, পুনর্বার ফৌজদারী আদালত ও পুলিশের ভার এক জন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পণ করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে নীত হইল এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায় ।

ক্রমে ক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এই অঙ্কি-
প্রায়ে, ১৭৭২ সালে, পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত জমী সকল
ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট
হইল, জমীদারেরা যত কর দিতে সমর্থ তাহার অধিক
ইজারা লইয়াছেন। খাজনা ক্রমে ক্রমে বিস্তর বাকী
পড়িল। ফলতঃ এই পাঁচ বৎসরে এক কোটি আঠার
লক্ষ টাকা রেহাই দিয়াও, ইজারাদারদের নিকট এক
কোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী রহিল; তন্মধ্যে
অধিকাংশেরই আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।
অতএব, কোম্পিলের উভয় পক্ষীয়েরাই, নুতন বন্দো-
বস্তের নিমিত্ত, এক এক প্রণালী প্রস্তত করিয়া পাঠাই-
লেন; কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয়ই অগ্রাহ্য করিলেন।
১৭৭৭ সালে, পাটার মিয়াদ গত হইলে, ডিরেক্টরেরা
এক বৎসরের নিমিত্ত ইজারা দিতে আজ্ঞা করিলেন।
এইরূপ বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার নিয়ম ১৭৮২
সাল পর্য্যন্ত প্রবল রহিল।

১৭৭৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, কর্ণেল মঙ্গন সাহে-
বের মৃত্যু হইল। নুতরাং তাঁহার পক্ষের দুই জন
যেস্তর অবশিষ্ট থাকিতে, হেষ্টিংস সাহেব কোম্পিলের
সুনর্ব্বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ সমসংখ্য স্থলে
গবর্ণর জেনেরলের মতই বলবৎ হইত।

১৭৭৮ সালের শেষে নবাব মুবারিক উদ্দৌলা, বয়ঃ-

প্রাপ্ত হইয়া, এই প্রার্থনায় কলিকাতায় কোন্সিলে পত্র লিখিলেন, যে মহম্মদ রেজা খাঁ আমার সহিত সর্বদা কর্কশ ব্যবহার করেন; অতএব ইহাকে স্থানান্তর করা যায়। তদনুসারে হেষ্টিংস সাহেবের মতক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নায়েব সুবাদারের পদ রহিত করা গেল, এবং নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ ও আয় ব্যয় পর্ষ্যবেক্ষণ কর্মের ভার মণিবেগমের প্রতি অর্পিত হইল। ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্তে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি দ্বরায় এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, যে নায়েব সুবাদারের পদ পুনর্বার স্থাপন করিয়া তাহাতে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করা, এবং মণিবেগমকে পদচ্যুত করা যায়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, বান্দালা অফিসের সর্ব প্রথম এক পুস্তক মুদ্রিত হয় অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন হালহেড সাহেব সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, এতদ্দেশে আসিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ষে রূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্বে কোন ইউরোপীয় সেরূপ শিখিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহের ভার ইউরোপীয় কর্মকারকদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, যে এতদ্দেশীয় ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহাদিগের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। পরে, তাঁহার আদেশ ও আনুকূল্যে, হালহেড সাহেব, হিন্দু ও মুসলমানদিগের সমুদায় ব্যবহার শাস্ত্র দুটো, ইঙ্গরেজী ভাষাতে এক গ্রন্থ সংকলন করেন। ঐ গ্রন্থ ১৭৭৫ খৃঃ

অর্থে, মুদ্রিত হয়। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্বক বাক্সালা পাঠ করিয়াছিলেন; এবং বোধ হয়, ইঙ্গরেজদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্ট রূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, তিনি বাক্সালা ভাষার এক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ইহাই সর্ব প্রথম বাক্সালা ব্যাকরণ। তৎকালে রাজধানীতে ছাপার যন্ত্র ছিল না; অতএব উক্ত গ্রন্থ হুগলীতে মুদ্রিত হইল। চিরস্মরণীয় চার্লস উইল্কিন্স সাহেব এ দেশে নানা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও বিলক্ষণ উৎসাহশালী ছিলেন। তিনি সর্বদা প্রহস্তু কুদিয়া ও ঢালিয়া এক শাট বাক্সালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হইল।

সুপ্রীমকোর্ট নামক বিচারালয়ের সহিত গবর্ণমেন্টের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দেশের পক্ষে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ঐ বিচারালয় ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়; কিন্তু কোম্পানির গবর্ণমেন্টের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার সময় জজদের এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে প্রজাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে; সুপ্রীমকোর্ট তাহাদের ক্লেশ নিবারণের একমাত্র উপায়। তাঁহারা চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দেশীয় লোকেরা রিক্ত পদে গমনাগমন করিতেছে। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই! প্রজাদিগের ক্লেশের পরিসীমা নাই; আব-

শ্যক না হইলে আর সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের কোর্ট ছয় মাস চলিলেই, এই দুঃখিত হতভাগ্যদিগকে জুতা ও মোজা পরাইতে পারিব।

ব্রিটিশ্ সবজেস্টে, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী সমুদায় ইঙ্গরেজ ও মহারাজ, খাতের অন্তর্ভুক্তী সমস্ত লোক ঐ কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিলেন। আর ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যে সকল লোক সাক্ষাৎ অথবা পরস্পরায় কোম্পানি অথবা কোন ব্রিটিশ্ সবজেস্টের কার্যে নিযুক্ত থাকিবেক তাহারাও ঐ বিচারালয়ের অধীন হইবেক। সুপ্রীমকোর্টের জজেরা, এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া, এতদেশীয় দূরবর্তী লোকদের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা কহিতেন, যে সকল লোক কোম্পানিকে কর দেয় তাহারাও কোম্পানির চাকর; পার্লামেন্টের অত্যন্ত ক্রটি হইয়াছিল যে, কোর্টের ক্ষমতার বিষয় স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। তাহারা এক দেশের মধ্যে পরস্পর নিরপেক্ষ অথচ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরাক্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তদুভয়ের পরস্পর বিবাদানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্টের কার্যারম্ভ হইবামাত্র, তথাকার বিচারকেরা আপনাদের অধিকার রুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি কোন ব্যক্তি ঐ আদালতে গিয়া দিব্য করিয়া কহিত, অমুক জমীদার আমার টাকা ধারেন, তবে, তিনি শতক্রোশ দূরবাসী হইলেও তাহার নামে

। তৎক্ষণাৎ পরোয়ানা বাহির হইত, এবং কোন ওজর না শুনিয়া, ঐ জমীদারকে ধরিয়া আনিয়া জেলখানায় রাখা যাইত ; পরিশেষে, আমি সুপ্রীমকোর্টের অধীন নহি, এই বাক্য বারংবার कहিলেই সে ব্যক্তি মুক্তি পাইত ; কিন্তু তাহাতে তাহার যে ক্ষতি ও অপমান হইত তাহার কোন প্রতিবিধান হইত না। এই কুরীতির দোষ অল্প কাল মধ্যেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে সকল প্রজারা ইচ্ছা পূর্বক কর দিত না, তাহারা, জমীদার ও তালুকদারদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেখিয়া, রাজস্ব দেওয়া এক বারেই বন্ধ করিল। প্রথম বৎসর সুপ্রীমকোর্টের জজেরা সকল জিলাতেই এইরূপ পরোয়ানা পাঠাইয়াছিলেন। তদুষ্টে দেশ মধ্যে সমুদায় লোকেরই চিত্তে যৎপরোনাস্তি ভ্রান ও উদ্বেগের সঞ্চার লইল। জমীদারেরা অকস্মাৎ এই ঘোরতর নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও উদ্ভিগ্ন হইতে লাগিল। যে আইন অনুসারে তাঁহারা বিচারার্থে কলিকাতায় আনীত হইতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুপ্রীমকোর্ট ক্রমে ক্রমে এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তৎকালে রাজস্ব কার্যের ভার প্রিন্সিপালকোর্ট অর্থাৎ প্রদেশীয় বিচারালয়ের প্রতি অর্পিত ছিল। পূর্বাধি এই রীতি ছিল, জমীদারেরা করদান বিষয়ে অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া আদায় করা যাইত। এই পুরাতন নিয়ম তৎকাল

পর্যন্তও প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল; সুপ্রীমকোর্ট এ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। করদানে অমনোযোগী ব্যক্তিরা এই রূপে কয়েদ হইলে, সকলে তাহাদিগকে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করিতে, পরামর্শ দিত। তাহারাও আপীল করিবারাত্র জামীন দিয়া খালাস পাইত। জমীদারেরা দেখিলেন সুপ্রীমকোর্টে দরখাস্ত করিলেই আর কয়েদ থাকিতে হয় না, অতএব সকলেই কর দেওয়া রহিত করিলেন। এই রূপে রাজস্ব-সংগ্রহ প্রায় একপ্রকার রহিত হইয়া আসিল।

সুপ্রীমকোর্ট ক্রমে সর্বপ্রকার কর্ম্মেতেই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। মফঃসলের ভূমিসংক্রান্ত মোকদ্দমাও তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং জজেরাও, জিলা আদালতে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইচ্ছাক্রমে ডিক্রী দিতে ও হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। পূর্ব ইজারদার অঙ্গীকৃত করদানে অসম্মত হইলে, তাহার ইজারা বিক্রয় হইত; কিন্তু সে নূতন ইজারদারকে সুপ্রীমকোর্টে আনিয়া তাহার সর্বনাশ করিত। কোন জমীদার একটা বিষয় ক্রয় করিলে, যোত্রহীনেরা সুপ্রীমকোর্টে তাহার নামে নালিশ করিত এবং তিনি আইনমতে খাজনা আদায় করিয়াছেন এই অপরাধে দণ্ডনীয় ও অবমানিত হইতেন।

সুপ্রীমকোর্ট প্রদেশীয় কোজদারী আদালতের উপরেও ক্ষমতা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। গবর্নমেন্ট এ সকল আদালতের কার্য্য মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের জজেরা কহিলেন,

নবাব মুবারিক উদ্দৌলা কাঠের মূরৎ, সে কিসের রাজা ; তাহার সমুদায় রাজ্যমধ্যে আমাদের অধিকার । নবাব ইংলণ্ডের অধিপতির অথবা ইংলণ্ডের আইনের অধীন ছিলেন না ; তথাপি সুপ্রীমকোর্ট তাঁহার নামে পরোয়ানা জারী করা ন্যায্য বিবেচনা করিলেন । জজেরা স্পষ্টই কহিতেন, রাজশাসন অথবা রাজস্ব কার্যের সহিত যে যে বিষয়ের সম্পর্ক আছে আমরা সে সমুদায়েরই কর্তা ; যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেক, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তাহার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব ; কোম্পানির কর্মকারকদিগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে দেশীয় লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে । এত অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট না হইলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না । ফলতঃ, সুপ্রীমকোর্টকে সর্বপ্রধান ও সুপ্রীম গবর্নমেন্টকে অকিঞ্চিৎকর করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল ।

উপরি লিখিত বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ একটা দেওয়ানী ও একটা ফৌজদারী মোকদ্দমার কথা উল্লিখিত হইতেছে ।

পাটনানিবাসী এক জন ধনবান্ মুসলমান আপন পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করে । এইরূপ জনরব হইয়াছিল, যে ধনী ভ্রাতৃপুত্রকে পোষ্য পুত্র করিয়া যায় । ধনীর পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে, ধনাধিকার বিষয়ে বিবদমান হইয়া, পাটনার প্রেসিডেন্স কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করে । জজেরা, কার্য

নির্কাহের প্রচলিত রীতি অনুসারে কাজী ও মুফতীকে ডার দিলেন যে তাঁহারা, সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া, মুসলমানদিগের সরা অনুসারে, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ইহাতে তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী যে সকল দলীল-দেখায় সে সমুদায় জাল; তাহাদের এক ব্যক্তিও প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে সুতরাং এই সম্পত্তির বিভাগ সরা অনুসারে করা আবশ্যিক। ইহাতে তাঁহারা সমস্ত মনের চতুর্থাংশ মৃত ব্যক্তির পত্নীকে দিয়া অবশিষ্ট বার আনা তাহার ভ্রাতাকে দিলেন। এই ভ্রাতার পুত্রকে ধনী দত্তক করিয়া যায়।

এ অবীরা সুপ্রীমকোর্টে আপীল করিল। এই মোকদ্দমা যে স্পষ্টই সুপ্রীমকোর্টের এলাকার বহির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জজেরা, আপনাদিগের অধিকার ভুক্ত করিবার নিমিত্ত, কহিলেন মৃত ব্যক্তি সরকারী জমা রাখিত, সুতরাং সে কোম্পানির কর্মকারক; সমুদায় সরকারী কর্মকারকের উপর আমাদের অধিকার আছে। তাঁহারা ইহাও কহিলেন, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে পাটনার প্রেসিডেন্সি জজদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে তাঁহারা কোন মোকদ্দমা, নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত, কাহাকেও সোপর্দ করিতে পারেন। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন এই মোকদ্দমার মানি উজবীজ আবশ্যিক। পরে তাঁহাদের বিচারে এই অবীরার পক্ষে জয় হইল এবং সে তিন লক্ষ টাকা পাইল।

তাঁহারা কেবল এই পর্য্যন্ত করিয়াই কান্ত হইলেন এমন নহে; কাজী, মুফতী ও ধনীর ভ্রাতৃপুত্রকে থেণ্ডার

করিবার নিমিত্ত, এক জন মারজন পাঠাইলেন; কহিয়া দিলেন যদি চারি লক্ষ টাকার জামীন দিতে পারে তবেই ছাড়িবে নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে। কাজী আপন কাছারী হইতে বাটী বাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপ ব্যাপার দর্শনে প্রজাদের অন্তঃকরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে পারে, এই নিমিত্ত প্রবিন্সল কোর্টের জজেরা অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা লোপ হইল, এবং রাজকার্য্য নির্বাহ এক বায়েই রহিত হইল। অনন্তর আর অধিক অনিষ্ট না ঘটে, এজন্য তাঁহারা তৎকালে কাজীর জামীন হইলেন।

যে যে ব্যক্তি প্রবিন্সল কোর্টের হুকুমক্রমে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, সুপ্রীমকোর্ট তাঁহাদিগের সকলকেই অপরাধী করিলেন এবং সকলকেই রুদ্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্ত সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। কাজী রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার কালে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মুক্তীরা অশ্রুচরিত চারি বৎসর জেলে থাকিয়া পরিশেষে পার্লামেন্টের বিধানানুসারে মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের অপরাধ এই যে আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জজেরা, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, প্রবিন্সল কোর্টের জজের নামেও সুপ্রীমকোর্টে নালিশ উপস্থিত করিয়া, তাঁহার ১৫,০০০ টাকা দণ্ড করিলেন; ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগার হইতে দত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা দেশীয় ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বিষয়ে যে রূপে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, নিম্ন-লিখিত বৃত্তান্ত তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। সুপ্রীম কোর্টের এক জন ইউরোপীয় উকীল ঢাকায় গিয়া থাকিতেন। এক জন সামান্য পেয়াদা কোন কুকর্ম করাতে ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, এই আদেশ হইল যে সে ব্যক্তি যাবৎ না আত্মদোষ কালন করে, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবেক।

সকলে পরামর্শ দিয়া তাহাকে সুপ্রীমকোর্টে দরখাস্ত করাইল। অনন্তর পেয়াদাকে অকারণে রুদ্ধ করিয়াছে এই সূত্র ধরিয়া, সুপ্রীমকোর্টের এক জন জজ ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে কয়েদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত পরোয়ানা বাহির করিলেন। ফৌজদার, আপন বন্ধু ও আদালতের আমলাগণ লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ঐ ইউরোপীয় উকীল এক জন বাদ্দালিকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দেন। সে ব্যক্তি প্রবেশ পূর্বক তাঁহার দেওয়ানকে কয়েদ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু সকলে প্রতিবাদী হওয়ায়, তাহাকে আপন মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল। ঐ উকীল, এই বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র, কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বল পূর্বক ফৌজদারের বাটীমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই বাটীতে ফৌজদারের পরিবার থাকিত, এজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে অত্যন্ত দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

উকীলের এক জন অনুচর, কোজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল; এবং উকীলও নিজে এক পিস্তল বাহির করিয়া, কোজদারের সম্বন্ধীকে গুলী করিলেন। কিন্তু দৈবযোগে তাহা মারাত্মক হইল না। সুপ্রীম কোর্টের জজ হাইড সাহেব, এই ব্যাপার শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঢাকার সৈন্যধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি উকীলের সাহায্য করিবেন; আর ইহাও লিখিলেন যে আপনি উকীলকে জানাইবেন, তিনি যে কর্ম করিয়াছেন তাহাতে আমাদের যথেষ্ট তুষ্টি জন্মিয়াছে; সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিবেন। ঢাকার প্রেসিডেন্ট কোমিসলের সাহেবেরা, গবর্নর জেনেরল বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন যে কোজদারী আদালতের সমুদায় বিচারকার্য এক কালে স্থগিত হইল। একরূপ অত্যাচারের পর সরকারী কর্ম নির্বাহ করিতে আর এতদ্দেশীয় লোক পাওয়া দুষ্কর হইবেক। গবর্নর জেনেরল ও কোমিসলের মেম্বরেরা দেখিলেন সুপ্রীম কোর্ট হইতেই গবর্নমেন্টের সমুদায় ক্ষমতা লোপ হইল। কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাদের সাহস হইল না যে কিছু প্রতিবিধান করেন। জজেরা বলিতেন আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত জজ; কোম্পানির সমুদায় কর্ম-কারক অপেক্ষা আমাদের ক্ষমতা অনেক অধিক, যে যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেক, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দিব। কিন্তু পরিশেষে এমত এক বিষয় ঘটিয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষকেই পরস্পর নষ্ট বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

কাশিজোড়ার রাজার কলিকাতায় কৰ্মাধ্যক্ষ কাশীনাথ বাবু; ১৭৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট, রাজার নামে সুপ্রীমকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। তাহাতে রাজার উপর এক পরোয়ানা বাহির হইল এবং তিন লক্ষ টাকার জামীন চাহা গেল। সেই পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, তিনি পলায়ন করাতে উহা জারী না হইয়া কিরিয়া আসিল। তদনন্তর, তাঁহার স্বাবর অস্বাবর সমুদায় বস্তু ক্রোক করিবার নিমিত্ত, আর এক পরোয়ানা বাহির হইল। সরিক সাহেব, ঐ ব্যাপার সমাধা করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন ও ষাট জন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রেরণ করিলেন।

রাজা গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন যে সুপ্রীম কোর্টের লোকেরা আসিয়া আমার লোক জনকে প্রহার ও আঘাত করিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিয়াছে, জিনিস পত্র লুণ্ঠ করিয়াছে, দেবালয় অপবিত্র করিয়াছে, দেবতার অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া লইয়াছে, খাজানা আদায় বন্ধ করিয়াছে এবং রাইয়তদিগকে খাজানা দিতে মানা করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কোন্সিলের বৈঠকে এই নির্দ্বার্য্য করিলেন যে, অতঃপর সতর্ক হওয়া উচিত; নতুবা এমত সকল বিষয়েও ক্ষান্ত থাকিলে, রাজ্যশাসন এক বারে লোপাপত্তি পাইয়া যায়। অনন্তর, রাজাকে সুপ্রীমকোর্টের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া, মেনিনীপুরের সেনাপতিকে আজ্ঞা লিখিলেন, তুমি সরিফের লোক সকলকে আটক করিবে। এই আজ্ঞা

পছন্দিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায় তাহাদের দৌরাভ্য ও রাজার বাটী লুট নিবারণ হইতে পারিল না; কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালে সকলেই কয়েদ হইল।

সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল ইহাও আদেশ করিলেন যে, যে সমুদায় জমীদার, তালুকদার ও চৌধুরী ব্রিটিশ সবজেক্টে, অথবা বিশেষ নিয়মে বদ্ধ নহেন, তাঁহারা যেন সুপ্রীমকোর্টের আজ্ঞা প্রতিপালন না করেন, এবং প্রদেশীয় অধ্যক্ষদিগকে নিষেধ করিলেন যে আপনারা সৈন্য দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য করিবেন না।

সারজন ও তাঁহাদের সঙ্গী লোকদিগের কয়েদ হইবার সংবাদ সুপ্রীমকোর্টে পছন্দিবামাত্র, জজেরা অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ কোম্পানির উকীলকে, তুমি সংবাদ দিয়াছ তাহাতেই আমাদের লোক সকল কয়েদ হইল, এই বলিয়া জেলখানায় পুরিয়া চাবি দিয়া রাখিলেন। পরিশেষে গবর্ণর জেনেরল ও কোম্পিলের মেম্বরদিগের নামেও এই বলিয়া সমন করিলেন যে, আপনারা কাশীনাথ বাবুর মোকদ্দমা উপলক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আমরা আপন পদের ক্ষমতা অনুসারে যে যে কর্ম করিয়াছি তদ্বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের হুকুম মান্য করিব না। এই ব্যাপার ১৭৮০ সালের মার্চ মাসে ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতাবাসী সমুদায় ইন্ডরেজ ও স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সুপ্রীমকোর্টের অত্যাচার

হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায়, পার্লামেন্টে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইয়া এক নূতন আইন জারী হইল। তাহাতে সুপ্রীমকোর্টের জজেরা সমুদায় দেশের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার নিমিত্ত যে ঔক্ত্য করিতেন তাহা রহিত হইয়া গেল।

এই আইন জারী হইবার পূর্বেই, হেষ্টিংস সাহেব জজদিগের বদনে মধুদান করিয়া সুপ্রীমকোর্টকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। তিনি, চীফ জষ্টিস মর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে মাসিক ৫,০০০ টাকা বেতন দিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করিলেন এবং আফিশের ভাড়ার নিমিত্তও মাসে ৬০০ টাকা দিতে লাগিলেন। আর এক জন ছোট জজকে চুঁচুড়ায় এক নূতন কর্ম দিয়া বড় মানুষ করিয়া দিলেন। ইহার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের আর কোন দাওয়া শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব, দেশীয় বিচারালয়ের অনেক সুধারা করিলেন; দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত, নানা জিলাতে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন; আর প্রেভিন্সল কোর্টে কেবল রাজস্বসংক্রান্ত কার্যের ভার রাখিলেন। চীফ জষ্টিস, সদর দেওয়ানী আদালতের কর্মে বসিয়া, জিলা আদালতের কর্ম নির্বাহার্থে, কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে নব্বইটি আইন প্রস্তুত হয়। এবং ঐ মূল অবলম্বন করিয়াই কিয়ৎ কাল পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আইন প্রস্তুত করেন।

সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের সদর দেওয়ানীতে কর্ম প্রাপ্তির সংবাদ ইংলণ্ডে পহুছিলে, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক এ বিষয় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যে হেস্টিংস কেবল শান্তিরক্ষার্থেই এ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। রাজমন্ত্রীরাও, সদর দেওয়ানীর কর্ম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন এবং তিনি পূর্বোক্ত কর্ম স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সরগিলবর্ট এলিয়ট সাহেব তাঁহার অভিযোক্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনিই কিয়ৎ কাল পরে লর্ড মিণ্টো নামে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরল হইয়াছিলেন।

১৭৮০ সালের ২৯এ জানুয়ারি, কলিকাতায় এক সংবাদ পত্র প্রচার হয়। তৎপূর্বে ভারতবর্ষে ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই।

হেস্টিংস সাহেব, ইহার পর চারি বৎসর পর্যন্ত, বাঙ্গালার কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, বারাণসী ও অযোধ্যার রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত এবং মহীমুরের রাজা হায়দরআলির সহিত যুদ্ধ ও ভারতবর্ষের সমুদায় প্রদেশে সন্ধি স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যেই অধিকাংশব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু অযোধ্যা ও বারাণসীতে যে সমস্ত ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন সে সমুদায় প্রচার হওয়াতে ইংলণ্ডে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের

সকলের সম্মতি না হওয়াতে, তিনি স্বপদেই থাকিলেন ।
 হেষ্টিংস ১৭৮৪ সালের শেষে, আর এক বার অযোধ্যা
 যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ১৭৮৫ সালের আরম্ভেই তথা
 হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপন পদের উত্তরাধিকারী
 মেকফর্সন সাহেবের হস্তে ত্রেজরি ও ফোর্ট উইলিয়মের
 চাবি সমর্পণ করিলেন এবং জাহাজে আরোহণ করিয়া
 জুন মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন ।

১৭৮৪ সালে, এই দেশের পরম হিতকারী ক্লীবলগু
 সাহেবের মৃত্যু হয় । তিনি অতি অল্প বয়সে সিবিল-
 কর্মে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন । পহুছিবার
 পরেই, ভাগলপুর অঞ্চলের সমস্ত রাজকার্যের ভার
 তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয় । এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশে
 এক পর্বতশ্রেণী আছে, তাহার অধিত্যকাত্তে অসভ্য
 পুলিন্দ জাতিরা বসতি করিত । সন্নিহিত জাতিরা সর্ব-
 দাই তাহাদের উপর অত্যাচার করিত ; তাহারাও
 সময়ে সময়ে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অত্যাচারী-
 দিগের সর্বস্বলুণ্ঠন করিত । ক্লীবলগু তাহাদের অবস্থা
 সংশোধন বিষয়ে অত্যন্ত বদ্ধবান হইয়াছিলেন ; এবং
 যাহাতে তাহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে, সাধ্যানুসারে
 তাহার চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই । তাঁহার এই
 প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে সফলও হইয়াছিল । ক্রমে তাঁহার
 অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থা পরিবর্তন হইল এবং
 পার্শ্ববর্তী অসভ্য পুলিন্দ জাতিরাও সভ্যজাতির ন্যায়
 শাস্তস্বভাব হইল ।

আবাদ না থাকাতে ঐ প্রদেশের জল বায়ু অত্যন্ত

পীড়াকর ছিল। তাহাতে ক্রীবলগু সাহেব, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া, স্বাস্থ্যলাভপ্রত্যাশায় সমুদ্রে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার উনত্রিশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ডিরেক্টরেরা তাঁহার সম্বন্ধে এমন শ্রীত ছিলেন, যে তাঁহার স্মরণার্থে এক সমাধিস্তম্ভ নির্মাণের আদেশ করেন। তিনি যে অকিঞ্চন পার্শ্বতীয়দিগকে সভ্য করিয়াছেন, তাহারাও অনুমতি লইয়া, তদীয় গুণগ্রামের চিরস্মরণীয়তা সম্পাদনার্থে, এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করে। এতদ্দেশীয় লোকেরা, ইহার পূর্বে, আর কখন কোন ইউরোপীয়ের স্মরণার্থে কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেন নাই।

১৭৮৩ সালে, সর উইলিয়ম জোন্স স্থপ্রীমকোর্টের জজ হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বদেশে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, তিনি এতদ্দেশের আচার, ব্যবহার, পুরাতত্ত্ব ও ধর্ম বিষয়ে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি এই দেশে আসিয়াই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত পাওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্নেহ-জাতিকে পরম পবিত্র সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় উপদেশ দিতে সন্মত হইতেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, এক জন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে সন্মত হইলেন। সর উইলিয়ম জোন্স উক্ত ভাষায় এমন

ব্যুৎপন্ন হইলেন, যে অনাগাসে ইঙ্গরেজীতে শকুন্তলা নাটক ও মনুসংহিতার অনুবাদ করিলেন ।

তিনি, ১৭৮৪ সালে, ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী নামক এক সভা স্থাপন করেন। যে সকল লোক এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সোসাইটীর মেম্বর হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সভার প্রথম অধিপতি হইলেন এবং গাঢ়তর অনুরাগ সহকারে সভার সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সর উইলিয়ম জোন্সের তুল্য সৰ্ব্বগুণাকর ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত কেহ আইসেন নাই। তিনি এতদ্দেশে দশ বৎসর বাস করিয়া ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে পরলোক যাত্রা করেন।

১৭৮৩ সালে, কোম্পানির সমুদায় বিষয় কর্ম্ম পার্লি-মেন্টের গোচর হইলে, প্রধান অমাত্য কল্ল সাহেব ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসন বিষয়ের এক নূতন প্রণালী প্রস্তত করিলেন। ঐ প্রণালী স্বীকৃত হইলে, ভারতবর্ষে কোম্পানির কোন সংশ্রব থাকিত না। কিন্তু ইংলণ্ডে স্বর তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রধান অমাত্য কল্ল সাহেব পদচ্যুত হইলেন। উইলিয়ম পিট সাহেব তাঁহার পরিবর্তে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর মাত্র ছিল; কিন্তু তিনি রাজকার্য্য নির্বাহ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন তিনি এতদ্দেশীয় রাজ্যশাসনের এক নূতন প্রণালী প্রস্তত

করিলেন। ঐ প্রণালী পার্লামেন্টে ও রাজসমীপে উভয়ত্রই স্বীকৃত হইল।

এ পর্য্যন্ত ডিরেক্টরেরাই এতদেশীয় সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করিতেন; রাজমজ্জীরা কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু, ১৭৮৪ সালে, পিট সাহেবের প্রণালী প্রচলিত হইলে পর, ভারতবর্ষীয় সমুদায় বিষয়ের পর্যালোচনা নিমিত্ত বোর্ড অব কমিউন্স নামে এক সমাজ স্থাপিত হইল। এই বোর্ডের সমুদায় মেম্বরকে রাজা স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের হস্তার্পণের অধিকার হইল।

অষ্টম অধ্যায় ।

হেষ্টিংস সাহেব মেকফর্সন সাহেবের হস্তে গবর্নমেন্টের ভার সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু ডিরেক্টরেরা তাঁহার গমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র, লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেবকে গবর্নর জেনেরল ও কম্যান্ডার ইন চীফ উভয় পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্নওয়ালিস পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের সন্তান, ঐশ্বর্য্যশালী ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং পৃথিবীর নানা স্থানে অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্ম করিয়া সকল বিষয়েই বিশেষ রূপে পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তিনি, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষে পহুছিলেন। যে সকল বিবাদ উপস্থিত থাকাতো হেস্টিংস সাহেবের শাসন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নাম ও প্রবল প্রভাপে সে সমুদায়ের এক বারেই নিষ্পত্তি হইল। তিনি সাত বৎসর পর্য্যন্ত নির্দিষ্টবাদে রাজ্যশাসন করিলেন। অনন্তর, মহীশূরের অধিপতি হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গর্ভে খর্ব করিলেন; পরিশেষে, সুলতানের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজ্যের অনেকাংশ ও যুদ্ধের সমুদায় ব্যয় লইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব বিষয়ে যে বন্দোবস্ত করেন, সেই কর্ম্ম দ্বারাই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে নিত্য নূতন বন্দোবস্ত করাতে দেশের পক্ষে অনেক অপকার হইতেছে। তাঁহারা বোধ করিলেন প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল আমরা দেওয়ানী পাইয়াছি, অতএব এত দিনে আমাদের ইউরোপীয় কর্ম্মকারকেরা অবশ্যই ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে রাজা ও প্রজা উভয়েরই হানিকর না হয় এমন কোন দীর্ঘকালস্থায়ী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আর তাঁহাদের নিতান্ত এই বাসনা হইয়াছিল, যে চিরকালের নিমিত্ত একরূপ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন, যে গবর্নমেন্টে অদ্যাপি এ

বিষয়ের কোন নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় নাই; অতএব তিনি অগত্যা পূৰ্ব্বপ্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্তই আপাততঃ বজায় রাখিলেন।

ঐ সময়ে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, এই অভিপ্রায়ে, কালেক্টর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, যে তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর লিখিবেন তাহাতে ভূমির রাজস্ব বিষয়ে নিগূঢ় অনুসন্ধান পাইতে পারিবেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনী দিলেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর; অতি অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু তৎকালে, তদপেক্ষায় উত্তম পাইবার কোন আশা ছিল না। অতএব কর্ণওয়ালিস আপাততঃ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া এই ঘোষণা করিলেন যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন তবে ইহাই চিরস্থায়ী করা যাইবেক। অনন্তর বিখ্যাত সিবিল সরবেণ্ট জ্ঞান শোর সাহেবের প্রতি রাজস্ব বিষয়ে এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ছিল না; তথাপি তিনি উক্ত বিষয়ে গবর্নমেন্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দশ-শাল বন্দোবস্তে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল, এপর্য্যন্ত যে সকল জমীদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন, অতঃপর তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন। প্রজারা তাঁহাদিগের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।

দেশীয় কর্মকারকেরা, রাজস্বসংক্রান্ত প্রায় সমুদায় পুরাতন কাগজ পত্র নষ্ট করিয়াছিল, যাহা অবশিষ্ট

পাওয়া গেল, সে সমুদায় পরীক্ষা করিয়া, এবং ইতি-
পূর্বের কয়েক বৎসরে যাহা আদায় হইয়াছিল তাহার
গড় ধরিয়া কর নির্দ্ধারিত করা গেল। গবর্নমেন্ট ইহাও
ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ভূমির সহিত এ বন্দোবস্তের
কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু ঐ সকল ভূমির সনন্দ পত্র
আদালতে পরীক্ষা করা যাইবেক; যে সকল ভূমির
সনন্দ অকৃত্রিম হইবেক সে সমুদায় বাহাল থাকিবেক;
আর কৃত্রিম বোধ হইলে, তাহা বাতিল করিয়া, ভূমি
সকল বাজেয়াপ্ত করা যাইবেক।

এই সমুদায় প্রণালী ডিরেক্টরদিগের সমাজে সম-
র্পিত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দিলেন,
এবং এই বন্দোবস্তই নির্দ্ধারিত ও চিরস্থায়ী করিবার
নিমিত্ত কর্ণওয়ালিস সাহেবকে অনুমতি করিলেন।
তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ, এই বিজ্ঞাপন
দেওয়া গেল, যে বান্দালা ও বিহারের রাজস্ব
৩,১০,৮৯,১৫০ টাকা ও বারাণসীর রাজস্ব ৪০,০০,৬১৫
টাকা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে বান্দালাদেশের যে
বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।
এরূপ না হইয়া যদি পূর্বের ন্যায় রাজস্ব বিষয়ে নিত্য
নূতন পরিবর্তের প্রথা চলিত থাকিত, তাহা হইলে, এ
দেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই
অমঙ্গল ঘটিয়াছে। প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য
নিশ্চিত না জানিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; তাহাতে
কোন কোন ভূমিতে অত্যন্ত অধিক ও কোন কোন

ভূমিতে যৎসামান্য কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে, সমুদায় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা আবাদ করিয়া চিরকাল ভূমির উপর স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, স্মৃতন ভূম্যধিকারীদিগের স্বৈচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিভ্রাণের কোন বিশিষ্ট উপায় নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

১৭৯৩ সালে, বাঙ্গালার শাসন নিমিত্ত আইন প্রস্তুত হয়। যখন যখন যে যে আইন প্রচলিত করা গিয়াছিল, লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেব সেই সমুদায় একত্র সংকলন করিলেন, এবং সংশোধন করিয়া এবং অনেক স্মৃতন স্মৃতন যোগ করিয়া দিয়া তাহা এক গ্রন্থের ন্যায় প্রচার করিলেন। ইহাই অনন্তরজাত যাবতীয় আইনের মূলস্বরূপ। ১৭৯৩ সালের আইন সকল এরূপ সহজ ও তাহাতে এরূপ গুণপনা প্রকাশ হইয়াছে, যে তাহাতে তৎপ্রণেতা গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সমুদায় আইন দেশীয় কয়েক ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হয়।

ফরষ্টার সাহেব তৎকালে সর্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালী জানিতেন; তিনি ঐ সমুদায় আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। এই সাহেব কিয়ৎ কাল পরে বাঙ্গালী ভাষায় সর্ব প্রথম এক অভিধান প্রস্তুত করেন। পারসী ভাষায় বিশেষ নিপুণ এডমন্টন সাহেব পারসীভাষাতে আইন তরজমা করেন। এই অনুবাদ এমন উত্তম হইয়াছিল যে, গবর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। এই সমুদায় আইন

অনুসারে বিচারালয়ে যে সকল প্রথা প্রচলিত হয় তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে। পরে, দেশীয় লোকদিগকে বিচারসম্পর্কীয় উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করা নির্দ্ধারিত হওয়াতে, তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব বিচারালয়ের পাঁচ সোপান স্থাপন করেন। প্রথম, মুন্সেফ ও সদর আমীন; দ্বিতীয়, রেজিষ্টার; তৃতীয়, জিলা জজ; চতুর্থ, প্রিভিসল কোর্ট; পঞ্চম, সদর দেওয়ানী আদালত। তিনি, এই অভি-প্রায়ে, সমুদায় সিবিল সরবেন্টদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে আর তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণে লোভ করিবেন না। কিন্তু বিচারালয়ের দেশীয় কর্মকারকদিগের বেতন পূর্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। অত্যুচ্চ-পদাভিষিক্ত ইউরোপীয় কর্মকারকেরা পূর্বে কয়েক শত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। পূর্বে দেশীয় লোকেরা বড় বড় বেতন পাইয়া আসিয়া ছিলেন। ফৌজদার, বৎসরে বাটী সত্তর হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। এক এক সুবার নায়েব দেওয়ান, বার্ষিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন বেতন পাইতেন না। কিন্তু ১৭৯৩ সালে, দেশীয় লোকদিগের অত্যুচ্চ বেতনও এক শত টাকার অধিক ছিল না।

লর্ড কর্ণওয়ালিস, গবর্নমেন্ট দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল করিয়াছেন। দেশীয় লোকেরা তাঁহার দয়ালুতা

ও বিজ্ঞতার নিমিত্ত যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। ডিরেঙ্কটেরেরা তাঁহার অসাধারণ গুণ দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইণ্ডিয়া হোমে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, এবং ভারত-বর্ষপরিভ্রাণাদিবসাবধি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

২৮এ আক্টোবর, সর জান শোর সাহেব গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই, অসাধারণ বুদ্ধি-নৈপুণ্য ও প্রগাঢ় বিবেচনাশক্তি দ্বারা বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশ সালা বন্দোবস্তের সময়, তিনি রাজস্ব বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলেখ্যে এমন প্রগাঢ় বিদ্যা ও দূরদর্শিতা হয়, যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ত্রীযুত পিট সাহেবের সম্মুখে উহা উপস্থাপিত হইলে, তিনি তদদর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হন এবং ডিরেঙ্কটদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করেন, যে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের পরে ইহাঁকেই গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিতে হইবেক।

তাঁহার নিয়োগের পর বৎসর, সুপ্রীমকোর্টের অতি প্রসিদ্ধ অপক্লপাতী বিদ্যাবান্ জজ সর উইলিয়ম জোন্স, সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হন। সর জান শোর সাহেবের সহিত তাঁহার অত্যন্ত মৌহদ্য ছিল। শোর সাহেব তাঁহার জীবন-

রুস্তাস্ত সঙ্কলন করিয়া এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করেন।

১৭৯৫ সালে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র নাজির উম্মুলুক মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তৎকালে মুরশিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করা অতি সামান্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব এই মাত্র कहিলেই পর্যাপ্ত হইবেক যে পিতা যেরূপ মসহরা পাইতেন পুত্রও সেইরূপ পাইতে লাগিলেন।

সর জ্ঞান শোর সাহেব, নির্ঝিরোধে পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া, কর্ম করিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকারকালে বাঙ্গালা দেশে লিখনোপযুক্ত কোন ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু তদীয় শাসনকাল শেষ হইবার সময়ে এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইল। মৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দর্শাইতে লাগিল। ঐ সময়েই মহীসূরের অধিপতি টিপু সুলতান মৈন্য দ্বারা আনুকূল্য পাইবার আশয়ে, ফরাসিদিগকে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গত যুদ্ধে ইঙ্গ-রেজেরা তাঁহাকে যেরূপ খর্ব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি এক নিমিষের নিমিত্তেও ভুলিতে পারেন নাই; অহো-রাত্র কেবল বৈরনির্যাতনের উপায় চিন্তা করিতেন। তিনি এমনও আশা করিয়াছিলেন যে ফরাসিদিগের সাহায্য লইয়া ইঙ্গরেজদিগকে এক বারেই ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিব। ডিরেক্টরেরা, এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন, যে এমন সময়ে

কোন বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোককে গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত। অনন্তর তাঁহারা লার্ড কর্নওয়ালিস সাহেবকে পুনর্বার ভারতবর্ষের রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু আসিবার সমুদায় আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি আয়ারলণ্ডে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরেক্টরেরা, বিলম্ব না করিয়া, লার্ড ওয়েলেস্লিকে গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইহারই নামান্তর লার্ড মর্নিংটন। এই লার্ড বাহাদুর লার্ড কর্নওয়ালিস মহোদয়ের জাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং সবিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম সহকারে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতি শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। তিনি ১৭৯৮ সালের ১৮ই মে, কলিকাতায় পহুছিলেন। সেই গোলযোগের সময়ে যেরূপ দূরদৃষ্টি, পরাক্রম ও বিজ্ঞতা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যিক, সে সমুদায়ই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবামাত্র, সাম্রাজ্যবিষয়ক সমুদায় আশঙ্কা এক বারে অন্তর্হিত হইল এবং ইঙ্গরেজদিগের অন্তঃকরণে সাহসের উদয় হইতে লাগিল।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন টাকা অত্যন্ত ছুপ্পাপ্য; সৈন্য সকল একে অকর্ম্মণ্য তাহাতে আবার অসন্তুষ্ট হইয়া আছে; উত্তরে সিন্ধিয়া ও দক্ষিণে টিপু সুলতান পূর্ণ শত্রু হইয়া বিভীষিকা দর্শাইতেছেন; এবং ফরাসিদিগের দিন দিন ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রাচু-

ভাঁব বাড়িতেছে। তিনি অতি দ্বারায় সৈন্য সকল সম্যক্ কর্ষণ করিয়া তুলিলেন; যে সকল ফরাসিসেনাপতি বহুতর সৈন্যসহিত হায়দ্রাবাদে বাস করিতেন, তাঁহা-দিগকে দূর করিয়া দিলেন; আর তাঁহারা যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমুদায়ের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন; তাহাদের পরিবর্তে, সেই সেই স্থানে ইংরেজী সেনা স্থাপিত করিলেন; এবং এক বারেই টিপু সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমুদায় শত্রুमध्ये তিনিই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মাদ্রাজের কৌন্সিলের সাহেবেরা লার্ড ওয়েলেসলির মতের পোষকতা না করিয়া বরং তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। অতএব তিনি, ঞ্ণমাত্রাও বিলম্ব না করিয়া মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত বখোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বয়ং সমস্ত কর্ষণ নির্বাহ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ২৭এ মার্চ, টিপু সুল্তানের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। টিপু রাজধানী ত্রিরঙ্গপত্তন যে মাসের চতুর্থ দিবসে, ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। এই রূপে হায়দরপরিবারের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। ডিরেক্টরেরা, এই সংগ্রামের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, গবর্নর জেনেরল বাহাদুরকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকার পেনশিন প্রদান করিলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি সিভিল সরবেণ্টদিগকে দেশীয় ভাষায় নিতান্ত অজ্ঞ দেখিয়া, ১৮০০ খৃঃ অব্দে, কলি-

কাতায় কালেজ আব ফোর্ট উইলিম নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সিবিলেরা ইংলণ্ড হইতে কলিতায় পহুছিলে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হয়। তাঁহারা যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েন তাবৎ কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। এই বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষাতে কতিপয় গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এই বিদ্যালয় সংস্থাপনের সংবাদ ডিরেক্টরদিগের সমাজে পহুছিলে, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু বহুবায়সাধ্য হইয়াছে বলিয়া সকল বিষয়ের সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্লি বাহাদুরকে সিদ্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইতে হইল। ঐ দুই পরাক্রান্ত রাজা অল্প দিনেই পরাজিত ও খর্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অনেক অংশ ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে ইঙ্গরেজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী নগর প্রথম অধিকার করিলেন। পূর্বে মহারাজ্ঞীয়েরা, দিল্লীস্থরের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন প্রভুশক্তি রহিল না। তিনি কেবল বার্ষিক পনের লক্ষ টাকা মাত্র রুত্তি পাইতে লাগিলেন।

সেই সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, লর্ড ওয়েলেস্লি বাহাদুর অবিলম্বে উড়িষ্যায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজ্ঞীয়েরা যুদ্ধে

ভঙ্গ দেওয়াতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বরের অষ্টাদশ দিবসে, ইংরেজদিগের সেনা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল। পরে সমুদায় উড়িষ্যা দেশ বাঙ্গালার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ৪৮ বৎসর পূর্বে, আলিবর্দি খাঁ, আপন অধিকারের শেষ বৎসরে, মহারাজ্যীয়দিগকে এই দেশ সমর্পণ করেন। ইংরেজেরা, পুরীর পুরো-হিতদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়া ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন এবং পুরীসংক্রান্ত আয় ব্যয় প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই পূর্ববৎ তাঁহাদিগকে আপন বিবেচনানুসারে সমাধা করিতে कहিলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে ইংরেজেরা, কর বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, আপনারা মন্দিরের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন এবং নিজের লোক দিয়া করগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সংগ্রহীত ধনের কিয়দংশমাত্র দেবসেবায় নিয়োজিত হইত, অবশিষ্ট সমুদায় কোম্পানির ধনাগারে প্রবেশ করিত।

বহুকালাবধি ব্যবহার ছিল, পিতা, মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া সাগরজলে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিত। তাহারা এই কর্ম ধর্মবোধে করিত বটে; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ইহার কোন বিধি নাই। গবর্নর জেনারেল বাহাদুর, এই ব্যবহার, এক বারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০এ আগষ্ট, এক আইন জারী করিলেন ও তাহার পোষকতা নিমিত্ত গঙ্গাসাগরে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই হুশংস ব্যবহার এক বারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

লার্ডওয়েলেসলি এই মহারাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ

রক্ষি করেন এবং রাজস্ব রক্ষি করিয়া পনের কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থিত করেন। কিন্তু, তিনি নিয়ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকাতে, রাজস্ব রক্ষির সঙ্গে সঙ্গে ঋণেরও রক্ষি হইয়াছিল। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার এইরূপ বুদ্ধিবিশয়ক অনুরাগ দর্শনে, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং যাহাতে শান্তি সংস্থাপন পূর্বক রাজ্যশাসন হয়, এমন কোন উপায় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন।

লর্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন যে আর তাঁহার উপর ডিরেক্টরদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। অতএব তিনি তাঁহাদের লিপিত পত্রের উত্তর লিখিয়া কর্তব্য পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৮০৫ খৃঃ অব্দের শেষে, ইংলণ্ড গমনার্থ জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ডিরেক্টরেরা, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শান্তিস্থাপন ও ব্যয়সাধন করা কর্তব্য স্থির করিয়া, লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেবকে পুনর্বার গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রত্যাহে সম্মত হইলেন এবং জাহাজে আরোহণ করিয়া, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩০ এপ্রিল, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, কাল বিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত, পশ্চিমাঞ্চল প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিমাভিমুখে যত গমন করিতে লাগিলেন ততই শারীরিক দুর্বল হইতে লাগিলেন। পরিশেষে, গাজীপুরে উপস্থিত হইয়া, ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর, কলে-

বর পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পহুছিলে, ডিরেঙ্টরেরা, তাঁহার উপর আপনাদিগের অনুরাগ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে চারি লক্ষ টাকা উপহার দিলেন ।

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর জর্জ বার্লো সাহেব গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডিরেঙ্টরেরা তাঁহাকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রাজমন্ত্রীরা কহিলেন এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। এই বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে, লর্ড মিণ্টোকে গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করাতে সে সমুদায়ের মীমাংসা হইয়া গেল। সর জর্জ বার্লো সাহেবের অধিকারকালে, গবর্নমেন্ট ক্রীক্ষেত্রযাত্রীদিগের নিকট মাসুল আদায়ের ও মন্দিরের অধ্যক্ষতার ভার স্বহস্তে আনিয়াছিলেন। যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত নানা উপায় করা হইয়াছিল। ইহাতে অনেক রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এই যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক প্রবল থাকে।

লর্ড মিণ্টো বাহাদুর, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩১এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশে রাজকাৰ্য্যের কোন বিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই। কেবল পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা কঠিন নিয়মে এক নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের, এই নিয়ম রহিত

করিয়া যান, পরে, ১৮০১ খৃঃ অব্দে, পুনর্বার আরম্ভ হয়। এই রূপে রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে; কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তার ব্যাঘাত জন্মিল ও প্রজাদের উপরে ঘোরতর অত্যাচার হইতে লাগিল।

১৮১০ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা, ফরাসিদিগকে পরাজয় করিয়া, বুর্কে' ও মরিশস্ নামক দুই উপদ্বীপ অধিকার করেন, এবং তৎপর বৎসর ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া জাবা নামক সমৃদ্ধ উপদ্বীপও অধিকার করিয়াছিলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্বে কোম্পানি বাহাদুর যে চার্টার অর্থাৎ সনন্দ লইয়াছিলেন তাহার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে, ১৮১৩ খৃঃ অব্দে, নূতন চার্টার গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে এতদেশীয় রাজকার্য্যসংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। দুই শত বৎসরের অধিককালাবধি ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল কোম্পানি বাহাদুরেরই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু তৎকালে কোম্পানি বাহাদুর ভারত বর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য করা উচিত নহে, এই বিবেচনায়, নূতন বন্দোবস্তের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের কেবল রাজ্যশাসনের ভার রহিল; আর অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্যে অধিকার হইল। পূর্বে কোম্পানির কর্ম্মকর ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে যে ক্লেশ পাইতে হইত; তাহা এক বারেই নিবারিত হইল। অতঃপর ডিরেক্টরেরা বাহাদিগকে অনুমতি

দিতে চাহিতেন না, তাহারা বোর্ড আৰ কন্ট্রোল নামক সভাতে আবেদন করিয়া কৃতকাৰ্য্য হইতে লাগিল।

১৮১৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, লর্ড মিণ্টো বাহাদুর, লর্ড ময়রা বাহাদুরের হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসনের তার সমর্পণ করিয়া, ইংলণ্ড বাত্মা করিলেন; কিন্তু আপন আলয়ে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরিশেষে লর্ড ময়রা বাহাদুরের নাম মারকুইস আৰ হেষ্টিংস হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

লর্ড হেষ্টিংস গবর্নমেণ্টের ভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, নেপালীয়েরা ক্রমে ক্রমে ইংরেজদিগের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করিয়া আসিতেছে। সিংহাসনারূঢ় রাজপরিবার, এক শত বৎসরের মধ্যে, নেপালে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের অধিকারকালে নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস দেখিলেন নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ সন্ধিরকার্ষে বধোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নেপালেশ্বরের অসহনীয় প্রগল্ভতা দর্শনে, পরিশেষে, ১৮১৪ খৃঃ অব্দের, তাঁহাকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইল। প্রথম রণে কোন

কলোদিয় হইল না ; কিন্তু ১৮১৫ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে ইঙ্গ-
রেজদিগের সেনাপতি অষ্টরলোনি বাহাদুর সম্পূর্ণ জয়
লাভ করিলেন । তখন আপন রাজ্যের এক বৃহৎ
অংশ পণ দিয়া নেপালাধিপত্যকে সন্ধি ক্রয় করিতে
হইল ।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে পিণ্ডারী নামে এক দল বহু-
সংখ্যক অশ্বারোহী দস্যু বাস করিত । অনেক বৎসর-
বধি ঐ অঞ্চলের সমস্ত দেশ লুণ্ঠ করা তাহাদের ব্যবসায়
হইয়া উঠিয়াছিল । অবশেষে তাহারা ইঙ্গরেজদিগের
অধিকারমধ্যে প্রবেশ করে । ঐ অঞ্চলের অনেক
অনেক রাজা তাহাদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেন ।
তাহারা পাঁচ শত ক্রোশের অধিক দেশ ব্যাপিয়া লুণ্ঠ
করিত । তাহাদিগের নিবারণের নিমিত্ত ইঙ্গরেজ-
দিগকে এক দল সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল । তাহাতে
প্রতি বৎসর যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত
গুরুতর বোধ হওয়াতে, পরিশেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত ও
পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল, যে সর্বদা একরূপ করা অপেক্ষা
এক বার এক মহোৎসোগ করিয়া তাহাদিগকে নির্মূল
করা উচিত ।

অনন্তর লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুর ডিরেক্টর সমাজের
অনুমতি লইয়া, তিন রাজধানী হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য
সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । পরে সংগৃ-
হীত সৈন্য সকল ক্রমে ক্রমে এই দুর্ভুক্ত দস্যুদিগের
বাসস্থান রোধ করিয়া, একে একে তাহাদিগের সকল
দলকেই উচ্ছিন্ন করিল ।

ইঙ্গরেজদিগের সেনা, পিণ্ডারীদিগের সহিত সংস্কৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে নাগপুরের রাজা, পেশোয়া ও হোলকার ইঁহারা সকলে এককালে একপরামর্শ হইয়া এই আশয়ে ইঙ্গরেজদিগের প্রতি-কূলবর্তী হইয়া উঠিলেন, যে সকলেই একবিধ যত্ন করিলে ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরাজিত হইলেন। নাগপুরের রাজা ও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। পূর্বোক্ত ব্যাপার নির্বাহ কালে তাঁহার পঁয়ষাট বৎসর বয়ঃক্রম ছিল; তথাপি, তাদৃশ ক্ষুদ্রতর কার্য্য নির্বাহ বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা ও উৎসাহের আবশ্যিকতা; তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিণ্ডারী ও মহারাক্ষীয়দিগের পরাক্রম একবারে লুপ্ত হইল, এবং ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন।

লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্বে প্রজাদিগকে বিদ্যা দান করিবার কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানকূপে পতিত থাকিলে কোন কালে রাজ্যভক্তের আশঙ্কা থাকে না; এই নিমিত্ত প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুর এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, কহিলেন যে ইঙ্গরেজেরা প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপন করিয়াছেন; অতএব সর্ব্ব শযত্নে প্রজার সভ্যতা সম্পাদন

করা ইঙ্গরেজদিগের অবশ্যকর্তব্য। অনন্তর, তাঁহার আদেশানুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, হেষ্টিংস ভারত-বর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নয় বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, কোম্পানির রাজ্য ও রাজস্বের ভূয়সী বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধ করেন। ইহার পূর্বে ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের এমন সমৃদ্ধি কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং সমুদায় বায় সমাধা করিয়াও, বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্ধৃত হইতে লাগিল।

অতিশয় ক্ষমতাপন্ন রাজমন্ত্রী জর্জ ক্যানিং ভারতবর্ষীয় রাজকার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুর কর্ম পরিত্যাগ করিলে, তিনিই গবর্নর জেনেরলের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার আসিবার সমুদায় উন্মোগ হইয়াছে, এমন সময়ে, অন্য এক জন রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, ইংলণ্ডে এক অতি প্রধান পদ শূন্য হইল এবং ঐ পদে তিনিই নিযুক্ত হইলেন। তখন ডিরেক্টরেরা লর্ড আমহস্ট বাহাদুরকে গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এই মহাশয়, দশ বৎসর পূর্বে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া, চীনের রাজধানী পেকিন নগর গমন করিয়াছিলেন। তিনি, ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট, কলিকাতায় উদ্বীর্ণ হইলেন। লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রধান অবধি লর্ড আমহস্ট বাহা-

দুরের উপস্থিতি পর্যন্ত, কয়েক মাস কোম্পিলের প্রধান মেম্বর জান আদম সাহেব গবর্নর জেনেরলের কার্য নির্বাহ করিলেন। তাঁহার অধিকারকালে, বিশেষ কার্যের মধ্যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইয়াছিল।

লাড' আমহষ্ট' বাহাদুর কলিকাতায় পহুছিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; ইঙ্গরেজেরা যে সময়ে বাঙ্গালা অধিকার করেন, ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজাও প্রায় সেই সময়েই তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পরে তিনি মণিপুর ও আসাম অনায়াসে জয় করেন এবং সেই গর্বের উদ্ধত হইয়া, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশও জয় করিবেন। তিনি, ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি সত্ত্বেও উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোম্পানির অধিকারভুক্ত কাচার ও আরাকান দেশে স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করেন। আরাকান উপকূলে, টিকনাফ নদীর শিরোভাগে শাপুরী নামে যে উপদ্বীপ আছে, ব্রহ্মেশ্বর তাহা আক্রমণ করিয়া, তথায় ইঙ্গরেজদিগের যে অগ্নি রক্ষক ছিল, তাহাদের বিনাশ করেন। আবার দূত প্রেরণ করিয়া এরূপ অনুষ্ঠানের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি অত্যন্ত গর্বিত বাক্যে এই উত্তর দিলেন, যে ঐ উপদ্বীপ আমার অধিকারে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইলে আমি বাঙ্গালা আক্রমণ করিব।

এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া গবর্নর জেনেরল বাহাদুর, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৫ই মে, ব্রহ্মাধিপতির সহিত

যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইঙ্গরেজেরা, ১১ই মে, ব্রহ্ম-
রাজ্যে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া রাঙ্গুণের বন্দর অধিকার করি-
লেন। তৎপরেই আসাম, আরাকান ও মরগুই নামক
উপকূল ভূত্বাহাদের হস্তগত হইল। তদনন্তর ইঙ্গরেজ-
দিগের সেনা ক্রমে ক্রমে আবার রাজধানী অভিমুখে গমন
করিল এবং প্রয়াণকালে, বহুতর গ্রাম নগর অধিকার
পূর্বক, ব্রহ্মরাজ্যের সেনাদিগকে পদে পদে পরাজিত
করিল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, ইঙ্গরেজদিগের
সেনা অগরপুরের অভ্যন্ত প্রত্যাসন্ন হইলে, রাজা নিজ
রাজধানী রক্ষার্থে ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত পণেই সন্ধি
করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত
হইল; ঐ পত্র ঘান্দিবু সন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। তদ্বারা
ব্রহ্মাধিপতি, ইঙ্গরেজদিগকে মনিপুর, আসাম, আরাকান
ও সমুদায় মার্ত্তাবান উপকূল প্রদান করিলেন এবং
যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিবার নিমিত্ত, এক কোটি টাকা দিতে
সম্মত হইলেন।

যৎকালে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল,
ঐ সময়ে, ভরতপুরের অধিপতি দুর্জয়শাহের সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি, আপন জাত। মাধুসিংহের
সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজ পিতৃব্যপুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার
বলবন্ত সিংহের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করি-
বার উদ্যম করিয়াছিলেন। সর চার্লস মেটকাক সাহেব
দুর্জয়শাহকে বুঝাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন;
কিন্তু কোন কলোদয় হইল না। তখন স্পষ্ট বোধ হইল,
লজ্জা গ্রহণ ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক না।

বিশেষতঃ, এই স্থান অধিকার করা ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি লর্ড লেক ঐ স্থান রোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সেনা ও সেনাপতির প্রাণবিনাশ হয়। ইঙ্গরেজেরা এ পর্য্যন্ত যত দুর্গ অবরোধ করেন, তন্মধ্যে কেবল ভরতপুরের দুর্গই অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে সমুদায় ভারতবর্ষ মধ্যে এই জনরব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা এই দুর্গ কখনই অধিকার করিতে পারিবেন না। উহার চতুর্দিকে অতি প্রশস্ত এক বৃক্ষয় প্রাচীরের গোড়ায় এক বৃহৎ পরিখা ছিল।

তৎকালে অনেক সৈন্য ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিলেও, বিংশতি সহস্র সৈন্য ও এক শত কামান ভরতপুরের সম্মুখে অবিলম্বে নীত হইল। ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোক প্রগাঢ় ঔৎসুক্য সহকারে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৬এ ডিসেম্বর যুদ্ধারম্ভ হইল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড কন্বরমীর বাহাদুর ঐ স্থান অধিকার করিলেন। দুর্জনশাল ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের দুর্গে প্রেরণ করিলেন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, লর্ড আমহাষ্ট বাহাদুর পশ্চিমাঞ্চল যাত্রা করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বাদশাহের সহিত কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য-বিষয়ক কথোপকথন উপস্থিত হওয়াতে, গবর্নর জেনে-

রল বাহাদুর স্পষ্ট রূপে তাঁহাকে কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা আর এখন তৈমুরবংশীয়দিগের অধীন নহেন; রাজ-সিংহাসন এক্ষণে তাঁহাদিগের হইয়াছে । দিল্লীর রাজ-পরিবার এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন । তাঁহারা ভাবিলেন মহারাজ্যীয়দিগের নিকট অশেষ প্রকারে অবমানিত হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহ নাম অন্যথা হয় নাই; এক্ষণে রাজ্যাধিকার চিরকালের নিমিত্ত হস্তবর্হিত হইল । ইঙ্গরেজদিগের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষবাসী সমুদায় লোক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন ।

লার্ড আমহস্ট বাহাদুর, উইলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলি সাহেবের হস্তে গবর্ণমেন্টের ভার সমর্পণ করিয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, ইংলণ্ড গমন করিলেন । তাঁহার কর্ম পরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক উক্ত পদের নিমিত্ত ডিরেক্টরদিগের নিকট আপন প্রার্থনা জানাইলেন । বিংশতি বৎসর পূর্বে, তিনি মাদ্রাজে গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু ডিরেক্টরেরা কোন কারণবশতঃ উদ্ধৃত হইয়া অন্যায় করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন । এক্ষণে তাঁহারা, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ১৮২৭ সালে, গবর্ণর জেনারলের পদে নিযুক্ত করিলেন । ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, যে তৎকালে ইংলণ্ডে এই প্রধান পদের উপযুক্ত তত্ত্বাল্য ব্যক্তি অতি অল্প পাওয়া যাইত ।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর, ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই

কলিকাতায় পহুছিলেন। ছয় বৎসর পূর্বে, লর্ড হেষ্টিংসের অধিকারকালে, ভারতবর্ষের যে ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয়, ঐ সময়ে তাহা একবারে শূন্য হইয়াছিল। আর অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। এই নিমিত্ত, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন আমি অবশ্যই ব্যয় লাঘব করিব। অতএব তিনি, কলিকাতায় পহুছিবার অব্যবহিত পরেই, রাজস্ব বিষয়ে দুই কমিটি স্থাপন করিলেন। তাহাদের কর্ম এই যে, সিবিল ও মিলিটারি সম্পর্কে যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহার পরীক্ষা করিবেন, এবং তন্মধ্যে কি কমান যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

তাহারা যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে সমুদায় কর্মস্থানে ব্যয় লাঘব করা গেল। এইরূপ কর্ম করিলে কাজে কাজেই সকলের অগ্রিয় হইতে হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ব্যয় লাঘব করিয়া কোর্টের যে আদেশ প্রতিপালন করিলেন, তাহাতে যাহাদের ক্ষতি হইল, তাহারা তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়াছিল। কলতঃ, যে রাজকর্মকারীকে রাজ্যের ব্যয় লাঘব করিবার ভার গ্রহণ করিতে হয়, তিনি কখনই তদানীন্তন লোকের নিকট সুখ্যাতি প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া চারি দিকে কোলাহল আরম্ভ করিল। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচ্চিত্ত না হইয়া, কেবল ব্যয় লাঘব ও স্বাণ পরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসরাবধি গবর্ণমেন্ট, সহগমন নিবারণার্থে প্রত্যস্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং কত স্ত্রী সহমৃত্যু হয়

ও দেশীয় লোকদিগেরই বা তদ্বশে ক্রুর অতিপ্রায়, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধানও হইয়াছিল । রাজপুরুষেরা অনেকেই কহিয়াছিলেন, যে দেশীয় লোকদিগের এবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ আছে ; ইহা রহিত করিলে অনর্থ ঘটতে পারে । লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, কলিকাতায় পহুছিয়া, এই বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন ইহা অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে । কোম্বিলের সমুদায় সাহেবেরাও তাঁহার মতে সম্মত হইলেন । তদনন্তর ১৮২৯ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর, এক আইন জারী হইল ; তদনুসারে ইঙ্গরেজদিগের অধিকারমধ্যে এই নৃশংস ব্যাপার এক বারেই রহিত হইয়া গেল ।

কতকগুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বান্দালী, এই হিতানুষ্ঠানকে অহিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া, গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনায় আবেদন করিলেন যে ঐ আইন রদ করা যায় । লার্ড উইলিয়ম, এই ধর্ম্ম রহিত করিবার বহুবিধ দৃঢ়তর যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাদের প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিলেন । সেই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ রায় চৌধুরি প্রভৃতি আর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বান্দালী লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরকে এক ধন্যবাদপত্র প্রদান করেন ; তাহার মর্ম্ম এই যে আমরা ঐশ্বর্যের এই দয়ার কার্য্যে অনুগৃহীত হইয়া ধন্যবাদ করিতেছি ।

তাঁহারা সহগমনের পক্ষ ছিলেন তাঁহারা অবিলম্বে

কলিকাতায় এক ধর্মসভা স্থাপন ও চাঁদা করিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিলেন ; এবং এই বিধি পুনঃ স্থাপিত হয় এই প্রার্থনায় ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দরখাস্ত দিবার নিমিত্ত, এক জন ইঙ্গরেজ উকীলকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন । কিন্তু তথাকার রাজমন্ত্রীরা সহগমনের অনুকূল যুক্তি সকল শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে নিবারণপত্রই দৃঢ় করিলেন । ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইয়াছে ; এই দীর্ঘকাল মধ্যে প্রজাদিগের অসন্তোষের কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই । ফলতঃ, এক্ষণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন । যদি ইহা ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে তবে অনন্তরজাত লোকেরা, এক্রূপ ব্যবহার কখন প্রচলিত ছিল, ইহা প্রায় প্রত্যয় করিবেন না ।

১৮৩১ সালে, বিচারালয়ের অনেক রীতির পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইল । বাঙ্গালীরা এ পর্য্যন্ত, যৎসামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতেন । লর্ড উইলিয়ম বেন্টক, দেশীয় লোকদিগের নাম সম্ভ্রম বাড়াইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উচ্চ বেতনে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন । এই বৎসরে মুন্সেফ ও সদর আমীনদিগের বেতন ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় । এবং উচ্চতর বেতনে অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান সদর আমিনীপদ নূতন সংস্থাপিত হয় । দেওয়ানীবিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা হইল । রেজিষ্টরের পদ ও প্রবিন্সল কোর্ট উঠিয়া গেল ; কেবল দেশীয় বিচারকের ও জিলা-

জজের আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালত বজায় থাকিল। এই নূতন নিয়ম, উনত্রিশ বৎসর হইল, প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলিতার্থ এই যে মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করণের ভার দেশীয় বিচারকদিগের প্রতি অর্পিত হইয়াছে; আর ইঙ্গরেজ জজদিগের উপর কেবল আপীল শুনিবার ভার রহিয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ফৌজদারী আদালতেরও অনেক সুরীতি করেন। পূর্বে, দায়রার সাহেবেরা ছয় মাসে এক বার আদালত করিতেন; কিয়ৎ কাল পরে, কমিসনর সাহেবেরা তিন মাসে এক বার। পরিশেষে এই হুকুম হইল, যে সিবিল ও সেসন জজেরা, প্রতি-মাসে এক এক বার বৈঠক করিবেন। তাহাতে, কয়েদী আসামী ও মাফকীদিগকে, অধিক দিন কয়েদ থাকিয়া, যে ক্লেশ পাইতে হইত, তাহার অনেক নিবারণ হইল। ফলতঃ, কার্য্যদক্ষ লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকারকালে যে নানা সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, সে সমুদায়েরই প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, দেশীয় লোকদিগের নাম সম্মান বাড়ে ও স্বশৃঙ্খল রূপে কার্য্য নির্বাহ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে, রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কোম্পানি-সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত, বান্দালা, আরবি, পারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাতিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই দশ ভাষায় ব্যুৎপন্ন

ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে, কল্পিত দেব দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্ররম্ব করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাহারাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। ফলতঃ, রামমোহন রায় এদেশের এক জন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুরের সময়ে, তৈমুরবংশীয়দের সাম্রাজ্যনিবন্ধন প্রাধান্য রহিত হয়। এক্ষণে সম্রাট্ অপহারিত মর্যাদার উদ্ধার-বাসনায় ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্থির করিলেন। পূর্ব কালে সমুদ্রযাত্রা স্বীকারে ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অধর্ম্য হইত না; এক্ষণে কোন ব্যক্তি জাহাজে গমন করিলে তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় অসঙ্কুচিত চিত্তে জাহাজে আরোহণপূর্বক ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, যার পর নাই সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার এই যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বর, ত্রিশ বৎসরের অনুগ্রহ-দত্ত রুহিভোগী তৈমুরবংশীয়দের আধিপত্যের পুনঃস্থাপন বিষয়ে সম্মত হইলেন না। কিন্তু এই বংশের যে রুহি নিরূপিত ছিল, রামমোহন রায় তাহার আর তিন লক্ষ টাকা রুহির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বদেশপ্রত্যাগমনের পূর্বেই দেহযাত্রা সংবরণ করিয়া-

ছেন, এবং ব্রিষ্টল নগরের সম্মিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে সম্মি-
বেশিত হইয়াছেন ।

১৮৩৩ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর । যে সকল
সওদাগরের হৌস কমবেশ পঞ্চাশ বৎসর চলিয়া আসি-
তেছিল ; এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে
লাগিল । সর্ব প্রথমে পামর কোম্পানির হৌস ১৮৩০
সালে বন্ধ হয় । আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎ-
সর পর্য্যন্ত কাজ কর্ম চলিয়াছিল ; পরিশেষে তাহারাও
দেউলিয়া হইয়া গেল । এই ব্যাপার ঘটতে সর্ব সাধা-
রণ লোকের ষোল কোটি টাকা অপচয় হয় । তন্মধ্যে
দেউলিয়াদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে দুই কোটি
টাকাও আদায় হয় নাই ।

পূর্ব মিয়াদ অতীত হইলে, ১৮৩৩ সালে, কোম্পানি
বাহাদুর, পুনর্বার বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত, সনন্দ
পাইলেন । তদ্বারা এতদেশীয় রাজশাসনের অনেক
নিয়ম পরিবর্ত হয় । কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে
সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ ও সমুদায় কুঠী বিক্রয়
করিতে হইল । তৎপূর্ব বিশ বৎসর বাণিজ্যের মধ্যে
চীনদেশীয় বাণিজ্যই তাঁহাদিগের এক মাত্র অবলম্বন
ছিল, এক্ষণে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল । ফলতঃ,
দুই শত তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা যে বণিগ্নুস্তি
করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে এক বারে নিঃসম্বন্ধ
হইয়া ভারতবর্ষীয় রাজশাসন বিষয়েই ব্যাপ্ত হইতে
হইল । কলিকাতায় এক বিধিদায়িনী সভা স্থাপনের
অনুমতি হইল । এই নিয়ম হইল, যে তাহাতে

কোম্পিলের নিয়মিত মেম্বরেরা, ও কোম্পানির কর্মকর ভিন্ন আর এক জন মেম্বর বৈঠক করিবেন। এই নূতন সভার কর্তব্য এই নির্দ্ধারিত হইল; যখন যেরূপ আবশ্যক হইবেক ভারতবর্ষে তখন তদনুরূপ আইন প্রচলিত করিবেন এবং সুপ্রীমকোর্টের উপর কর্তৃত্ব ও তথাকার বন্দোবস্ত করিবেন। আর সমুদায় দেশের জন্যে এক আইন পুস্তক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লর্ড কমিসন নামে এক সভা স্থাপিত হইল। গবর্নর জেনেরল বাহাদুর, সমুদায় ভারতবর্ষের অধিতীয় অধিপতি হইলেন; অন্যান্য রাজধানী তাঁহার অধীন হইল। বাঙ্গালার রাজধানী বিভক্ত হইয়া, কলিকাতা ও আগরা এই দুই রাজধানী হইল; নূতন চার্টার দ্বারা এই সকল প্রধান প্রধান পরিবর্ত্ত হয়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টক, প্রজাগণের বিদ্যাহুজি বিষয়ে যত্নবান হইয়া ইঙ্গরেজীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লামেন্টের অনুমতি হয়, যে প্রজাদিগের বিদ্যাদান বিষয়ে রাজস্ব হইতে প্রতিবৎসর এক লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। এই টাকার প্রায় সমুদায়ই সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যার অনুশীলন বিষয়ে ব্যয়িত হইত। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টক, ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষায় অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ ও স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিলেন। তদবধি এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী ভাষার বিশিষ্ট-রূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টক, দেশীয় লোকদিগকে ইউরোপীয় আয়ুর্বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, দেশের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে অস্ত্রচিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসায় নিপুণ করিবার নিমিত্ত, যে যে বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যিক, সে সমুদায়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই বিদ্যালয় দ্বারা যে উপকার দর্শিয়াছে গণনা করিয়া তাহার শেষ করা যায় না।

সকল ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সক্ষম করিতে পারিবে এই অভিপ্রায়ে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টকের অধিকারসময়ে, সেবিংস ব্যাংক স্থাপিত হয়। যদ্বার্থে ইহা স্থাপিত হয় সম্পূর্ণ রূপে তাহার ফল দর্শিয়াছে।

লার্ড বেণ্টক বাহাদুর পঞ্চোত্তরা মাণ্ডল বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছিলেন। বহুকালাবধি এই রীতি ছিল, দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে মাণ্ডল দিতে হইত। তদনুসারে কি জলপথ কি স্থলপথ সর্বত্র এক এক পরমিটের ঘর স্থাপিত হয়। তথায় দ্রব্য সকল আটকাইয়া তদারক করিবার নিমিত্ত, অনেক কর্ম্মকর নিযুক্ত হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট এই রূপে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়াও কর সংগ্রহ করিতেন। মাণ্ডল ঘরে নিযুক্ত কর্ম্মকরেরা যে স্থলে গবর্ণমেন্টের মাণ্ডল এক টাকা আদায় করিত সেখানে আপনারা নিজে অত্যন্ত দুই টাকা লইত। ফলতঃ তাহারা প্রজার উপর এমন দারুণ অত্যাচার

আরম্ভ করিয়াছিল, যে এই বিষয়ে অধিকৃত এক জন বিচক্ষণ ইউরোপীয় যথার্থ বিবেচনাপূরক, এই ব্যাপারকে অভিসম্পাত নামে নির্দেশ করিয়াছিলেন ।

ইঙ্গরেজেরা যখন মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপার প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহারাও নিজে এপর্যন্ত ইহা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন । কিন্তু বিচক্ষণ লার্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর, এই ব্যাপারকে দেশের বিশেষ ক্ষতিকর বোধ করিয়া, ১৭৮৮ সালে, এই নিয়ম একবারে রহিত করেন এবং দেশের মধ্যে যেখানে যত পরমিট ঘর ছিল সমুদায় বন্ধ করিয়া দেন । ইহার তের বৎসর পরে গবর্ণমেন্ট, কর সংগ্রহের নূতন নূতন পন্থা করিতে উদ্যত হইয়া, পুনর্বার এই মাণ্ডলের নিয়ম স্থাপন করেন । এক্ষণে লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, সি ই ট্রিবি-লিয়ম সাহেবকে, এই বিষয়ের সবিশেষ অন্বেষণ করিয়া রিপোর্ট করিতে, আজ্ঞা দিলেন । পরে এই মাণ্ডল উঠাইবার সড়পায় স্থির করিবার নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করিলেন । এই ব্যাপার উক্ত লার্ড বাহাদুরের অধিকার কালে রহিত হয় নাই ; কিন্তু তিনি, ইহার প্রথম উদ্যোগী বলিয়া, অশেষ প্রশংসাভাজন হইতে পারেন ।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, আপন অধিকারের প্রারম্ভাবধি, এতদ্দেশে সমুদ্রে ও নদ নদী মধ্যে বাস্পনাবিক কর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন । যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সংবাদাদি মাসে মাসে

উভয়ত্র পহুঁছিতে পারে, তিনি সাধ্যানুসারে ইহার চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু ডিরেক্টরেরা এই বিষয়ে বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। তিনি, বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত পুলিন্দা লইয়া যাইবার নিমিত্ত, বাষ্পনৌকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। যাহা হউক, লর্ড বেণ্টিক বান্দালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদ নদীতে লৌহনির্মিত বাষ্পজাহাজ চালাইবার প্রণালী বিষয়ে তাঁহাদিগকে সম্মত করাইলেন। এই বিষয়, ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে এক্ষণে বিলক্ষণ উপকারক বোধ হইয়াছে। এবং এমন বোধ হইতেছে যে এই ব্যাপার ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে যেমন আবশ্যক ও সচরাচর হইয়া উঠিয়াছে, এতদ্দেশেও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ হইয়া উঠিবেক।

১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকারকালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন কোন উদ্বেগ ছিল না। এক দিবসের নিমিত্তও সন্ধি ও শান্তির ব্যাঘাত জন্মে নাই। তাঁহার অধিকারকাল কেবল প্রজাদিগের ত্রীরুদ্ধিকপেই সঙ্কলিত হইয়া ছিল।

সম্পূর্ণ





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

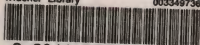
A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

IndL 4710.9.1

Widener Library

003349736



3 2044 092 197 854